# শ্রীশ্রীসঙ্গীত-মাধবম্

শ্রীপ্রাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতি-বিরচিতম্

# শ্রীশ্রীসঙ্গীত-মাধবম্

## শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতি—বিরচিতম্

---

শ্রীগোবর্দ্ধন দাস—কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

কর্ত্তৃক প্রকাশিতং

শ্রীরাধারমণ বাগ—শ্রীধাম নবদ্বীপ

**৪৫৯ শ্রীগৌরাব্দ**

---

মূল্য দুই টাকা

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ

বিজয়েতাম্।

# অবতরণিকা।

—০—

বেদান্ত, তর্ক, সাংখ্য, বৈশেষিক, যোগ, মীমাংসা, আগমনিগমাদি সর্ব্বশাস্ত্রের রহস্যময় সিদ্ধান্তের অনর্গল বক্তৃতাদানে যে পরিব্রাজক-শিরোমণি অগণিত কাশীবাসী সন্ন্যাসী শিষ্যদের অন্তরে উজ্জ্বলালোক সম্পাত করিয়াছেন—শ্রীশ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টিপাতে যাঁহার যথার্থ সিদ্ধান্ত স্ফুরিত হইয়াছিল —সেই পরম মহানুভব শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী মহারাজই এই গ্রন্থরত্নের রচয়িতা। ষষ্টি সহস্র যতীন্দ্রবৃন্দের গুরু ও অধ্যাপকরূপে মুক্তিক্ষেত্র ৺কাশীধামে বাস্তব্য করিতে করিতে ইনি কলিযুগপাবন মহামহাবতার শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় করেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থে ইঁহার ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে।

## তদীয় গ্রন্থাবলি—

(১) **শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্**—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতার-মাহাত্ম্য-সূচক শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার-পরিপূর্ণ প্রৌঢ়িবাদময় কোষকাব্য বা প্রকরণ গ্রন্থ।

(২) **শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতম্**—লোকাতীত মহামহিমময় শ্রীবৃন্দাবন-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের বিপুল কাব্য। ভাব-প্রাচুর্য্যে, ভাষা-মাধুর্য্যে, বর্ণনা-সৌন্দর্য্যে, বস্তু-বৈভবে ও কল্পনা-গৌরবে এই গ্রন্থরত্ন পাঠকগণের মনোমদ ও তৃপ্তিপ্রদ হইয়া নিখিল নরনারীর নিরতিশয় কল্যাণ-সাধক হইয়াছেন। ইহাতে অষ্টকালীন লীলাস্মরণের ধারা বিদ্যমান না থাকিলেও কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, উৎকলিকা-বল্লরী, বিলাপকুসুমাঞ্জলি প্রভৃতির ন্যায় অনুরাগের ধারাই প্রকটিত হইয়াছেন। ইহাতে তীব্র অনুরাগ, তীব্র ভজন, তীব্র বৈরাগ্য, নিরন্তর স্মরণ, নিরন্তর স্ফূর্ত্তি, নিরন্তর আবেশ এবং আত্মহারা ব্যাকুলতা প্রভৃতির প্রচুরতর পরিবেশন রহিয়াছে; সাসঙ্গ বা স্বারসিক ভজনই শ্রীপাদের লক্ষ্য। এই শতকগুলির রস-তন্ময়তা, আনন্দ-বিহ্বলতা ও অনুরাগোন্মাদনা বস্তুতঃই আস্বাদ্য ও উপভোগ্য।

(৩) শ্রীরাধারস-সুধানিধি—এই স্তুতিকাব্যেও শ্রীপাদ শ্রীরাধাপাদপদ্ম-ভজননিষ্ঠা, শ্রীরাধার উপাসনার উৎকর্ষ ইত্যাদি বিষয় অতিনিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন।

(৪) আশ্চর্য্য-রাসপ্রবন্ধঃ—শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলা-অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হইলেও কিন্তু ইহাতে যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য ও অদ্ভুতত্ব আছে। গ্রন্থকার প্রথমতঃ একটি শ্লোকে বীজাকারে বক্তব্য বিষয়টি নিবদ্ধ করিয়া তৎপরবর্ত্তী কয়েকটি শ্লোকে তাহারই সবিস্তারে বর্ণনা দিয়াছেন। বীজ শ্লোকগুলি বিবিধ ছন্দোবন্ধে রচিত, কিন্তু তাহাদের বিবৃতি শ্লোকসমূহ সর্ব্বত্র পজ্ঝটিকা ছন্দে বিরচিত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থে শ্রীপাদ প্রেমোন্মত্ত হইয়া ধারাবাহিক বর্ণনা করেন নাই, কিন্তু এই গ্রন্থে তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

(৫) শ্রীসঙ্গীত-মাধবম্—শ্রীশ্রীজয়দেব কবিরাজের মধুর কোমল কান্ত পদাবলির অনুকরণে এই গ্রন্থরত্ন বিরচিত হইলেও ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের সাধনোপযোগী বহুবিধ সম্ভার দেদীপ্যমান আছে এবং স্থলবিশেষের রচনা-পারিপাট্য অধিকতর সুললিত ও চিত্ত-চমৎকার-কারক হইয়াছে। ইহার **প্রথম সর্গে**—শ্রীরাধামাধব-দিদৃক্ষু সখীকৃত বৃন্দাবন-স্তুতি, দাস্যলুব্ধা মৃগাক্ষীর রাধাসখীগণ-গীত কৃষ্ণস্তুতিশ্রবণ—তৎশ্রবণে স্মৃতগোবিন্দ-পদা হইয়া তৎকর্ত্তৃকও শ্রীকৃষ্ণসঙ্গীত এবং তৎস্ফূর্ত্তি প্রার্থনা। **দ্বিতীয়ে**—নিজগুরুরূপা সখী ও প্রাণেশ্বরীর প্রিয়নর্ম্ম কয়েকজন সখীকে সম্মুখে দেখিয়া যুগলকিশোর-বিষয়ক প্রশ্ন—সখীদের সঙ্গীতে যুগলকিশোরের বৃন্দাবন-বিহার-বর্ণনা, প্রিয়তমযুগলের বিলাস দেখিতে হইলে শ্রীরাধাচরণ-স্মরণের উপদেশ, তৎপরে শ্রীরাধার ধ্যান ও স্ফূর্ত্তি প্রার্থনা। **তৃতীয়ে**—রাধাসখীগণ তাঁহাকে মিলন-মাধুরী দর্শন করাইলে প্রেমসাগরে মগ্নচিত্তা সেই সখীকর্ত্তৃক গদ্‌গদবাক্যে শ্রীরাধা-দাস্যপ্রার্থনা, শ্রীরাধা-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা সেই সখীর শ্রীগোবিন্দস্তুতি এবং তচ্চরণে শ্রীরাধাদাস্যপ্রার্থনা, শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি ও সেবাধিকারলাভ। **চতুর্থে**—সেই সখী শ্রীরাধাগোবিন্দের ক্রীড়াচাতুর্য্য-দর্শনোৎসবে মগ্না হইলেন—শ্রীরাধাকর্ত্তৃক ব্যাকুলিতচিত্তে ভাবী শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমোৎসব-বর্ণনা—সখীগণ সহ শ্রীমতীর প্রিয়ান্বেষণে মদনজীবনবনে কুসুমচয়নচ্ছলে প্রবেশ—শ্রীরাধার রূপ-মাধুর্য্য-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা—শ্রীরাধার প্রিয়তম-পার্শ্বে গমন ও কর-স্পর্শে তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদন এবং অন্তর্ধান—লব্ধসংজ্ঞ কৃষ্ণের প্রতি শ্রীদামের সান্ত্বনাদান—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শ্রীরাধার রূপ-বর্ণন ও পুনঃ শ্রীদামের আশ্বাসদান। **পঞ্চমে**—গোবর্দ্ধন হইতে শ্রীদাম সহ শ্রীকৃষ্ণের রাধাদর্শন ও বিরলে তৎসখীর নিকট শ্রীরাধাসঙ্গ-প্রার্থনা—সখীমুখে শ্রীরাধার পরপুরুষ-সঙ্গরাহিত্য বর্ণনা, তৎপরে ললিতা-কর্ত্তৃক শ্রীরাধাসমীপে শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা-বিজ্ঞাপন ও তৎসহ মিলনপ্রার্থনা। **ষষ্ঠে**—উৎসববিশেষে গমন-পরায়ণা শ্রীরাধার রূপ-দর্শনে অধীর শ্যামের আত্ম-নিবেদন—শ্রীরাধার উপেক্ষাসূচক-বাক্যে ললিতার পরামর্শ। **সপ্তমে**—শ্রীরাধার গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনে বিষণ্ণ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে প্রবেশ, দারুণ বিরহ

প্রকাশ, বৃন্দাবনীয় বস্তুসমূহে রাধাদেহের কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য-দর্শনে উৎকণ্ঠিতচিত্তে বৃন্দাবনে ভ্রমণ, পিক-কল-তানে বিমুগ্ধতা, কদম্বতলে বিলাপ ও বিরহ জ্ঞাপন। **অষ্টমে**—বিবিধ ছদ্মবেশে শ্রীরাধাসঙ্গ-আস্বাদন—(১) যমুনাজলে পরিরম্ভণ, (২) নীলবসনাবৃতা শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক গৃহ-প্রদীপ-নির্বাপণে শ্রীরাধার মুখচুম্বন ও পরিরম্ভণ (৩) নবনিকুঞ্জে সখীগণ-সহ ক্রীড়াপরায়ণা রাধাকে আলিঙ্গন (৪) নবযুবতিবেশে সজ্জিত হইয়া শ্রীরাধা-সমীপে গমন, শ্রীরাধা কর্তৃক তাঁহার প্রিয়সখীত্ব-প্রার্থনা, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সম্ভুক্তা হইয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা ও তাঁহার নিবিড়ালিঙ্গন প্রার্থনা শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক আলিঙ্গিতা রাধার মহাসুখাস্বাদন। (৫) কদম্বতলে উত্তরীয় বিছাইয়া তৎপার্শ্বে মুরলীস্থাপন, কদম্বচয়ন ও নিম্নে পাতন—সখীগণের পরামর্শে শ্রীরাধাকর্তৃক বংশীচুরি, বৃক্ষ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শ্রীরাধার অবরোধ, বক্ষোজদ্বয়ে কদম্বজ্ঞান, কঞ্চুলিকা-উন্মোচন ও মর্দন। (৬) পশ্চাদ্দেশ হইতে শ্রীরাধাচক্ষুতে হস্তদান—'ললিতে! ছাড়, ছাড়' বলিয়া শ্রীরাধাকর্তৃক প্রিয়তমের হস্তধারণ। (৭) নিদ্রিতা রাধার পার্শ্বে গমন, জঘন ও বক্ষের বসন-অপসারণ, চক্ষুদ্বয় বাঁধিয়া আলিঙ্গন ও নখাঙ্কদান। (৮) ললিতার বেশে আগত প্রাণেশ্বর-কর্তৃক কুচযুগলে পত্রাবলি-রচনা ও পৃষ্ঠাবে তীক্ষ্ননখরাঘাতদান। **নবমে**—রসনিমগ্না শ্রীরাধা-কর্তৃক সখীগণসম্মুখে বিগত সম্ভোগ বর্ণনা। **দশমে**—মোহন বেণুনাদ-শ্রবণে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা—মুরলীমনোহরের নিকট যাইতে সখীর নিকট প্রার্থনা—'হরি অভিমানী' বলিয়া একাকিনী সখীর শ্রীকৃষ্ণসবিধে গমন ও গতাদর শ্যামসকাশে শ্রীরাধার অনুরাগজ্ঞাপন। উদ্বোধিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেতে সখীর রাধানিকটে কৃষ্ণবৃত্তান্ত-নিবেদন। **একাদশে**—রাধার আগমন-বিলম্বে শ্রীকৃষ্ণের বিষাদ এবং নিজগৃহ-সমীপবর্ত্তী কদম্বখণ্ডীতে আগমন - এদিকে আবার সঙ্কেতকুঞ্জে শ্যামসুন্দরের অদর্শনে শ্রীরাধার ব্যাকুলতা ও ভূষণ-ত্যাগ, সখীর সান্ত্বনা ; তৎপরে মিলন, বিলাস ইত্যাদি। **দ্বাদশে**—শ্রীরাধার অনুনয়ে মধুর মুরলী-নাদে রাসলীলার উদ্দেশ্যে রাধাসখীগণের আকর্ষণ, রাধাসখ্যহীনা জনৈক গোপিকার সিদ্ধদেহে রাসে গমন ও তৎকর্তৃক রাস-বর্ননা। **ত্রয়োদশে**—রাধার সহিত কৃষ্ণের গহনবনে প্রবেশ, নবসখীর পশ্চাৎ গমন ও অপরূপ লীলাবলির দর্শনলাভ, শুকমুখে রাধা-চরিত-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাবেশে নয়ননিমীলন ও শ্রীরাধার পলায়ন। শ্রীরাধার অদর্শনে শ্যামের বিলাপ—প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প—শ্রীরাধার আবির্ভাব ও মিলন। **চতুর্দ্দশে**—বিরহ-বিধুরা ব্রজবালাদের মুখে যুগলের গুণানুবাদপূর্ব্বক অন্বেষণ ও দর্শনলাভ। নিজ নিজ সেবাদ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া যুগলকিশোরকে নিভৃতনিকুঞ্জে পুষ্পশয্যায় আনয়ন—সুরত-সমরের উদ্যোগ—কোনও সখীমুখে বিলাস-বর্ননা। **পঞ্চদশে**—নিজোল্লাস-বর্নন। **ষোড়শে**—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ-জ্ঞাপন ইত্যাদি।

## গ্রন্থ-বৈশিষ্ট্য।

(১) শ্রীপাদের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এই সঙ্গীত-মাধবেও মান-বর্ণনা নাই। বেণুরব —'রাধামান-গরল-পরিখণ্ডন' (৪৯ পৃঃ ছ), কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ 'রাধা-বিরহ-দহন-জাল-বিকল' (৯১ পৃঃ ৭৪) এবং বৃন্দাবনীয় তরুলতাতে শ্রীরাধার অঙ্গসাম্য দর্শনে বহুবার 'প্রতারিতমতি' (৯১-৯২ পৃঃ ৭৫-৭৬)। বিরহাতুর হরিকে বহুবিধ বিলাপ করাইয়া কবি শ্রীকৃষ্ণের নয়নপথে সর্বত্র রাধাময় জগৎ অঙ্কিত করিয়াছেন (৭৯)

পুরো রাধা পশ্চাদপি চ মম রাধা তত ইতঃ
স্ফুরন্ত্যেষা সম্যগ্ বসতি মম রাধান্তরগতা।
অধশ্চোর্দ্ধং রাধা বিটপিষু চ রাধা কিমপরং
সমস্তং মে রাধাময়মিদমহো ভাতি ভুবনম্॥

অহো! 'প্রেমোন্মদ-মদন-লীলা-রসনিধি' (৮১) রাধা বিনা কৃষ্ণচন্দ্রও ম্লান হইয়াছেন।

(২) এ গ্রন্থে শ্রীরাধা কিন্তু অধিকতর বিরহবিধুরা—শ্যামবিরহে তিনি 'সদ্যঃপ্রকোষ্ঠ-চ্যুত-কঙ্কণা' (১০৭) হইলেন দেখিয়া সখী কদম্বখণ্ডে শ্রীহরি-সবিধে শ্রীরাধার বিরহ-বিধুর অবস্থা শুনাইতেছেন—বিরহিণী শ্রীমতী 'কুঞ্জের বাহিরে দণ্ডে শতবারে তিলে তিলে আসে যায়,' 'চিত-উচাটন', 'হা নাথ' বলিয়া সঘন বিলপন, নেত্রজলে তরুলতা-সিঞ্চন, ক্ষণে ক্ষণে ধাবন, পতন, মূর্চ্ছা ইত্যাদি প্রেমোৎকণ্ঠার বর্ণনা অতীব রসাল ও করুণ হইয়াছে। শ্রীরাধা বিরহ-কাতর হইলে—

"রুদন্তি মৃগপক্ষিণো ন বিকশন্তি বল্লিদ্রুমাঃ
শরদ্বিমলচন্দ্রমা মলিনভাবমালম্বতে।
বহন্তি ন সমীরণাঃ সহজশীতলামোদিনঃ"। (১০৮)

তখনই আবার কবি মাধবের সহিত মিলন করাইয়া বিহ্বলা রাধাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন।

(৩) ইহার রাসলীলা বর্ণনা অতি স্বাভাবিক (১১৩) কালিন্দীর সুবিপুল শোভন পুলিনে মৃদুমন্দ-সুরভিত-সমীরণ-প্রবাহিত প্রদেশে অন্যোন্যাবদ্ধহস্ত হইয়া বলয়াকৃতি রাস-মণ্ডলে গোপবালা-কদম্বের সহিত সেই রাধারতি-রভসপর মুগ্ধ কৃষ্ণ এক হইয়াও অতিচতুরতার সহিত এমনভাবে একৈকগোপীর কণ্ঠদেশ জড়াইলেন যেন সকলেরই মনে হয় যে রসিকশেখর কেবল আমারই পার্শ্বে বিদ্যমান। 'নাদয়তে মণিবেণুমুদারম্' ইত্যাদি (পৃঃ ১৩২-৩) সঙ্গীতে রাসপ্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া শ্রীপাদ (১১৫) শ্লোকে 'রাধা-সৌরত-উন্মদ রসজ্ঞ হরির' সহিত গোপীদের বিচিত্ররতির ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। ত্রয়োদশ সর্গে (১৩৬-১৪১ পৃঃ) শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-বিলাপ অতিমধুরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভাব-ধারা, ভাষামাধুর্য্য ও রস-তন্ময়তা ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে গ্রন্থখানি অতি সুনিপুণতার সহিত শ্রীপাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দক্ষিণা-নায়িকার স্বভাবটি কবি সকল গ্রন্থেই স্ফুটতররূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

**প্রকাশকের নিবেদন**—বহুবিধ বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও করুণা-বরুণালয় শ্রীশ্রীমদ্গুরুদেবের অপার করুণায় এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলেন। স্বকীয় বুদ্ধিমান্দ্য ও ভ্রম-প্রমাদাদিবশতঃ ত্রুটী বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া কৃপাময় পাঠকগণ মূলগ্রন্থের তাৎপর্য্য আস্বাদন করিলেই আমরা কৃতার্থ হইব। ইতি ৪৫৯ শ্রীগৌরাব্দ ভাদ্র—

# শ্রীশ্রীসঙ্গীত-মাধবম্
## গীতিকাব্যম্।

### প্রথমঃ সর্গঃ।
### শ্রীশ্রীবৃন্দাবনোৎসবঃ।

সদানন্দে বৃন্দাবন নিবিড়-কুঞ্জে নবতড়িদ্-
ঘনজ্যোতিঃপুঞ্জং কিমপি কলগুঞ্জন্মধুকরে।
নবোন্মীলৎ-কৈশোরক-ললিত-লীলারসময়ং
প্রিয়ং তস্মৈ জীয়ান্মধুরমধুরং ধাম-যুগলম্॥ ১

সরলার্থ-প্রকাশিকা টিকা।

গুরুং পূর্ণানন্দং করুণ-হৃদয়ং সর্ব্ব-সুখদং।
শচীসূনুং গৌরং স্বগণসহিতং প্রেমবিবশং॥
প্রভুং নিত্যানন্দং তদনুগতকান্ ভক্তিরসিকান্।
ভজে বৃন্দারণ্যে রসিক-মিথুনং রাসরসিকম্॥
শ্রীগুরো করুণাসিন্ধো বাঞ্ছাকল্পতরো প্রভো।
কৃপয়া দেহি মে শক্তিং রসলীলানুবর্ণনে॥

অথ শ্রীযুগলরস-লোলুপেন পরমরসিকপ্রবরেণ শ্রীশ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতিপাদেন বিরচিতমিদং সঙ্গীতমাধবং নাম গীতিকাব্যং রসিকভক্তহৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজতেস্ম

তাৎপর্যানুবাদ।

শ্রীগুরুং করুণাসিন্ধুং প্রেমকল্পতরুং বিভুম্।
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং নিত্যং নমামি সর্ব্বশক্তিদম্॥

বিমল আনন্দ-পরিপূর্ণ, নানাবিধ সৌগন্ধের আকর-স্বরূপ যুগলকিশোরের মধুময় বিলাস হইতে উত্থিত সৌরভে উন্মত্ত ভ্রমরগণের গুন্‌গুন্ ধ্বনি-পরিপূর্ণ মধুময় শ্রীবৃন্দাবনস্থ পরমনিভৃত নিকুঞ্জ মধ্যে নবসৌদামিনী-

নবচম্পক-গৌরকান্তিভিঃ কৃতবৃন্দাবন-হেমরূপতাম্ ।
ভজ কামপি বিশ্বমোহিনীং মধুরপ্রেমরসাধিদেবতাম্ ॥ ২

অধুনা তস্য সরলার্থপ্রকাশনার্থমেব মমায়ং প্রয়াসঃ। তস্মাৎ পরমমধুররসলোলুপানাং ভক্তবৃন্দানাং শ্রীগুরুবর্গাণাং তথা শ্রীগ্রন্থকর্ত্তৃণাং কৃপৈব মমাত্রাবলম্বনম্। যথা গ্রন্থস্য যথার্থপ্রকাশকরণে শক্তি র্ভবিষ্যতি, সর্ব্বে তথৈব কৃপাং কুর্ব্বন্তু। শ্রীগ্রন্থং প্রারভমাণঃ প্রথমং বস্তুনির্দ্দেশরূপং মঙ্গলং নাটয়তি—সদেতি। বৃন্দাবননিবিড়কুঞ্জে শ্রীযুগলকিশোরয়োঃ পরমপ্রিয়তমানন্দরসপরিপুষ্টস্য শ্রীবৃন্দাবনস্যান্তরতিনিভৃতনিকুঞ্জাভ্যন্তরে কিমপি বাঙ্মনসোরগোচরীভূতমনির্ব্বচনীয়ং তৎ সুপ্রসিদ্ধং যুগলং ধাম বিগ্রহঃ জীয়াৎ সর্ব্বোৎকর্ষমাবিষ্করোতু। কুঞ্জে কীদৃশে? সদানন্দে, সর্ব্বদা বিমলানন্দপরিপূর্ণে, যদ্বা সৎস্বরূপেণ পরমরসিকপ্রবরেণ, মাদনাখ্য-মহাভাবস্বরূপিণ্যা আচরিত-গাঢ়বিলাসরসানন্দপূর্ণে, কলগুঞ্জন্মধুকরে সৌগন্ধনিকরাকরয়োর্যুগল-কিশোরয়োবিলাসরসোত্থ-পরিমলোন্মাদিত-মধুকরাণাং অস্ফুট-মধুর-ধ্বনি-যুক্তে ইতি যাবৎ। কিম্ভূতং যুগলং ধাম? নবতড়িদ্ঘন-জ্যোতিঃপুঞ্জং নবসৌদামিন্যা মিলিতস্য নবজলধরস্য অনির্ব্বচনীয়-কান্তি-সমূহ-বিশিষ্টম্। পুনঃ কিম্ভূতম্? পৌগণ্ডাদধুনৈব বিকশৎ যৎ কৈশোরকং নবযৌবনপ্রারম্ভঃ তেন জাতো যো মনোহরো বিলাসরসঃ তন্ময়ং তৎস্বরূপমিতি যাবৎ। মম প্রিয়মতিপ্রেষ্ঠং মধুরাদপি সুমধুরম্ ॥ ১ ॥

রে মনঃ! কামপি বাঙ্মনসোরগোচরীভূতামবর্ণনীয়ামিতি যাবৎ। পরমমধুরপ্রেমরসস্যাধিষ্ঠাত্রীদেবীং ভজ, সর্ব্বস্বাত্ম-সমর্পণেন সেবস্ব। কিম্ভূতাম্? জগন্মোহন-মনোমোহকরীং, অভিনব-বিকশিত-চম্পকাদপি সুতপ্তকাঞ্চন-কান্তিভিঃ কৃতা সম্পাদিতা বৃন্দাবিপিনস্য উজ্জ্বলসুবর্ণরূপতা যয়া তাদৃশীম্, এতেন মাদনাখ্য-মহাভাবস্বরূপিণ্যাঃ পরমোন্মত্ত-বিপরীত-বিলাস-পরাবধিত্বং সূচিতম্ ॥ ২ ॥

বিজড়িত অভিনব জলধরকান্তিসমূহযুক্ত অভিনব যৌবনজনিত মনোহর লীলারসময়, মধুর হইতেও সুমধুর আমার কোটীপ্রাণ হইতেও প্রিয়তম অনির্ব্বচনীয় রূপগুণ-বিলাসময় যুগলবিগ্রহ সকল-ভুবন-দুর্ল্লভ উৎকর্ষ আবিষ্কার করুন ॥ ১ ॥

এই শ্লোকে শ্রীপ্রবোধানন্দ -সরস্বতীপাদ নিজের অভীষ্টদেবের বন্দনা এবং এই গ্রন্থে যে মধুর যুগলবিলাসলীলা বর্ণিত হইবে, তাহারই নির্দ্দেশ করিলেন ॥

মহাপ্রেম-রসজ্যোতিরপারাবারবারিধেঃ।
মধ্যে মোহন-কৈশোরসারং রাধাভিধং নুমঃ ॥ ৩

পরমরতিরসাম্ভোরাশি-কল্লোলমালা-
তরলিত-সুকুমার-শ্যাম-সম্মোহনাঙ্গঃ।
ব্রজললিত-কিশোরী-লম্পটঃ কোঽপি জীয়াৎ
প্রমদ-মদন-লীলা-মুগ্ধমুগ্ধঃ কিশোরঃ ॥ ৪

---

মহাপ্রেমরসস্য মহাভাবস্যেতি যাবৎ, যৎ জ্যোতিঃ কান্তিঃ তস্য অসীমাগাধ-সমুদ্রস্য মধ্যে যঃ মোহনকৈশোরঃ মনোমোহকারি-নবকৈশোরঃ তস্যাপি সারং মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপমিত্যর্থঃ রাধাভিধম্ আরাধ্যস্বরূপং কৃষ্ণস্যাপীতি যাবৎ। নুমঃ নমস্কুর্ম্মঃ বয়মিতি শেষঃ। কৈশোরমিতি পাঠে সারং সর্ব্বশ্রেষ্ঠতমং কৈশোরং যস্যেতি বোধ্যম্ ॥ ৩ ॥

কোঽপি অনির্ব্বচনীয়ঃ কিশোরঃ নবযুবা জীয়াৎ জয়যুক্তো ভূয়াৎ। কিম্ভূতঃ সর্ব্বাতিশায়ি-সম্ভোগ-রসানাং সাগরস্য যা তরঙ্গ-শ্রেণয়ঃ তাভি বিদ্রাবিতঃ সুকোমলঃ নবজলধরবর্ণঃ জগন্মনোমোহকারী চ বিগ্রহঃ যস্য, ব্রজ-বিলাসিনীনাং নবযুবতীনাং লম্পটঃ রতহিণ্ডকঃ উন্মাদি-মন্মথ-বিলাস-পরম্পরাভি মুগ্ধাদপি মুগ্ধঃ মনোহরঃ কামোন্মত্তো ধীরললিতনায়ক ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

---

রে মন! অভিনব বিকশিত চম্পক কুসুম হইতেও উজ্জ্বল গৌরবর্ণের ছটাদ্বারা যিনি শ্রীবৃন্দাবনকে উজ্জ্বল গৌরকান্তি করিয়াছেন, বাক্য মনের অগোচর সেই ভুবনমোহনমোহিনী প্রেমরসের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে তুমি ভজনা কর অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হও ॥ ২ ॥

মহাপ্রেমরসজ্যোতির অর্থাৎ মহাভাব কান্তির অপার অনন্ত অগাধ সাগরের মধ্যে মনোমোহকারী যে নবকৈশোর, তাহার সার অর্থাৎ মাদনাখ্য মহাভাব স্বরূপ রাধা নামক পরম অনির্ব্বচনীয় রত্নবিশেষ—তাহাকে বন্দনা করি অর্থাৎ সর্ব্বথা-আত্মসমর্পণ করি ॥ ৩ ॥

অতি অদ্ভুত অননুভূত-পূর্ব্ব সম্ভোগ-রসসাগরের সুবহুল তরঙ্গমালায় তরলিত এবং অতি সুকোমল মনোমোহকারী নবজলধরকান্তিবিশিষ্ট ব্রজনব-

উত্তরঙ্গ-মহানঙ্গ-রসাব্ধি-তরলং মহঃ।
পুলকাঞ্চিত-সর্ব্বাঙ্গং ভজ রাধাঙ্গ-ভূষণম্॥ ৫

পরমরসবিভূতে দৈবতস্যাবতারং
জগতি কৃতরহস্য-প্রেমভক্তি-প্রচারম্।
লবণজলধিকূলে কল্পিতানল্পলীলং
স্ফুরদরুণ-দুকূলং ধাম গৌরং স্মরামি॥ ৬

---

অদম্যতৃষ্ণারূপ-তরঙ্গাঘাতৈঃ ক্ষুভিতেন মহামন্মথচক্রবর্ত্তি-কৃত-সঙ্গম-রস-সাগরেণ তরলং চঞ্চলায়মানং দরলোহিত-কান্তিবিশিষ্টং সুখাধিক্য-সঞ্জাত-পুলকাদি-পরিব্যাপ্তং রাধায়া অঙ্গভূষণম্, এতেন নিভৃত-নিকুঞ্জ-লতারন্ধ্রে নিহিতদৃষ্ট্যা পরিলক্ষিতং সম্ভোগ-কালে এব স্তনাধরগণ্ডস্থলাদি-গ্রহণ-সঞ্জাত-চিহ্নাদিকমুপলক্ষ্যতে॥ ভজ ইত্যনেন স্বমনঃ অনুগত-সখীং বা উপদিশতি। রাধায়াঃ অঙ্গভূষণং বিদ্যুৎ-ক্রোড়ীভূত-নবঘনম্। কিংবা রাধৈব অঙ্গানাং ভূষণং যস্য তথাভূতং সৌদামিনী-বিজড়িত-নবজলধরং নিকুঞ্জ-বিলাসিনং রসিকশিরোমণিং ভজ। সহজ-বিপরীত-বিলাসদ্বয়মেবাত্র ধ্বনিতম্॥ ৫॥

---

নাগরী-লম্পট, উন্মাদবিলাস-রসের দ্বারা পরম শোভিত, বাক্যমনের অগোচর অর্থাৎ ভাষার দ্বারা যাহার রূপগুণলীলা বর্ণনা করা যায় না, এমন নবলকিশোর সর্ব্বদা জয়যুক্ত হউন অর্থাৎ নিজাভীষ্ট ভোগবিলাস-সম্পাদনে সুখী হউন॥ ৪॥

রে মন! অদম্য তৃষ্ণারূপ উত্তাল তরঙ্গাঘাতে ক্ষুভিত মহামন্মথ-চক্রবর্ত্তিকৃত সম্ভোগ-রসসাগরের তরঙ্গদ্বারা পরম চঞ্চল ঈষদরুণ-কান্তি, বিলাসসুখাধিক্য-জাত পুলকাদিভূষণে ভূষিত শ্রীরাধার অঙ্গভূষণকে ভজ, অর্থাৎ সেবা কর। এই শ্লোকে গোপীদেহধারী গ্রন্থকর্ত্তা লতান্তরালে থাকিয়া সহজ এবং বিপরীত রসমগ্ন রসিকেন্দ্র-চূড়ামণিকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—রাধার অঙ্গভূষণ বলিতে সহজভাবে রাধার বিজুরীসদৃশ সর্ব্বাঙ্গে আলিঙ্গিত নবঘন কান্তি কিংবা বৈপরীত্যভাবে রাধার দামিনীসদৃশ সর্ব্বাঙ্গদ্বারা বিজড়িত নবজলধর কান্তি নাগরেন্দ্রকে বুঝাইতেছে॥ ৫॥

শ্রীবৃন্দাবনের পরমমধুর রসের বিভূতি অর্থাৎ বিলাসাদিরসের অধি-

নিত্যোন্মদানন্দ-রসৈককন্দং
কন্দর্পলীলাদ্ভুত-কেলিবৃন্দম্।
শ্রীরাধিকা-মাধবয়োর্দিদৃক্ষু-
স্তুষ্টাব বৃন্দাবনমেব কাচিৎ ॥ ৭

---

পরমরসস্য বিশুদ্ধ-বৃন্দাবনীয়-মধুররসস্য যা বিভূতি র্বিশিষ্টা ভূতিঃ বিলাসাদিসম্পৎ উৎপত্তি র্বা যৎসকাশাৎ তস্যা (শ্রীরাধায়াঃ) দৈবতস্য বিষয়ীভূতস্য বিলাস-রসোন্মত্তস্য বৃন্দাবনবিহারিণঃ অবতারং শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপমিতি যাবৎ। জগতি কৃতঃ নিগূঢ়-প্রেম-ভক্ত্যাঃ নিজ-সম্পত্ত্যাঃ প্রচারো বিতরণং যেন তথাভূতম্। লবণ-জলধি-কূলে নীলাদ্রৌ কল্পিতাঃ প্রকাশিতাঃ অনল্পলীলাঃ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদি-প্রকাশৈঃ বহুবিধা লীলাঃ যেন। স্ফুরদরুণবৎ দুকূলং বস্ত্রং যস্য তথাভূতং গৌরং ধাম তপ্তকাঞ্চনকান্তিং স্মরামি ॥ ৬ ॥

কাচিদ্ব্রজনবকিশোরী শ্রীরাধিকা-মাধবয়োঃ শ্রীবৃন্দাবন-বিহারিণী-বিহারিণোঃ কন্দর্পস্য লীলানাং অপ্রাকৃতনবীন-মহামন্মথচক্রবর্ত্তিনঃ অদ্ভুত-কেলীনাং অদৃষ্টাশ্রুতাননুভূতপূর্ব্ববিলাসানাং বৃন্দং সমূহো যত্র তং দিদৃক্ষুঃ দ্রষ্টুকামা নিত্যোন্মাদানন্দ রসৈককন্দং সর্ব্বদৈব চিত্তোন্মাদকারিণাং নৃত্যগীতবিলাসাদিরসানাং মুখ্যাশ্রয়স্থান-মুৎপত্তিস্থানং বা বৃন্দাবনং তুষ্টাব স্বরূপ বর্ণনেন গুণাদিকং গায়তি স্ম ॥ ৭ ॥

---

ষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাধিকা—দৈবত বলিতে তাঁহার বিষয়-স্বরূপ বিলাসরসোন্মত্ত বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহারই অবতার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ—যিনি জগতে পরম রহস্যমূলক নিজ সম্পত্তি প্রেমভক্তি-বিতরণকারী, অরুণবসনধারী, শ্রীনীলাচলধামে ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যরূপ অনন্তলীলাবিলাসী পরমমোহন তপ্ত-কাঞ্চন-সদৃশ গৌরকান্তি—আমি তাঁহাকে স্মরণ করি ॥ ৬ ॥

কোনও ব্রজকিশোরী শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীরাধামাধবের দুর্দ্ধর্ষ মহামদন-চক্রবর্ত্তি-জনিত অদৃষ্ট-অশ্রুত-অননুভূতপূর্ব্ব বিলাসসমূহ দর্শন-কামনায় সর্ব্বদাই হৃদয়ের উন্মাদকারী নৃত্যগীত-বিলাদিরসের আশ্রয়স্থান শ্রীবৃন্দাবনকে স্তব করিতেছেন। [কোনও ব্রজকিশোরী বলিতে মনে হয় গ্রন্থকর্ত্তা নিজ সিদ্ধদেহকেই লক্ষ্য করিতেছেন] ॥ ৭ ॥

## বসন্ত রাগেণ গীয়তে।

অদ্ভুত-সুরভিসময়-সহজোদয়-মধুরলতা-তরুজালং।
নব-মকরন্দ-মহাদ্ভুত-পরিমল-মত্তবিচলদলি-মালং ॥ ক
বন্দে বৃন্দাবিপিনমমন্দম্।
প্রেম-মহারস-বেগবিজৃম্ভিত-মদনমহোৎসবকন্দম্ ॥ ধ্রু ॥
বিকশদশোক-বকুলকুলচম্পক-মাধবিকাভিরনূনং।
সহ নিজবল্লভয়া ব্রজনাগরলূন-বিচিত্রবিসূনং ॥ খ
ললিত কলিন্দসুতা-লহরীকৃত-মৃদুমৃদু-শীকরবর্ষং।
তুমুলরতি-শ্রমিতালস-তন্নবর-রসিক-মিথুনকৃতহর্ষম্ ॥ গ
অদ্ভুতরস-সরসি লসদুৎপদল-মুকুলিত-কনকসরোজং।
প্রাণসমা-কুচলোচন-সংস্মৃতিকৃতহরি-তীব্র-মনোজম্ ॥ ঘ
আস্তৃত-কুসুম ঘটিত-মধুভাজন-মঞ্জুল-কুঞ্জকুটীরং।
রাধামাধব-নবরতি-লীলাগান-মদাকুল-কীরম্ ॥ ঙ
কুসুমিত-ফলিত-কল্পলতাবৃত-সুরতরুকৃতপরভাগং।
বিবিধমণীবৃত-ভূতল-নিপতিত-নবকর্পূর-পরাগম্। চ
শিখিকুলনটন-মৃগীচকিতেক্ষণ-পিকপঞ্চমকৃতশোভং।
প্রেমসুধাম্বুধি-দোলিতখগপশু-সঙ্গ-মহামুনিলোভম্ ॥ ছ
নীলতমাল-বনান্তরনিলয়ন-কৌতুকি-পিঞ্ছবতংশং।
পরিমলহরমৃদু-মলয়ানিলভর-কৃতরাধাপথশংসম্ ॥ জ
ললিত-কদম্বতলে ধৃতভঙ্গিম-মোহন-বাদিত-বংশং।
নিরবধি-নিজসুখসার-রসোন্মাদ-হরিকৃত-পরমপ্রশংসম্ ॥ ঝ
প্রিয়রসমত্ত-সরস্বতি-বর্ণিত-বৃন্দাবন-মহিমানং।
পিবত বুধাঃ শ্রবণেন সুধারসসার-মৃদাকরগানম্ ॥ ঞ

---

প্রেমমহারসস্য তরঙ্গেণ বিজৃম্ভিতঃ অত্যুন্মত্ত ইতি যাবৎ যো মহামন্মথচক্রবর্ত্তী তস্য যো মহোৎসবঃ অশেষ-বিশেষ-প্রকারেণ সম্ভোগাতিরেকস্তস্য আশ্রয়স্থানমমন্দং পরমমোহনং বৃন্দাবিপিনং যদ্বা অতিশয়ানুরাগভরং যথাস্যাৎ তথা বন্দে প্রণমামি অহমিতি শেষঃ ॥ ধ্রু॥

কীদৃশং বনম্? অত্যপরূপো যো বসন্তসময় স্তস্মিন্ স্বভাবতঃ নতু যত্নাগ্রহাদিনা প্রকাশিতং নবমধুপূর্ণং লতাতরূণাং জালং সমূহো যত্র তথা সদ্যোবিকশিত-কুসুমাদীনা-অভিনবমকরন্দস্য মহোন্মাদকরসৌরভেণ উন্মত্তঃ বিচলংশ্চ মধুকরসমূহো যত্র তৎ ॥ ক ॥

প্রস্ফুটদশোক-বকুল-কুল-চম্পক-মাধবিকাভিঃ কুসুমৈঃ পরিপূর্ণং তথা নিজ প্রাণপ্রিয়য়া শ্রীরাধয়া সহ রসময়নাগরেণ ক্রটিতানি নানাবিধাদ্ভুত কুসুমানি যত্র ॥ খ ॥

অতিমনোহর যমুনাতরঙ্গৈঃ কৃতং মৃদু মৃদু বিন্দুবর্ষণং যত্র, অত উদ্দামবিলাস-শ্রমেণ রসালসযুক্তদেহবরস্য রসিকযুগলস্য কৃতো হর্ষো যত্র ॥ গ ॥

অত্যপরূপরসোদ্দীপক-সরোবরে পরমশোভমানোপদলং তথা মুকুলিতং কোরকী-ভূতং কনক-কমলং যত্র। অতঃ প্রাণ-বল্লভায়াঃ শ্রীরাধিকায়া বক্ষোজ-যুগলয়ো র্নয়নয়োশ্চ সম্যক্ স্মরণেন জনিতঃ কৃষ্ণস্য দুর্দ্ধরো মনসিজো যত্র ॥ ঘ ॥

আস্তৃতৈঃ শ্রেণিবদ্ধতয়া সুসজ্জিতৈঃ সুগন্ধিপুষ্পোদ্ভূতমধুপূরিতপাত্রৈ র্মনোহরং নিকুঞ্জগৃহং যত্র, তথা শ্রীরাধামাধবয়ো র্যা যা নবনবায়মানসম্ভোগলীলা স্তাসাং গান-মদেন কীর্ত্তনানন্দেন ব্যাকুলাঃ সারিশুকা যত্র ॥ ঙ ॥

পুষ্পিতাঃ সুষ্ঠু ফলিতাশ্চ যা যাঃ কল্পলতা স্তাভিঃ পরিবেষ্টিতৈ র্দেবতরুভিঃ কৃতঃ পরমোৎকর্ষো যস্য, তথা নানাবিধমণিখচিতোজ্জ্বল-ভূমিতলে নিপতিতাঃ অভিনব-কর্পূরবৎ শুভ্রাঃ পুষ্পপরাগাঃ যত্র ॥ চ ॥

ময়ূরসমূহানাং নর্ত্তনেন, মৃগীকুলানামতিচঞ্চল-নয়নভঙ্গ্যা, কোকিলবৃন্দানাং পঞ্চমতানেন চ জনিতা পরমশোভা যস্য। তথা প্রেমসুধাসাগরে নিমজ্জিতো-ন্মজ্জিতানাং পশুপক্ষিণামপি সঙ্গে মহাসিদ্ধমুনীণামপিলোভো যত্র ॥ ছ ॥

কদাচিৎ পরমকৌতূহলবশাৎ সুনীলতমালবনমধ্যে পলায়ন-কুতুকী ময়ূরপুচ্ছ-চূড়ো যত্র পুন র্লীলাসহায়কারিণা কৃষ্ণাঙ্গসৌরভহর-মন্দমলয়পবনভরেণ কৃতো রাধায়াঃ পথোদ্দেশো যত্র ॥ জ ॥

অতিমনোহর-কদম্বতরুতলেধৃতভঙ্গিমেন ত্রিভঙ্গবঙ্কিমেন মদনমোহনেন বাদিতো বংশো মুরলী যত্র। তথা নিরবধি নিজসুখসাররসেন নিজপ্রিয়য়া সহ অপরিচ্ছিন্নপরমানন্দবিলাসরসেন উন্মত্তো যঃ কৃষ্ণ স্তেন কৃতা অতিশয়প্রশংসা যস্য ॥ ঝ ॥

সুধারসসারং, পরমোৎকৃষ্ট-রসশ্রেষ্ঠং মুদাকরগানং পরমানন্দনিধানঞ্চ গীতং প্রিয়য়োঃ মধুররসমত্ত-প্রবোধানন্দসরস্বতিনা বর্ণিতম্ ইমং বৃন্দাবন-মহিমানং মাহাত্ম্যং হে বুধাঃ হে রসিকাঃ শ্রবণচষকেণ পিবত, পরমানুরাগভরেণ শৃনুতে-ত্যর্থঃ ॥ ঞ ॥

আমি পরম অনুরাগভরে কায়মনোবাক্যে শ্রীবৃন্দাবনকে বন্দনা করি—যে বৃন্দাবন মহাপ্রেমরস-তরঙ্গে উন্মত্ত মদনমহাচক্রবর্ত্তীর মহোৎসবরূপ অশেষ বিশেষ সম্ভোগাদি রসের একমাত্র আশ্রয়স্থান—যে বৃন্দাবনে সর্ব্বদাই অপরূপ বসন্ত ঋতু বিরাজমান, সুতরাং স্বভাবতঃই তরুলতাগণ সুমধুর নবনব পল্লব-পুষ্পফলাদিতে সুশোভিত, আবার প্রতি পল্লবপুষ্পাদি হইতে অপূর্ব্ব মকরন্দ ক্ষরিত হইতেছে, যাহার সৌরভে দশদিক্ আমোদিত; আহা মরি! সৌরভে উন্মত্ত ভ্রমরগণ চঞ্চলভাবে গুন্‌গুন্‌রবে কেমন চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে! যাহার চতুর্দ্দিকে বিকশিত অশোক, বকুল, কুল, চাঁপা ও মাধবী প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। আহা মরি! নিজ প্রাণকোটী-প্রিয়া শ্রীরাধার সহিত রসময় নাগর নানাজাতি ফুল তুলিতে তুলিতে রসে ভাসিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। স্থানে স্থানে যমুনা মনোহর তরঙ্গের দ্বারা মৃদু মৃদু বিন্দু বর্ষণ করিতেছেন—তদ্দ্বারা উদ্দাম বিলাসশ্রম-জনিত শ্রান্ত ক্লান্ত যুগলকিশোরের শ্রমোপনোদন করতঃ সুখোৎপাদন করিতেছেন। যাহার কোনও রসময় সরোবরে পরম শোভাযুক্ত স্বর্ণকমলের দলগুলি বায়ুভরে কম্পিত এবং কোরকগুলি রসে ঢরঢর অবস্থায় শ্রীরাধার নয়ন এবং স্তনযুগলের উদ্দীপনা দ্বারা রসিকেন্দ্রচূড়ামণি কৃষ্ণের মনে অদম্য মনসিজ-রসের উদয় করিয়া দিতেছে—যে বৃন্দাবনের স্থানে স্থানে কুসুম-জাত মধুপূর্ণ পাত্রের দ্বারা সুসজ্জিত মনোহর কুঞ্জকুটীর বিরাজমান—কোথাও বা শ্রীরাধামাধবের নব-নব-সম্ভোগ-রসলীলা-গানোন্মত্ত শুক-শারীগণ বিহার করিতেছে—কোথাও সুপুষ্পিত, সুফলিত কল্প-লতা-পরিবেষ্টিত দেবতরু-গণ বৃন্দাবনের শোভাসৌভাগ্য বর্দ্ধিত করিতেছে—কোনও স্থানে নানাবিধ মণিখচিত উজ্জ্বল ভূমিতলে কর্পূরধূলির ন্যায় শুভ্র পুষ্পপরাগ পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে! কোথাও ময়ূরগণের পুচ্ছবিস্তারি-নৃত্যে, মৃগীকুলের চকিত নয়ন ভঙ্গিদ্বারা ও কোকিলগণের সুমধুর পঞ্চমতান দ্বারা আনন্দময় স্থান পরমানন্দিত হইতেছে ॥ ৬ ॥

স্থানে স্থানে প্রেমসুধাসাগরে নিমজ্জিত উন্মজ্জিত পশুপক্ষিগণ এতই পরমানন্দিত যে মহা মহা সিদ্ধ ঋষিমুনিগণ পর্য্যন্ত উহাদের সঙ্গ বাঞ্ছা

সান্দ্রপ্রেমরসামৃতৈকলহরি-স্যন্দীনি মন্দীকৃত
ব্রহ্মানন্দ-সমাধিসন্মুনিমনোহার্য্যেককেলি-স্থলী।
ঈশেনাপ্যবিতর্ক্য-দিব্য-মহিমান্যাবিভ্রতী শ্রেয়সে
ভূয়ান্নঃ পশুপক্ষিভূরুহলতাবৃন্দানি বৃন্দাটবী ॥ ৮

লহরীনিষ্যন্দমন্দীকৃতেতি পাঠে প্রগাঢ় প্রেমরসামৃতানামেকস্যাপি তরঙ্গস্যোচ্ছলনেন মন্দীকৃত ইত্যর্থঃ।

প্রগাঢ় প্রেমরসামৃতহিল্লোল-বর্ষীণি, অতঃ ঈশেন মহাদেবেনাপি অবিচিন্তনীয়-মহাপ্রভাবানি পশুপক্ষিবৃক্ষলতাসমূহানি আবিভ্রতী ধারয়ন্তী মন্দীকৃতঃ, তুচ্ছীকৃতঃ ব্রহ্মানন্দসমাধি র্যৈ স্তাদৃশানাং মহামুনীনামপি মনোমোহকারিণী একৈকলীলাবিলাসস্থলী যত্র, তাদৃশী বৃন্দাটবী নঃ অস্মাকং শ্রেয়সে যুগলবিলাসাদিদর্শনরূপমঙ্গলায় ভূয়াৎ স্যাৎ ॥ ৮ ॥

করিয়া বৃন্দাবনে বাসের প্রার্থনা করেন ॥ চ ॥

কখনও কৌতূহলবশতঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ লুকোচুরি ক্রীড়া-প্রসঙ্গে বৃন্দাবনের একদেশে নিবিড় তমালবনে লুক্কায়িত পিঞ্ছমুকুটধারী শ্যামসুন্দরের অন্বেষণকারিণী শ্রীরাধা ব্যাকুলা হইলে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপরিমল অপহরণ করিয়া লীলাসহায়কারী সৌগন্ধযুক্ত-মলয়-পবন শ্রীরাধিকাকে পথ প্রদর্শন করতঃ শ্রীযুগলকিশোরের পরমানন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন ॥ ছ ॥

কোথাও বৃন্দাবনের অতি মনোহর কদম্বতলায় ত্রিভঙ্গভঙ্গিম ঠামে মদনমোহন মুরলীগানে স্থাবর জঙ্গম পশুপক্ষিসমূহকে আনন্দসাগরে নিমগ্ন করিতেছেন। জ ॥ কোথাও বা নিরন্তর নিজপ্রিয়াসহ উদ্দাম বিলাস রসানন্দে উন্মত্ত কৃষ্ণ এই বৃন্দাবনের সাতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন। ঝ ॥ শ্রীব্রজ-মধুররসোন্মত্ত শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত বৃন্দাবনমহিমা-সূচক পরম সুধারসের নির্য্যাস এবং আনন্দের আকরস্বরূপ এই গান রসিক ভক্তগণ কর্ণচষকে পান করুন ॥

যোগিশ্রেষ্ঠ মহাদেব পর্য্যন্ত যাঁহাদের মহিমা চিন্তা করিয়া পার পান না—এমন অতি প্রগাঢ় প্রেম-রসামৃত-হিল্লোলবর্ষী পশুপক্ষি-বৃক্ষলতা-পরিবেষ্টিত, ব্রহ্মানন্দ সমাধির পরপারে অবস্থিত মহামহা মুনিগণেরও মনোমোহকারী

সহজাদ্ভুতসৎপ্রভাবত স্তব বৃন্দাবন কেবলং কদা।
ত্বয়ি নিত্যবিহারি তন্মহারসিক-দ্বন্দ্বমহং বিলোকয়ে ॥ ৯

অথ রসময়-রাধাকৃষ্ণ-দাস্যৈকলুব্ধা
নিরবধি মৃগয়ন্তী কুঞ্জ-গেহাবলীষু।
তদতিমধুরলীলানন্দি-রাধা-সখীনা-
মিদমকলয়দারাৎ কীর্ত্তনং সা মৃগাক্ষী ॥ ১০

---

হে নবরসময় শ্রীবৃন্দাবন! কেবলং তব স্বাভাবিকাশ্চর্য্যজনক-সৎস্বভাবা-দ্ধেতোঃ ত্বয্যেব নিরন্তরবিলাসি ন ত্বন্যত্র তৎ প্রসিদ্ধং রসিকদ্বন্দ্বং শ্রীরাধা-রাধারমণম্ অহং কদা বিলোকয়ে পশ্যামি তদ্বদেতি শেষঃ ॥ ৯ ॥

অথ শ্রীবৃন্দাবন-সমীপে প্রার্থনানন্তরং রসময়রাধাকৃষ্ণয়োঃ পরমবিলাসিনাগরী-নাগরয়োর্দাস্যৈকলুব্ধা কেবলং সেবাপরা সখীত্বলোলুপা সা পূর্ব্বোক্তা মৃগনয়না পরমোৎকণ্ঠাবশাৎ বিলাসনিকুঞ্জ-সমূহেষু সর্ব্বদৈব ( বিলাসিযুগলম্ ) অন্বিষ্যমাণা সতী, তয়োর্মনোহরলীলাবিলাসাস্বাদন-রসমগ্নানাং শ্রীরাধা-সখীনাং প্রিয়নর্ম্ম-সহচরীণামারাৎ সমীপে ইদং শ্রীরাধামুখোদ্গীর্ণং কীর্ত্তনম্ অকলয়ৎ শ্রুতবতী অর্থাৎ নিকুঞ্জাভ্যন্তরে শ্রীরাধামুখোচ্চারিতমধুনা সখীভি র্গীয়মানং কীর্ত্তনমশৃণোৎ ॥ ১০ ॥

---

লীলাবিলাসস্থল যাহাতে বর্ত্তমান—এমন বৃন্দাবন আমাদের পরম মঙ্গলের জন্য হউন অর্থাৎ যুগল লীলাবিলাস-দর্শন দানে আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।

[ পাঠান্তরে—যাহার একটিমাত্র লীলাস্থলীও নিবিড় প্রেমরসামৃতরাশির একটিমাত্র তরঙ্গের উচ্ছলনেই ব্রহ্মানন্দ-সমাধিমগ্ন মহামুনিগণেরও সমাধি বিচলিত করিয়া মনোহরণ করিয়া থাকেন—মহাদেবেরও অচিন্ত্য দিব্যমহা-মহিম-মণ্ডিত পশুপক্ষিবৃক্ষলতারাজি-শোভিত সেই বৃন্দাবন আমাদের পরম মঙ্গল বিধান করুন ॥ ৮ ॥ ]

হে পরমরসময় শ্রীবৃন্দাবন! তোমার স্বাভাবিক পরম অদ্ভুত প্রভাব বশতঃ কেবল তোমাতেই নিরন্তর বিলাস-নিমগ্ন সেই রসিকযুগলকে কবে আমি প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিব, বল ॥ ৯ ॥

এইরূপে শ্রীবৃন্দাবনের নিকট প্রার্থনা করিয়া সেই নবদাসী পরমরস-নিমগ্ন রাধাকৃষ্ণের একমাত্র মধুর সেবাময় দাসীত্বে লুব্ধা হইয়া উৎকণ্ঠাবশতঃ

"মঙ্গল গুজ্জরী রাগেণ গীয়তে ॥

প্রণত-সকল-সুখদায়ক, ব্রজনায়ক হে,
বল্লব-রাজ-কুমার !
স্ফুট সরসিরুহলোচন ভয়-মোচন হে !
পালিত-নিজপরিবার ॥ ক
জয় জয় প্রাণসখে ॥ ধ্রু ॥
ব্রজতরুণী-নবনাগর রস-সাগর হে,
রচিতমহারতিরঙ্গ ।
রসিক যুবতি-পরিহাসক কৃত-রাসক হে
ললিতানঙ্গ-তরঙ্গ ॥ খ ॥
মণিময়বেণু-লসন্মুখ, নত-সম্মুখ হে !
মৃদু মৃদু হাসবিলাস ।
কুলবনিতা-ব্রতভঞ্জন রিপুগঞ্জন হে !
নবরতি-কেলিনিবাস ॥ গ
মধুর-মধুর-রস-নূতন হতপূতন হে !
নবঘন-নীলশরীর ।
তপনসুতাতট-সন্নট রতিলম্পট হে !
ধৃতবর-মণিগণহীর ॥ ঘ ॥
স্ফুরদরুণাধর-পল্লব, ব্রজবল্লভ হে !
রাধা-মানসহংস ।
শ্রীল সরস্বতি-গীতকং হরিভাবদং
মঙ্গলমিহ বিদধাতু ॥ ঙ ॥

---

অথৈকদা বিলাসনিকুঞ্জাভ্যন্তরে সহজবৈপরীত্যভাবেন পশুপক্ষ্যাদীব বিবিধ-বিলাসনিমগ্নয়ো যুগলকিশোরয়োঃ সতোঃ বিলাসবিশেষাস্বাদনলুব্ধা শ্রীরাধা নিজবক্ষঃস্থলাৎ প্রাণবল্লভং কুসুম-শয়নে সংন্যস্ত কপটমানিনীব অধোমুখেন দণ্ডবৎ সুপ্তা আসীৎ। বহুবিধ-চেষ্টাচাতুর্য্য-চাটুবাক্যাদিভিরপ্যেনাং মানয়িতুমশক্তো বিদগ্ধপ্রবরঃ মানিন্যাঃ পৃষ্ঠ-দেশে স্থিত্বা নানাকলাকৌশলচাতুর্য্যপূর্ণবিলাসৈঃ

প্রাণপ্রিয়ামতোষয়ৎ। তদা পরমহৃষ্টা শ্রীরাধা স্তাবকিনীব কৃতাঞ্জলিরুপবিশ্য গীতবতী—প্রণতেতি॥ হে প্রাণপ্রিয়তম! ধন্যোঽসি, সর্ব্বোৎকর্ষৈ-র্জয়-যুক্তো ভব। ধ্রু।

হে প্রণতানাং বিলাসবিশেষাস্বাদনকাময়া অধোভাবেনস্থিতানাং ব্রজসুন্দরীণাং স্রগ্‌ভূতানাং স্তনাধরাদ্যঙ্গপ্রত্যঙ্গানাং বা পরিপূর্ণানন্দদায়ক! হে ব্রজরসলম্পট! হে গোপরাজনন্দন! অনেন নিশ্চিন্তনাগরত্বং ধ্বনিতম্। হে বিকশিতপদ্মপলাশ-লোচন! (প্রেয়স্যা অভিনবভাববিশেষোল্লাসদর্শনেন বিস্ফারিত-লোচনত্বাৎ।) হে ভয়েভ্যঃ পঞ্চবাণ-বিশিখেভ্য ইতি শেষঃ, ব্রজসুন্দরীণাং মোচন-কারিন্! হে পালিতাঃ নানাবিধসঙ্গমাদিভিঃ পরিতোষিতাঃ নিজপরিবারাঃ মাদৃশাশ্রিতজনাঃ নিজেন্দ্রিয়-সমূহা বা যেন॥ ক॥

হে ব্রজনবকিশোরীণাং নাগর! রতহিণ্ডক! হে রসানাং সাগর! সিন্ধু-স্বরূপ! অত আচরিতো মহান্ সঙ্গমাদিরতিরঙ্গো যেন। হে ধীরললিত নাগরে-ত্যর্থঃ। রসিকযুবতিভিঃ যুবতীনাং বা নানাক্রীড়াকৌতুকনর্ম্মভঙ্গিভিঃ কং সুখং যস্য। হে কৃতং রাসকং ব্রজাঙ্গনাভিঃ নানাবিধকলাকৌশলপরিপূর্ণনৃত্যবিশেষো যেন। হে অতিমনোহর-মনসিজ-জনিতো নবনববিক্ষোভো যস্য। সর্ব্বদৈব নবনবায়মান-বিলাসপরেতি যাবৎ॥ খ॥

হে মণিময়-মুরলী-পরিচুম্বিত-মুখ! হে নতানাং কপটসুপ্তানামপি যুবতীনাং বলাৎ সম্মুখকারিন্নিত্যর্থঃ। হে মৃদুমধুরহাসেন বিলাসো যস্য! হে কুলস্ত্রীণাং পাতিব্রত্য-ধ্বংসকারিন্ হে রিপূণাং কামাদীনাং পরাজয়-কারিন্ স্বয়ং নবকন্দর্প-স্বরূপ ইত্যর্থঃ, হে নবনববৈদগ্ধীপূর্ণবিলাসানাং আশ্রয়স্বরূপ॥ হে মধুরাদপি সুমধুর-সঙ্গমরসেন নিত্যনূতনস্বরূপ! হে পূতনাঘাতিন্ নারীনামজেয়-শৌর্য্য-বীর্য্য-শালিন্ ইত্যর্থঃ॥ গ॥

হে নবজলধরসুন্দরনীলকলেবর, হে যমুনাপুলিন-নটবর-শেখর! হে বিলাস-রসলম্পট অক্লান্তবিলাস-পরায়ণ! হে ধৃতা অতিশ্রেষ্ঠা মণিগণসহিতা হীরা যেন! যদ্বা চুম্বনালিঙ্গনার্দ্দমদংশনাদিজনিতচিহ্নধারণ॥ ঘ॥

স্ফুরন্ স্মরবশাৎ বিকম্পন্ চ অরুণবৎ লোহিতশ্চ অধর-পল্লবো যস্য। হে ব্রজ-জনানাম্ অতিপ্রিয়; ননু অহন্তু ব্রজবাসিনামেব বল্লভঃ, ন কেবলং তব ইতি চেৎ হে রাধায়াঃ মানস-সরোবরবিহারি-রাজহংস! রাধাবল্লভস্ত্বং সর্ব্বেষাং বল্লভঃ নতু সর্ব্বেষাং বল্লভো রাধাবল্লভঃ ইতি ধ্বনিঃ॥ শ্রীলসরস্বতি-গীতকং প্রবোধানন্দ-সরস্বতি-ভণিতং হরিভাবযুক্তং যদ্বা হরেঃ মদনমোহনস্য মদনোন্মাদজনকমিদং গীতকং ইহ

নিকুঞ্জাভ্যন্তরে অস্মিন্ সময়ে বা মঙ্গলং বক্ষ্যমাণ-পরমোন্মাদজনকং রতিরণং সম্পাদয়তু ॥ ৬ ॥

বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে কেবলমাত্র যুগল-বিলাস দর্শন লালসায় উঁহাদিগকে অন্বেষণ করিতে করিতে কোনও স্থানে রাধারাণীর পরমরসনিমগ্না অতি নর্ম্মসখীগণের নিকট শ্রীরাধারাণীর মুখোদ্গীর্ণ এই সুমধুর গানটী শুনিতে পাইলেন ॥ ১০ ॥

একদিন যুগলকিশোর নিভৃতনিকুঞ্জমধ্যে পশুপক্ষী প্রভৃতির ভাবে সহজ-বিপরীতরূপে বহুক্ষণ বিলাসরসে নিমগ্ন থাকিয়া শ্রমভরে রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি প্রাণেশ্বরীর বক্ষঃস্থলে অবস্থিত ছিলেন। হঠাৎ প্রাণেশ্বরী কোনও রসবিশেষ-আস্বাদন-কামনায় কপট-মানিনীর ন্যায় প্রাণবল্লভকে বক্ষঃস্থল হইতে নামাইয়া অধোমুখে দণ্ডবৎ শয়ন করিয়া থাকিলে নাগরেন্দ্র অতিশয় ব্যাকুলভাবে প্রাণেশ্বরীর মানভঞ্জন করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অগত্যা বহুপ্রকার চাতুর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক উঁহার পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া বিদগ্ধনাগর বিলাসরসে উঁহার মানভঞ্জন করতঃ প্রসন্ন করিলে প্রাণেশ্বরী মৃদু মৃদু হাসিতে কৃতাঞ্জলিভাবে উপবেশন পূর্ব্বক এই গানটি গাহিতে লাগিলেন ঃ—প্রণতজনের সকলপ্রকারের সুখবিধানকর্ত্তা অর্থাৎ কোনও বিশেষ রসাস্বাদন কামনায় পঞ্চাঙ্গ, সাষ্টাঙ্গ বা দশাঙ্গ দণ্ডবৎ কারীদিগের অশেষ বিশেষ প্রকারে সুখদাতা, হে ব্রজনবরসলম্পট! গোপরাজনন্দন! হে প্রাণসখা! তোমার জয় হউক, তুমি সর্ব্বোৎকর্ষ লাভ কর। প্রাণপ্রিয়ার অভিনবভাবে অবস্থিতি দেখিয়া বিস্ফারিত নয়নে তাহার দিকে যেমন দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি বলিলেন—হে বিকশিতপদ্ম-পলাশলোচন! হে কামাদিপরিপীড়িত-মাদৃশজনের ভয়ত্রাতা! হে নিজ পরিবার অর্থাৎ নানাবিধ সঙ্গমাদি দ্বারা মাদৃশ আশ্রিতজন বা নিজ ইন্দ্রিয়গণের পরিপালক ॥ ক ॥

হে ব্রজনাগরী-রতহিণ্ডক! হে মহারসসাগর! হে নিরন্তর অভিনব বিলাস! রতিরঙ্গকারিন্! হে ব্রজযুবতীসহ পরিহাস রসোন্মত্ত, হে রাসবিহারিন্! তোমার ক্ষণে ক্ষণে কত কত কামতরঙ্গই না হৃদয়ে উদ্ভূত হইতেছে ॥ খ ॥

রাধায়া স্তনহেম-কুম্ভযুগলে দত্ত্বা করং পল্লবা-
ভাসং কোমল-মূরু চারুকদলীকাণ্ডঞ্চ কৃত্বোদিতম্।
নির্ম্মায় প্রতিরোধি-হস্তবলয়ধ্বানঞ্চ তূর্য্যস্বনং
গোবিন্দঃ কৃতমঙ্গলো রতিরণারম্ভে সমুজ্জৃম্ভতে ॥ ১১ ॥

গোবিন্দঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াহ্লাদকারী রতিরণারম্ভে রত্যা শ্রীরাধয়া সহ সঙ্গমরূপযুদ্ধস্য রতিযুদ্ধস্য বা প্রারম্ভে মঙ্গলার্থং শ্রীরাধায়াঃ স্তনরূপ-সুবর্ণকলসদ্বয়ে পঞ্চমপল্লবরূপং হস্তং দত্ত্বা পার্শ্বদ্বয়ে অতিসুকোমলমুরুদ্বয়রূপং মনোহরং কদলীবৃক্ষযুগলম্ উদিতং প্রকাশিতংকৃত্বা স্থাপয়িত্বা ইতি যাবৎ। বাম্যবশাৎ প্রতিষেধক-হস্তস্থিত-ভূষণধ্বনি-রূপং মঙ্গলবাদ্যবিশেষঞ্চ নির্ম্মায় সৃষ্ট্বা কৃতং সম্পাদিতং মঙ্গলং যেন তথাভূতঃ সন্ সুখং সংবর্দ্ধতে স্ম ॥ ১১ ॥

হে মুরলীবদন! ধন্য তোমার রসচাতুর্য্য, কেহ যদি কপট ভাবে সুপ্ত বা পরাবৃতমুখী থাকে, তুমি তাহাকে বলাৎকারে নিজ সম্মুখীন করিয়া লও—আবার মৃদু হাস্যে তাহাদের মন হরণ করিয়া বিলাস কর—হে কুলস্ত্রীসতীত্বব্রত-ভঞ্জক! হে কামাদি-রিপু-গঞ্জক! হে নবনব বৈদগ্ধিযুক্ত বিলাস-রস-নিধান।। গ ॥

তুমি মধুর হইতেও সুমধুর রসবিলাসে নিত্য নূতন। হে পূতনাঘাতিন্! সুতরাং রমণীদিগের অজেয় বীর্য্যশালিন্। হে নবজলধরকান্তি! হে যমুনা-পুলিন-নটরাজ! হে রতিলম্পট! হে চুম্বনালিঙ্গনাদিজনিত-চিহ্নরূপ মণি-মাণিক্য-ধারিন্ ॥ ঘ ॥

হে স্মরবশে অরুণবিকম্পিতাধরপল্লব! হে ব্রজজনবল্লভ! হে রাধার মানসস্বরূপ সরোবরের কলহংস! শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতি-রচিত হরির ভাবপ্রদ অর্থাৎ মদনমোহনের মদনোৎপাদক এই গীত নিকুঞ্জমধ্যে মঙ্গল অর্থাৎ পরমোন্মাদজনক বক্ষ্যমাণ রতিরণ বিধান করুক ॥ ঙ ॥

শ্রীরাধার স্তনযুগলরূপ সুবর্ণকলসোপরি পল্লবরূপ নিজ করযুগল অর্পণ করতঃ পার্শ্বদ্বয়ে নিজ ঊরুদ্বয়রূপ কদলিবৃক্ষদ্বয় স্থাপন এবং প্রতিষেধক হস্তের বলয়ধ্বনি-রূপ মঙ্গল বাদ্য সকল সৃজন করিয়া রতি-যুদ্ধারম্ভে মঙ্গলময় গোবিন্দ পরমসুখে বিবর্দ্ধিত হইতেছেন ॥ ১১ ॥

মধুরং মধুরং মধুদ্বিষ স্তদিদং গীতমতীব মঙ্গলম্।
শ্রবণাঞ্জলিভি র্নিপীয় সা স্মৃত-গোবিন্দ-পদেদমুজ্জগৌ ॥ ১২ ॥

**বসন্ত রাগেণ গীয়তে।**

মদশিখিপিঞ্ছ, মুকুটপরিলাঞ্ছিত,
কুঞ্চিত-কচ-নিকুরম্বে।
মুখরিতবেণূ হতত্রপ-ধাবিত
নবনব-যুবতিকদম্বে ॥ ক ॥
বসতু মনো মম মদনগোপালে।
নবরতিকেলি-বিলাসপরাবধি
রাধাসুরত-রসালে ॥ ধ্রু ॥

অতি সুমধুরং মধুদ্বিষঃ রাধাপদ্মমধুকরস্ত মধুরং মধুরলীলাবিলাস-সম্বলিতং তস্মাৎ অতীব মঙ্গলং আনন্দপ্রদমিদং পূর্ব্বোক্তং গীতং সা যুগলদাস্যৈকলুব্ধা কর্ণপুটাঞ্জলিভিঃ সম্যক্ পীত্বা স্মৃত-রাধা-বিলাসিনাগরেন্দ্র-কামচেষ্টা ইদং বক্ষ্যমাণং গীতমুচ্চকণ্ঠেন গীতবতী ॥ ১২ ॥

মদনগোপালে মদনেন মদনজনিত-বিলাসাদিনা ইত্যর্থঃ স্বস্ত গোপীনামপি গাঃ ইন্দ্রিয়গণান্ পালয়তি পোষয়তি তোষয়তি বা যঃ তথাভূতে ধীরললিতনাগরে ইত্যর্থঃ মম মনঃ বসতু বিলাসাদি-দর্শনাস্বাদনার্থং নিরবধি তিষ্ঠতু। কিন্তুতে মদন-গোপালে তমেব বিশিনষ্টি—ক্ষণে ক্ষণে নবনবায়মানসঙ্গমলীলাবিলাসানাং পরমাবধি-স্বরূপায়া মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপিণ্যা রাধায়াঃ সঙ্গমাদিনা রসালে রসদোহিনে রসগ্রাহিণে বা (ধ্রু)।

সেই যুগল-রসলুব্ধা নবদাসী শ্রীরাধাপদ্মমধুকরের এই মধুর হইতেও সুমধুর লীলাবিলাসপরিপূর্ণ হৃদয়াহ্লাদক পূর্ব্বোক্ত গীতটী সখীদের মুখ হইতে শ্রবণাঞ্জলি দ্বারা পান করিয়া পরমানন্দিত-হৃদয়ে শ্রীরাধাবিলাসোন্মত্ত নাগরেন্দ্রের মদনচেষ্টা স্মরণ করিতে করিতে উচ্চকণ্ঠে এই গানটী গাহিলেন ॥ ১২ ॥

আমার মন মদনগোপালে অর্থাৎ যিনি মদন-জনিত বিলাসাদি দ্বারা গোপীদিগের এবং নিজের ইন্দ্রিয়-সকলকে পালন অর্থাৎ সন্তুষ্ট করেন,

কলিতকলিন্দসুতা, পুলিনোজ্জ্বল
কল্পমহীরুহ-মূলে ।
কিঙ্কিণি-কলরব রঞ্জিত-কটিতট
কোমলপীতদুকূলে ॥ খ

মুরলী-মনোহর মধুরতরাধর
ঘনরুচি-চৌর-কিশোরে ।
শ্রীবৃষভানু- কুমারী-মোহন
রুচিমুখ-চন্দ্রচকোরে ॥ গ

গুঞ্জাহার, মকর-মণিকুণ্ডল
কঙ্কণ-নূপুর-শোভে ।
মৃদু-মধুর-স্মিত চারুবিলোকন
রসিক-বধূকৃতলোভে ॥ ঘ

মত্ত মধুব্রত- গুঞ্জিত-রঞ্জিত-
গল-দোলিতবনমালে ।
গন্ধোদ্বর্ত্তিত সুবলিত-সুন্দর
পুলকিত-বাহু-বিশালে ॥ ঙ

উজ্জ্বল রত্ন-তিলক- ললিতালিক-
সকনক-মৌক্তিক-নাসে ।
শারদ কোটি সুধাকিরণোজ্জ্বল
শ্রীমুখ-কমল-বিকাশে ॥ চ

গ্রীবাকটিপদ ভঙ্গি-মনোহর
নব-সুকুমার-শরীরে ।
বৃন্দাবন নব- কুঞ্জ-গৃহান্তর
রতিরণ-রঙ্গ-সুধীরে ॥ ছ

পরিমল-সারস কেশর-চন্দন
চর্চ্চিততর-লসদঙ্গে ।

পরমানন্দ রসৈক-ঘনাকৃতি
প্রবহদনঙ্গ-তরঙ্গে ॥ জ

পদনখচন্দ্র মণিচ্ছবিলজ্জিত
মনসিজকোটি-সমাজে।
অদ্ভুতকেলি বিলাস-বিশারদ
ব্রজপুর-নবযুবরাজে ॥ ঝ

রসদ-সরস্বতি বর্ণিত-মাধব-
রূপ-সুধারস-সারে।
রময়ত সাধু বুধা নিজহৃদয়ং
ভ্রমথ মুধা কিমসারে ॥ ঞ

---

মত্তময়ূরপুচ্ছচূড়য়া পরিশোভিতঃ কুঞ্চিতশ্চ কেশসমূহো যস্য তস্মিন্। শব্দায়মান-বেণুনা নির্লজ্জং যথা স্যাৎ তথা বনমভি প্রধাবিতঃ অভিনবযুবতি-সমূহো যস্য ॥ ক ॥

কলিতমাশ্রিতং যমুনায়াঃ তটস্থমত্যুজ্জ্বলং কল্পবৃক্ষমূলং যেন। (রসিক-মিথুনস্য সেবাসুখার্থং সময়ব্যতিরিক্তেঽপি বৃন্দানিদেশতঃ তত্তৎকালোচিত-ফলপুষ্প-পল্লবাদিপ্রসূতত্বাৎ সর্বেষাং লতাতরূণাং কল্পতরুত্বমিতি ভাবঃ)। স্বাভিলাষপ্রকটনায় কিঙ্কিণীনাং কলরবো যত্র তাদৃশে মনোহরে কটিতটে অতি মৃদুলং পীতবস্ত্রং যস্য ॥ খ ॥

মুরল্যা মনোহরঃ মধুরতরশ্চ অধরো যস্য তথা নবজলধর-কান্তিহারিণি নব-কিশোরে। শ্রীবৃষভানুনন্দিন্যাঃ পরমমোহন-কান্তিবিশিষ্টো যঃ বদন-চন্দ্রমা তস্য চকোর-স্বরূপে ॥ গ ॥

গুঞ্জাহার-মকরাকৃতি-মণিকুণ্ডলকঙ্কণ-নূপুরাদিভিঃ শোভা যস্য। মৃদুমধুর-হাস্যেন মনোহর-নয়নভঙ্গ্যা চ রসিক-যুবতিভিঃ কৃতঃ লোভো যত্র ॥ ঘ ॥

উন্মত্ত-মধুকরৈ মুখরিতা পরিশোভিতা কণ্ঠে দোলিতা চ বনমালা যস্য। নানাবিধৈঃ সুগন্ধদ্রব্যৈঃ সুচর্চিতং সুগঠিতমতিসুন্দরং পুলকাঞ্চিতং চ সুদীর্ঘং বাহুযুগলং যস্য ॥ ঙ ॥

উজ্জ্বলরত্নেন তিলকেন চ মনোহরঃ ললাটদেশোযস্য তথা সুবর্ণজড়িতং মৌক্তিকঞ্চ নাসায়াং যস্য। শরৎকালীন কোটি কোটিচন্দ্রেভ্যোপি উজ্জ্বলয়া শ্রিয়া জুষ্টঃ মুখপদ্মস্য বিকাশো যস্য ॥ চ ॥

কুবলয়-দলনীলঃ কোটি কন্দর্পলীলঃ
কনকরুচিদুকূলঃ কেকিপিঞ্ছাবচূলঃ।
মম হৃদি কুলবালা-নীবি-বিশ্রংসি-বংশ-
ধ্বনিরুদয়তু রাধা-পদ্মিনী-রাজহংসঃ ॥ ১৩ ॥

গ্রীবায়াঃ কটিদেশস্য পদযুগস্য চ ভঙ্গ্যা অতিমনোমোহনমভিনবং সুকোমলঞ্চ শরীরং যস্য। শ্রীবৃন্দাবনস্থনিভৃত-বিলাস নিকুঞ্জাভ্যন্তরে রতিযুদ্ধ-কুতূহলে সুবিদগ্ধে ॥ ছ ॥

নানাবিধ-সুগন্ধ-বিনির্য্যাসেন তথা কেশরসজ্জিতচন্দনেন চর্চ্চিতং কোমলঞ্চ মঙ্গলং শ্রীঅঙ্গং যস্য, যদ্বা পরিমলৈঃ অগুরুকস্তুরী-কর্পূরাদিভিঃ তথা পদ্মকেশরচন্দনৈশ্চ চর্চ্চিততরং শোভমানঞ্চ অঙ্গং যস্য। পরমানন্দ-রসস্য মধুরবিলাসরসস্য এক। অদ্বিতীয়াংঘনা পরিপূর্ণা যা আকৃতিঃ তস্যাং প্রবহন্ নবীনমদনস্য তরঙ্গো যস্য ॥ জ

চরণ-নখচন্দ্র মণীনাং কান্তিভিঃ পরাভূতঃ কামকোট্যাঃ সমাজঃ সভা যস্য। অদ্ভুতেষু নিত্যনূতন-কেলি-বিলাসাদিষু পরম-বিদগ্ধ-ব্রজপুর-নবযুবরাজে ॥ ঝ

হে বুধাঃ রসিকাঃ পরম-রসময়-শ্রীপাদসরস্বতিনা বিরচিতে শ্রীরাধারমণস্য রূপসুধা-রস-সাগরে সাধু যথা স্যাৎ তথা হৃদয়ং নিজচিত্তং রময়ত, নিমজ্জয়ত, কিং কথমসারে তত্ত্বজ্ঞান-বিচাররূপ-ক্ষারনিধৌ বৃথা কালং গময়থ ? ঞ

কুবলয়-দলবৎ শ্যামলা তনুঃ যস্য কোটি-কোটি কামজয়িনী লীলা যস্য। স্বর্ণবর্ণং পীতবস্ত্রং যস্য। ময়ূর-পুচ্ছানাং চূড়া যস্য। কুলবতীনাং নীবি-বিশ্লথকারী বংশধ্বনি-র্যস্য তথাভূতঃ রাধারূপ-কমলিন্যাঃ রাজহংস-স্বরূপঃ অর্থাৎ শ্রীরাধাবিলাসী রসিক-নাগরঃ মম হৃদি হৃদয়ে উদয়তু নিরবধি স্ফুরতু ॥ ১৩ ॥

সেই ধীর-ললিত নাগর মদনমোহনে সর্ব্বদা বাস করুক। মদনগোপাল কিরূপ ? যাঁহার শিরোদেশে কুঞ্চিত কেশকলাপ—ময়ূরপুচ্ছচূড়ায় পরিশোভিত। যাঁহার মুরলীর গানে ব্রজ নবকিশোরীগণ লজ্জা ও ধৈর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক উন্মত্তভাবে বনে ধাবিত হয়। যিনি ক্ষণে ক্ষণে নবনবায়মান সুমধুর লীলাবিলাসের পরম অবধি-রূপা মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপিণী—শ্রীরাধিকার নব নব সম্ভোগে পরম রসময়—যিনি সর্ব্বদার তরে যমুনা-পুলিনে অত্যুজ্জ্বল কল্পলতা-তরুমূলে নানারূপে বিহার করিয়া থাকেন। [বৃন্দাবনের তরুলতাগণ যুগলকিশোরের সেবাসুখের জন্য বৃন্দার আদেশক্রমে

সময় ব্যতিরেকেও ফলপুষ্প পল্লব প্রসব করিয়া থাকেন, তাই উহাদিগকে কল্পবৃক্ষ বলা হয়। ]

যাঁহার মুখরিত কিঙ্কিণী পরিশোভিত কটিতটে কোমল সুমধুর পীতাম্বর শোভা করিতেছে। যাঁহার মুরলী-রঞ্জিত অধর পল্লব এবং নবজলধর-নিন্দিত সুন্দরকান্তিবিশিষ্ট কিশোর বয়স। যিনি শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার ভুবনমোহন মুখচন্দ্রমার চকোর-স্বরূপ। যিনি গুঞ্জাহার, মকরাকৃতি-মণিময় কুণ্ডল কঙ্কণ ও নূপুরাদি দ্বারা পরমশোভিত। মৃদু মধুর হাসি ও নয়ন-কটাক্ষ-দর্শনে যাঁহার প্রতি রসিক ব্রজযুবতীগণ লোভপরবশ হইয়া থাকেন। যাঁহার কণ্ঠে বিলম্বিত মনোহর বনমালার গন্ধে সর্ব্বদা অলিগণ গুঞ্জন করিতেছে। যাঁহার সুদীর্ঘ বাহুযুগল নানা সুগন্ধ দ্রব্যে সুরভিত, সুবলিত এবং রসভরে পুলকিত। অতি উজ্জ্বল রত্ন এবং মনোহর তিলকদ্বারা যাঁহার ললাটদেশ পরিশোভিত। যাঁহার নাসিকায় সুবর্ণজড়িত গজমুক্তা দুলিতেছে। যাঁহার মুখকমল শারদীয় কোটি কোটি পূর্ণশশধর হইতেও উজ্জ্বলতর ও সমধিক প্রকাশমান—যিনি গ্রীবা, কটিদেশ ও চরণের ভঙ্গি দ্বারা ললিত ত্রিভঙ্গ, সুঠাম, সুকোমল শরীরধারী ও বৃন্দাবনীয় নব-নিকুঞ্জ-মধ্যে বিলাস-রস-রণরঙ্গে সুবিদগ্ধ। যাঁহার মঙ্গলময় সুকোমল শ্রীঅঙ্গ অগুরু কর্পূর কস্তূরী কেশর চন্দন প্রভৃতি নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যে বিলিপ্ত। যাঁহার পরমানন্দময় সম্ভোগরসের অদ্বিতীয় মূর্ত্তিতে সর্ব্বদা অনঙ্গতরঙ্গ উচ্ছলিত হইতেছে, যাঁহার চরণ-নখ-চন্দ্রমণির ছটায় কোটি কোটি কামের সমাজ পরাজিত হইয়া থাকে। যিনি অতি অপরূপ নিত্য নবনবায়মান লীলাবিলাস-বিদগ্ধ ও পরম রসিক ব্রজনবযুবরাজ। হে রসিক ভক্তগণ! পরম রসময় শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-কৃত শ্রীকৃষ্ণের রূপসুধাসাগরে নিজ নিজ হৃদয় আপ্লুত করিয়া পরম সুখী হউন। তত্ত্বজ্ঞান-বিচারাদিপূর্ণ ক্ষার-সিন্ধুতে কেন বৃথা কালক্ষেপ করিতেছেন।

যাঁহার নীল কমলদলের ন্যায় কান্তি, কোটি কোটি মন্মথমথনকারী লীলা, পরিধানে পীতাম্বর, মস্তক ময়ূরমুকুটে পরিশোভিত এবং বংশীধ্বনিতে

অত্যোত্তুঙ্গ-পয়োধরাদ্রি-যুগলং বিভ্রৎ করাভ্যাং নিজং
ত্রাতা গোকুলমাত্মযোনি-বিশিখাসারৈ র্হতো মাধবঃ।
রাধামিত্যভিসারিণীং চতুরয়া সখ্যা ভয়োৎকম্পিতাং
লব্ধ্বা কান্ত-বনান্তরে রতিকলা-হৃষ্টো হরিঃ পাতু বঃ॥ ১৪॥

ইতি সঙ্গীতমাধবে শ্রীবৃন্দাবনোৎসবো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

---

অথৈকদা দুর্জ্জয়মানিনী শ্রীরাধা ক্ষুভিতহৃদয়া গৃহেঽবস্থিতা, ললিতাদি-সখীনাং নানাবিধ-কলাকৌশলেনাপি নাভিসারিতা, নিকুঞ্জাভ্যন্তরে মদনবাণক্ষুব্ধহৃদয়ো মাধবোঽপি মূর্চ্ছিতঃ। অতো বৃন্দা-নিদেশেন কাপি চতুরা সখী ত্রস্ত-সমস্তা বিষণ্ণবদনা রাধাসমীপং গত্বা উবাচ—প্রিয়সখি রাধে! অদ্য সম্প্রত্যেব মাধবো হতঃ মূর্চ্ছিতঃ। ইতি শ্রবণমাত্রেণৈব অতিশয়ং ব্যাকুল-হৃদয়া রাধা পপ্রচ্ছ সখি! কেন হতঃ? আত্মযোনেঃ বিশিখাসারৈঃ মাধবো হতঃ ইতি এবং প্রকারেণ 'চতুরয়া' সখ্যা একান্তে বনান্তরে অতিনির্জ্জন-বনমধ্যে অভিসারিণীং ভয়েন উৎকম্পিতাং ব্যাকুলহৃদয়াং রাধাং লব্ধ্বা প্রাপ্য অত্যুন্নতং বক্ষোজযুগলং করাভ্যাং ধারয়ন্ সঙ্গমচাতুর্য্যেণ পরমহৃষ্টঃ নিজং গোকুলমিন্দ্রিয়সমূহং ত্রাতা হরিঃ মোহনঃ বঃ যুষ্মান্ পাতু সুখয়তু। সখী তু আত্মযোনিঃ মনসিজঃ তস্য বিশিখাসারৈঃ বাণবর্ষাভিরিত্যুক্তবতী, রাধা তু আত্মযোনেঃ বিধাতু র্বাণসদৃশবর্ষাভিরিতিবুদ্ধ্যা ব্যাকুলা সতী তূর্ণমভিসারিতেতি তাৎপর্য্যম্॥ ১৪॥

---

কুলবতী ব্রজবালার নীবি শিথিল করে, সেই রাধা-পদ্মিনীর রাজহংস অর্থাৎ শ্রীরাধার রতিনায়ক আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা স্ফুরিত হউন॥ ১৩॥

একদিন দুর্জ্জয় মানবতী শ্রীরাধা বিষণ্ণ মনে গৃহে অবস্থান করিতে-ছিলেন। ললিতাদি সখীগণ নানা কৌশল ও চাতুর্য্যে উঁহাকে নাগরের সহিত মিলিত করিতে সমর্থ হইলেন না, এদিকে কামবাণে বিমুগ্ধ নাগরেন্দ্র নিভৃত-নিকুঞ্জমধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া বৃন্দাদেবীর আদেশক্রমে কোনও চতুরিণী সহচরী ব্যস্ত সমস্তভাবে বিষণ্ণবদনে "রাধার" নিকট গিয়া বলিলেন, "প্রিয় সখি! রাধে। বলিবার কথা নয়, বড়ই বিপদ; এইমাত্র দেখে এলাম, মাধব হত।" শুনিবামাত্র রাধারাণী হত-চৈতন্যের ন্যায় বলিলেন "সখি কে করিল, কি প্রকারে হইল?" সখি বলিলেন "কি বলিব সখি! আত্মযোনির শরবর্ষণ দ্বারা।" সখি বলিলেন, আত্মযোনি

শব্দে কাম তাহার বাণবর্ষা দ্বারা, রাধারাণী বুঝিলেন আত্মযোনি ব্রহ্মা তাঁহার বাণ-বর্ষা দ্বারা। গোবর্দ্ধনধারণসময়ে-বজ্র-সমান বৃষ্টিধারার কথা মনে করিয়া ব্যস্ত-সমস্তভাবে চতুরিণী সখীর সহিত অভিসারিণী ভয়-বিহ্বলা শ্রীরাধিকাকে একান্ত বন মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া দর্শন-স্পর্শে লব্ধ-চৈতন্য মাধব অতি উন্নত পয়োধর-যুগল নিজ করদ্বয়ে ধারণ করিয়া নিজ গোকুল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে সঞ্জীব করতঃ নানাবিধ বিলাস-রসচাতুর্য্যে পরমহৃষ্টচিত্ত কৃষ্ণ তোমাদিগকে রস-পরিপুষ্ট করুন।

---

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

# শ্রীশ্রীসঙ্গীত-মাধবম্

## শ্রীরাধামাধব-মহোৎসবঃ।

### দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

অথ সা ব্রজভীরুরগ্রতঃ পরমপ্রেমরসাবশাকৃতিঃ।
সমুদীক্ষ্য নিজেশ্বরীং সখীং পদমূলে ন্যপতৎ প্রহর্ষতঃ॥ ১৫॥
বদন্তু বঃ প্রাণধনং কিশোরদ্বন্দ্বং মুদা ক্রীড়তি কুত্র মোহনম্।
ইত্থং সমুৎকণ্ঠিতয়া তয়োক্তে তাঃ স্নেহপূর্ণাঃ কথয়াম্বভূবুঃ॥ ১৬॥

---

অথ সা পূর্ব্বোক্তা ব্রজভীরুঃ ব্রজকিশোরী পরমপ্রেমরসেন অবশাকৃতিঃ হর্ষপুলক-জড়িতা সতী অগ্রতঃ সম্মুখে নিজেশ্বরীং গুরুরূপাং সখীঃ শ্রীরাধায়াঃ সখীরিতি শেষঃ সম্যক্ দৃষ্ট্বা প্রহর্ষতঃ আনন্দাতিরেকেণ তাসাং পদমূলে ন্যপতৎ পতিতবতী॥ ১৫॥

বঃ যুষ্মাকং জীবিত-সর্ব্বস্বং মনোমোহনং কিশোরদ্বন্দ্বং রসিক-মিথুনং মুদা আনন্দেন কুত্র ক্রীড়তি বিহরতি কৃপয়া তৎ কথয়ত সমুৎকণ্ঠিতয়া সম্যক্ আগ্রহবত্যা তয়া ইত্যুক্তে সতি তাঃ সর্ব্বাঃ স্নেহপূর্ণহৃদয়াঃ কথয়াম্বভূবুঃ কথিতবত্যঃ॥ ১৬॥

---

অনন্তর সেই পূর্ব্বোক্ত ব্রজকিশোরী যুগলকিশোরের লীলাবিলাস-প্রেমরসে নিমগ্ন হওতঃ সম্মুখে নিজ গুরুরূপা সখী এবং প্রাণেশ্বরীর প্রিয় নর্ম্ম কয়েকজন সখীকে দেখিয়া পরমানন্দভরে তাঁহাদের শ্রীচরণে পতিত হইলেন॥ ১৫॥

"হে প্রাণসখীগণ! আমি যে আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না, আপনারা বলুন আপনাদের প্রাণকোটিপ্রিয়তম পরমমোহন রসিকযুগল কোথায় বিহার করিতেছেন?" সখীর কথা শুনিয়া এবং উহার ব্যাকুলতা দর্শনে সখীগণ স্নেহ-বিগলিত-হৃদয়ে কহিতে লাগিলেন—॥ ১৬॥

### গুর্জ্জরীরাগেণ গীয়তে।

নীলজলদরুচি-রুচির-কলেবর-রাজিত-চম্পকদাম।
বিমলসুরেন্দ্রায়ুধ-পরিবৃত-নবহরিমণি-মঞ্জুলধাম ॥ ক ॥
তীরে তপন-দুহিতুরবিরামং খেলতি মিথুনমভিরামম্ ॥ ধ্রু ॥
উন্মদ-মদন-মহারস-বিহ্বল-মোহনদিব্যকিশোরম্।
অদ্ভুতরূপ-বিলাস-চমৎকৃতি-সিদ্ধহৃদয়ধৃতি-চৌরম্ ॥ খ ॥
বৃন্দাবন-নবকুঞ্জগৃহোদর-দুর্জ্জয়রতিরণলোলম্।
শ্লিষ্টতিলক-পরিখণ্ডিতমণিসর-শ্রমজলকলিত-কপোলম্ ॥ গ ॥
মিথ উপধায় লসৎকদলীনিভ-কোমলমূরুমুদারম্।
স্বপিতি কদাপি কদাপি চ গুম্ফতি কমপি মনোহরহারম্ ॥ ঘ ॥
চুম্বতি গুপ্তকথাচ্ছলতঃ ক্বচিদবলম্বিতশ্রুতিমূলম্।
ক্বচন পরম্পরমতিশয়কৃতরুচি পরিধাপয়তি দুকূলম্ ॥ ঙ ॥
ক্বাপি মিথঃ পরিমণ্ডতি লুম্পতি (লিম্পতি) পশ্যতি নিজপ্রতিবিম্বম্।
হংসমিথুনমনুযাতি করোতি চ নটশিখিযুগ্ম-বিড়ম্বম্ ॥ চ ॥
ক্বাপি পরস্পর-বেণীবিভূষণ-রচিতোদ্দাম-বিলাসম্।
গায়তি নৃত্যতি হসতি বিবল্গতি প্রতিপদ-মদন-বিকাশম্ ॥ ছ ॥
ক্বচন গতাম্বর-বিলোলিত-কুন্তল-ত্রোটিত-মৌক্তিকহারম্।
কৃতপরিরম্ভণ-চুম্বন-শতশত-যামুনতীর-বিহারম্ ॥ জ ॥
রাধামাধব-কেলিমহোৎসব-মতিরস-মধুরিম-সারম্।
গায়ত রসিক সরস্বতি-বর্ণিতমুজ্জ্বলভাব-বিকারম্ ॥ ঝ ॥

---

হে সখি! রসিকযুগস্য লীলাবিহারাদীনাং শ্রবণেচ্ছা যদি বর্ত্ততে তর্হি শৃণু, অভিরামং অতিমনোহরং মিথুনং রসিকদ্বন্দ্বং যমুনাপুলিনে অবিশ্রান্তং খেলতি ক্রীড়তি ॥ ধ্রু ॥

কিম্ভূতং মিথুনং নীলজলধর ইব কান্তি র্যস্য তথাভূতে অতিমনোহরশরীরে শোভিতং চম্পকদাম চম্পকমাল্যমিব বিপরীত-বিলাসবিশেষপরমিতি যাবৎ॥ অতিনির্ম্মলেন - ইন্দ্রধনুষ পরিবেষ্টিতঃ অভিনব-নীলমণিরিব মনোহরং ধাম বিগ্রহো যস্য তথাভূতং ॥ ক ॥ উন্মত্ত-মন্মথস্য যো মহারসঃ অনাস্বাদিতপূর্ব্ব-বিলাসরস-বিশেষঃ তেন বিহ্বলম্, অতঃ মোহনং মদনমোহনকারি ক্রীড়াপরং মূর্ত্তিমৎ কিশোরম্।

অননুভূতপূর্ব্বরূপবিহারচমৎকৃতিভিঃ সিদ্ধহৃদয়াণাং সঙ্গমাদিলালসাবিহীনানাং সখীনামপি ধৈর্য্যহারি (মিথুনং) ॥ খ ॥

বৃন্দাবনে অভিনবকুঞ্জগৃহাভ্যন্তরে দুর্জ্জয়রতিযুদ্ধেন চঞ্চলম্। শ্লিষ্টং চুম্বনালিঙ্গনাদিভিঃ পরস্পরং সম্মিলিতং তিলকং যত্র সর্ব্বতোভাবেন ত্রুটিতঃ মুক্তাহারো যত্র তথা রতিশ্রমজনিত-ঘর্মবিন্দুভিঃ কলিতং পরিব্যাপ্তং চ গণ্ডস্থলং যস্য ॥ গ ॥

কদাপি কস্মিন্নপি সময়ে কৌতুকবশাৎ শোভমান-কদলী-তরুবৎ অতিকোমলম্ উদারম্ অতিমনোহরম্ ঊরু উপধায় উপাধানীকৃত্য মিথঃ পরস্পরং শেতে। স্বপিতী-ত্যনেন মিথো রসময়াঙ্গস্য দর্শনস্পর্শনাঘ্রাণচুম্বনাদিভিরানন্দসাগরে মজ্জতীতি ধ্বনিতম্। কদাপি কমপি অনির্ব্বচনীয়ং মনোহরহারং বিলাস-বিশেষেন চুম্বক রত্নহারং হীরকহারং চন্দ্রকান্ত-মণিহারাদিকমিতি যাবৎ গুম্ফতি মঙ্গল-শ্রীঅঙ্গাদিষু নির্ম্মাতি ॥ ঘ ॥

ক্বচিৎ গুপ্তকথাচ্ছলতঃ অতি-নিগূঢ়-মর্ম্মকথাচ্ছলাৎ শ্রুতিমূলম্ অবলম্ব্য গণ্ডং চুম্বতি। কুত্রচিৎ অতিশয়-কৃতরুচি অত্যাগ্রহবশাদিত্যর্থঃ পরস্পরম্ অন্যোন্যং দুকূলং বস্ত্রং পরিধাপয়তি, বিলাসাস্ত ইতি ভাবঃ ॥ ঙ ॥

ক্বাপি কদাপি পরস্পরং পরিমণ্ডতি ভূষয়তি কদাপি লিম্পতি অনুলেপনাদিভি-রুদ্বর্ত্ততে লুম্পতি মণ্ডতীতি—পাঠে পূর্ব্বকৃতলুপ্তপ্রায়-মণ্ডনাদিকং বক্ষঃস্থলাদিভিঃ লুম্পতি পশ্চাৎ ভূষয়তীত্যর্থঃ। কদাপি দর্পণে অতিস্বচ্ছগণ্ডস্থলে বা নিজ-নিজ-প্রতিবিম্বং পশ্যতি। হংস-যুগলম্ অনুযাতি অনুকরোতি স্মরবশং তদ্বদ্বিলসতীত্যর্থঃ। নৃত্য-পরায়ণ-ময়ূর-যুগলস্য বিড়ম্বম্ অনুকরণং করোতি তদ্বদ্বিলসতীতি যাবৎ ॥ চ ॥

ক্বাপি কুত্রাপি বেণ্যা বিভূষণৈশ্চ বিজড়িতং যথা স্যাৎ তথা রচিতো দুর্দ্ধরো বিহারো যেন। কদা বা প্রতিপদেন কামস্য প্রকাশো যথা স্যাৎ তথা গায়তি নৃত্যতি হসতি বিবল্গতি মিথঃ স্পর্দ্ধতে চ ॥ ছ ॥

ক্বচন সময়ে বিলাসাতিশয্যেন বিগতবস্ত্রং বিমুক্তকেশপাশং ছিন্নমুক্তাহারঞ্চ স্যাৎ। কদা বা কৃতঃ আলিঙ্গন-চুম্বনাদি-শত-শত-প্রকারৈঃ যমুনা-পুলিন-বিলাসো যেন ॥ জ ॥

হে বুধাঃ! পরম-রসিক-সরস্বতি-বিরচিতমুজ্জ্বলভাববিকার-সম্বলিত সঙ্গম-রস-মাধুর্য্যস্য সারং রাধামাধবয়োঃ বিলাস-মহোৎসবং গায়ত আস্বাদয়তেতি যাবৎ ॥ ঝ ॥

---

হে মুগ্ধে প্রিয় সহচরী! আমাদের প্রাণপ্রিয়তম রসিকযুগলের লীলা-বিলাসাদি যদি দর্শনেরই ইচ্ছা মনে থাকে, তবে শ্রবণ কর—আমাদের মনোমোহনকারী রসিকযুগল যমুনার পুলিনে নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছেন; তাঁহাদের শোভার কথা আর কত বলিব? নীলজলধরকান্তি শ্যাম শরীরে

যেন নবকনকচম্পকমালা বিরাজ করিতেছে, আবার কখনও মনে হয় যেন ইন্দ্রধনুপরিবেষ্টিত নীলমণিবিগ্রহ শোভা পাইতেছে। উন্মত্তমদন-মহারসে অর্থাৎ প্রগাঢ় সম্ভোগরসে অতিশয় বিহ্বল মনোমোহনকারী ক্রীড়াকৌতুক-পরায়ণ মূর্ত্তিমৎ নবকিশোরস্বরূপ। ক্ষণে ক্ষণে অননুভূতপূর্ব্ব রূপ-বিলাস-চমৎকৃতি দ্বারা আমাদিগেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া থাকে। কখনও বা বৃন্দাবনের অভিনব নিকুঞ্জ কুটীরের মধ্যে দুর্দ্ধর্ষা রতিরণে উভয়ে পরম উন্মত্ত এবং চঞ্চল। আবার চুম্বনালিঙ্গন-ভরে উভয়ের তিলকসকল বিগলিত এবং মিলিত, মণিময় হার সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, রতিশ্রমজনিত ঘর্ম্মবিন্দুদ্বারা উভয় গণ্ডস্থল পরিব্যাপ্ত ; কখনও বা পরম কৌতূহল-বশতঃ রাম-রম্ভাজয়ী উভয়ের উন্মুক্ত কোমল উরুযুগল সিথান করিয়া উভয়ে শয়ন করিয়া আছেন। কখনও বা মনোহর হার নির্ম্মাণ করিতেছেন অর্থাৎ চুম্বন, দশনক্ষত ও নখক্ষতরূপ রত্নমণিহার প্রভৃতি উভয়ের মঙ্গল শ্রীঅঙ্গ সকলে নির্ম্মাণ করিয়া পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন হইতেছেন। কখনও বা কোনও গুপ্ত কথা বলিবার ছল করিয়া পরস্পরের গণ্ডদেশ চুম্বন করিতেছেন—কখনও বা বিলাসান্তে পরস্পর অতিশয় আগ্রহ সহকারে পরস্পরকে বসন পরিধান করাইয়া দিতেছেন, কখনও পরস্পর পরস্পরকে নানাবিধ ভূষণে ভূষিত করিতেছেন। কখনও বা নানা সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা উভয় উভয়ের অঙ্গ উদ্বর্ত্তিত করিতেছেন, কখনও আবার উভয়ের উন্মুক্ত স্বচ্ছ গণ্ডস্থল ও বক্ষঃস্থলে পতিত নিজপ্রতিবিম্ব দেখিতেছেন, কখনও বা কামবিবশভাবে হংস-যুগলের অনুকরণ অর্থাৎ তদ্বৎ বিহার করিতেছেন। কখনও আবার মদোন্মত্ত নৃত্যপরায়ণ ময়ূর-যুগলের ন্যায় নৃত্যচ্ছলে বিলাস করিতেছেন, কখনও বা পরস্পরের বেণী এবং অলঙ্কারে বিজড়িত হইয়া উদ্দাম বিলাস-রসে নিমগ্ন হইতেছেন ; আবার কখনও নানাদি যন্ত্রযোগে গান ও নৃত্য করিয়া পরমানন্দরসে নিমগ্ন হইতেছেন, কখনও আবার ক্ষণে ক্ষণে মদন-মহারাজের প্রভাবে পরস্পর পরস্পরকে পরাভূত করিয়া স্পর্দ্ধা করিতেছেন, কখনও মহা উন্মত্ত বিলাসভরে অঙ্গের বসন কোথায় বিদূরিত হইতেছে, উভয়ের কেশ-কলাপ শ্রস্ত বিশ্রস্ত হইতেছে মণিময় হার সকল

নিখিল-নিগমদূরং প্রেম-মাধ্বীকপূরং
ন খলু ভগবদীয়ে ক্বাপি লব্ধোপলম্ভম্।
তদতি মধুরধামদ্বন্দ্বমানন্দ-কন্দং
কনকমরকতাভং ভাতি বৃন্দাবনেঽস্মিন্ ॥ ১৭ ॥

প্রথমমুরলী-রন্ধ্রে রঞ্জিতাকুঞ্চি-বিম্বা-
ধরমিহ সখি রাধাং ভাতি গায়ন্ মুরারিঃ।
ইতরবিবরচঞ্চচ্চারুমৃদ্বঙ্গুলীনাং
নখমণি-রুচি-বীচি-মুদ্রিকালিচ্ছটাভিঃ ॥ ১৮ ॥

---

নিখিলেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো বেদোপনিষদ্ভ্যঃ দূরং পারং বেদাতীতমিতি যাবৎ প্রেমরূপ-মদিরাপূর্ণং ক্বাপি ভগবৎ-সম্বন্ধীয়াবতারাদিষু খলু নিশ্চিতং ন লব্ধোপলম্ভং প্রাপ্তুং যদ্বা যুগলে ভগবদ্বুদ্ধ্যাপি নানুভবগম্যং. সুবর্ণজড়িত-নীলমণিসদৃশং তৎ প্রসিদ্ধং পরমা-নন্দানাং বীজস্বরূপম্ অতিসুমধুরবিগ্রহ-যুগলম্ অস্মিন্ বৃন্দাবন এব শোভতে ॥ ১৭ ॥

হে সখি! পশ্য—মুরল্যাঃ প্রথমে ছিদ্রে রঞ্জিতং ঈষৎ কুঞ্চিতঞ্চ বিম্বাধরং স্থাপয়ন্ ইতি শেষঃ মুরারিঃ অপর-বিবরে চঞ্চলায়মান-মনোহরসুকোমলাঙ্গুলীনাং যে নখ-মণয়ঃ তেষাং কান্তি-তরঙ্গৈঃ মুদ্রিকাসমূহানাং কান্তিভিশ্চ রাধাং রাধানাম ইতি যাবৎ গায়ন্ শোভতে ॥ ১৮ ॥

---

ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। এইরূপে আলিঙ্গন পরস্পরের প্রতি অঙ্গে শত শতবার চুম্বনাদি দ্বারা যমুনা-পুলিনে যুগলকিশোর বিহার করিতেছেন। এইরূপ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত উন্নত উজ্জ্বল ভাবযুক্ত শ্রীরাধামাধবের বিলাসমহোৎসবরূপ মাধুর্য্যরসনির্য্যাস রসিক ভক্তগণ—গান করুন অর্থাৎ আস্বাদন করতঃ পরমরসে নিমগ্ন হউন।

নিখিল বেদ উপনিষদের পার অর্থাৎ অগোচরীভূত, প্রেমমদিরা-পরিপূর্ণ কোনও ভগবদবতারাদিতে অলভ্য অথবা এই বিলাসী যুগলে কোনওরূপ ভগবদ্বুদ্ধি থাকিলে উপলব্ধির অবিচয়ীভূত, কনকবিজড়িত নীলমণি-সদৃশ, পরমানন্দের আকরস্বরূপ ও অতি প্রসিদ্ধ, পরম মধুর বিগ্রহযুগল এই বৃন্দাবনেই শোভা পাইতেছেন অর্থাৎ বিহার করিতেছেন ॥ ১৭ ॥

শ্রুত্বা রাধা-মধুপতি-মহানন্দ-সাম্রাজ্যসারো-
দারস্ফারামৃতরসময়ানঙ্গলীলা-বিহারম্।
তৃপ্তিং নৈব ব্রজমৃগদৃশঃ প্রাপ্য সপ্রেম ভূয়ঃ
শ্রীরাধায়া শ্চরিতমমৃতং পৃচ্ছমানা জগু স্তাঃ ॥ ১৯ ॥

**ভৈরবীরাগেণ গীয়তে।**

রাধা বিলসতি সহ মধুরিপুণা।
নবনব-রতিরসকেলিষু নিপুণা ॥ ধ্রু ॥
অভিমতমনু প্রতিকূলক-চরিতা।
খেদমিবাভজদতিসুখভরিতা ॥ ক ॥

---

শ্রীরাধামাধবয়োঃ পরমানন্দ-সাম্রাজ্যস্যাপি সারম্ অত্যুদারং বিস্তৃতঞ্চ সুধারসময়ং মন্মথ-জনিত কেলিবিলাসং শ্রুত্বা তৃপ্তিং ন প্রাপ্য আকাঙ্ক্ষাধিক্যাৎ শ্রবণেচ্ছায়াঃ পরিতৃপ্তিম্ অগত্যৈব তয়া পুনরপি পৃচ্ছ্যমানাঃ সত্যঃ তাঃ মৃগনয়নাঃ সখ্যঃ প্রেম্না শ্রীরাধায়াঃ সুধাবিনিন্দিতং চরিতং জগুঃ গীতবত্যঃ ॥ ১৯ ॥

নব-নব রতিরসকেলিষু প্রতিক্ষণং নবনবায়মান-বিলাসরস-লীলাসু পরম-বিদগ্ধা শ্রীরাধা মধুরিপুণা রাধাপঙ্কজমধুকরেণ সহ বিহরতি। ধ্রু।

কিম্ভূতা রাধা? তাং বিশিনষ্টি অভিমতমিতি—সঙ্গমাদিবিষয়ে নিজম্ অভিলষিতম্

---

হে সখি! চেয়ে দেখ, বাঁশীর প্রথম ছিদ্রে সুরঞ্জিত এবং ঈষৎ কুঞ্চিত বিম্বাধর স্থাপন করিয়া অপর ছিদ্র সকলে সুচঞ্চল কোমল মনোহর অঙ্গুলির নখমণিচ্ছটায় এবং অঙ্গুরী-সমূহের কান্তি-তরঙ্গ বিস্তার করিয়া "রাধা" নাম গান করিতে করিতে মুরারি অর্থাৎ শ্যামসুন্দর বেশ শোভা পাইতেছে ॥ ১৮ ॥

শ্রীরাধামাধবের পরমানন্দ-সাম্রাজ্যের সার অতি মহান ও বিস্তৃত সুধা-রসময় মহামন্মথ-জনিত কেলিবিলাস শ্রবণ করিয়া অতিশয় আকাঙ্ক্ষাবশতঃ তৃপ্তি না পাইয়া তিনি ব্যাকুলভাবে পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলে সেই মৃগনয়না রাধা-সখীগণ প্রেমভরে শ্রীরাধিকার পরমামৃতময় চরিত্র গান করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

হে সখি! ক্ষণে ক্ষণে নব নবায়মান বিলাস রস-বিদগ্ধা শ্রীরাধিকাজী

কিমপি মৃষা ভয়বেপথু-বলিতা।
ভবতি রসজ্ঞভুজান্তরমিলিতা ॥ খ ॥
রমণমহৈতুকরোষণহৃদয়া।
ক্ষিপতি চলতি কতিপদমথ সদয়া ॥ গ ॥
মধু-মারুত-হৃত-নিজতনুবসনা।
ভবতি দয়িত-পীতাম্বর-বসনা ॥ ঘ ॥
তরুবিটপার্পিত-বল্লরিকলিতা।
প্রিয়কৃত-হিন্দোলনমবচলিতা ॥ ঙ ॥
প্রিয়কুসুমাদিকযাচন-চরিতা।
পুনরুপনতমনু হেলন-নিরতা ॥ চ ॥
কুচমকরী-লিখনে মদতরসা।
প্রিয়মচতুর ইতি নিন্দতি সহসা ॥ ছ ॥
শ্রুতি-রসভরিত-সরস্বতি-ভণিতা।
মুদমুপযাতু পরামিহ জনতা ॥ জ ॥

---

অনু তদৈব কপট-বাম্যবশাৎ প্রতিকূল-স্বভাবা। অন্তরে অতিশয়-সুখপূর্ণা কিন্তু বহিঃ খেদমিব ন তু খেদম্ অভজৎ। ক।

কদাপি কিমপি অনির্ব্বচনীয়ং ভয়স্য কারণাভাবেঽপি বৃথা ভয়েন কম্পযুক্তা সতী রসজ্ঞস্য রসময়-বিদগ্ধ-নাগরস্য ভুজান্তরে মিলিতা ভবতি ভীতিচ্ছলেন বল্লভং দৃঢ়মালিঙ্গতীতি ধ্বনিঃ। খ।

অহৈতুক-কোপন-হৃদয়া সতী রমণং প্রাণ-বল্লভং ক্ষিপতি নিন্দতি কতি পদং চলতি অথ প্রসন্না ভবতীতি শেষঃ। গ।

মলয় পবনাঘাতেন হৃতং নিজ-পরিধেয়-বস্ত্রং যস্যাঃ তথাভূতা সতী ব্যস্ত সমস্ত-ভাবেন প্রিয়স্য পীতাম্বরেণ যদ্বা দয়িত-পীতাম্বরেণ প্রাণবল্লভেন আচ্ছাদিতা ভবতি। ঘ।

বৃক্ষ-শাখায়াম্ অর্পিতায়াঃ বল্লর্য্যাঃ লতায়াঃ কলিতং গ্রহণং দর্শনম্ ইতি যাবৎ যয়া সা। প্রিয়কৃত হিন্দোলনম্ অবলম্ব্য চলিতা দোলিতা, নব-হিন্দোলনং বৃক্ষান্তরস্থং জঘনান্তরস্থং বেতি ভাবঃ। ঙ।

প্রিয়াৎ প্রাণবল্লভাৎ কুসুমাদিকস্য যাচনে প্রার্থনায়াং স্বভাবো যস্যাঃ পুনরুপনতং সমানীতম্ অনু লক্ষীকৃত্য অবহেলনপরা বাম্যবশাৎ উপেক্ষিতবতী। চ।

স্বাধীনভর্তৃকাবস্থায়াঃ স্তনযুগোপরি মকরী-চিত্রকরণ-সময়ে আনন্দাতিশয়েন হসিতবদনা সতী "ত্বম্ অতি অপটুঃ" ইতি প্রিয়ং নিন্দতি। ছ।

শ্রবণ-রসায়না শ্রীসরস্বতি-বিরচিতা ইয়ং গীতিকা ইহ অস্যাং গীতিকায়াং জনতা রসিকজনসমূহঃ পরাম্ অতিশ্রেষ্ঠাং মুদং আনন্দং প্রাপ্নোতু। জ।

---

রাধাপদ্ম-মধুকর শ্রীগোবিন্দের সহিত অতি অদ্ভুতরূপে বিলাস করিতেছেন, সে সব কথা তোমাকে আর কত বলিব, সামান্য কিছু বলি শুন। অভিমত অর্থাৎ সঙ্গমাদি-বিষয়ে নিজের অভিলাষ প্রকাশ করিতে করিতে বাম্য বশতঃ তখনই প্রতিকূল-স্বভাব, অন্তরে অতিশয় সুখ-পরিপূর্ণা কিন্তু বাহিরে যেন মহা খেদ প্রকাশ করিতেছেন। কখনও বা কোনরূপ ভয়ের কারণ না থাকিলেও মিথ্যা ভয়ের ভান করতঃ খুব কম্পিতা হইয়া ব্যস্ত সমস্ত ভাবে রসময় নাগরেন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিতেছেন। কখনও বা কারণ নাই, অথচ রোষপরবশ হইয়া প্রাণবল্লভকে নানারূপ নিন্দা করিতেছেন—এবং কয়েক পা চলিয়া গিয়া আবার প্রসন্না হইতেছেন। বিলাস-রস-বিশেষে কখনও নিজ পরিধেয় নীল বসন উন্মুক্ত থাকায় মলয় পবন কর্ত্তৃক সেই নিজ-তনু-বসন অপহৃত হইলে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে প্রিয়তমের পীতাম্বর দ্বারা আচ্ছাদিত হইলেন অথবা দয়িত পীতাম্বর শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরদ্বারা আলিঙ্গিত হইলেন। বৃক্ষশাখায় অবলম্বিত লতা দর্শন করিয়া উদ্দীপন বশতঃ উন্মত্তভাবে প্রাণবল্লভ-কৃত অভিনব হিন্দোলন অবলম্বন পূর্ব্বক দুলিতে লাগিলেন। 'নব হিন্দোলন' বলিতে বৃক্ষান্তরস্থ বা জঘনান্তরস্থ হিন্দোলনকে লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রাণবল্লভের নিকট নানাবিধ কুসুম প্রার্থনা করিতেছেন, আবার আনিয়া উপস্থিত করিতে দেখিয়া বাম্যভরে উপেক্ষা করিতেছেন। কোনও অবস্থা-বিশেষে নিজ বক্ষোজ-যুগলোপরি মকর-মকরী চিত্রকরণ-সময়ে আনন্দাতিশয্যে হসিত বদনে অতি অচতুর বলিয়া প্রিয়তমকে নিন্দা করিতেছেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী রচিত এই শ্রবণ-মন রসায়ন গীতিকা আস্বাদনে রসিক ভক্তগণ এই সময়ে বা এই গীতি-কাব্যে পরম আনন্দ লাভ করুন।

অহো মুখর-নূপুর-প্রকর-কিঙ্কিণী-ডিণ্ডিম-
স্বনাদি-বরতাড়নৈ র্নখর-দন্তঘাতৈ র্যুতঃ।
সুদুর্দ্ধর-মদান্ধয়ো র্নবনিকুঞ্জপুঞ্জাজিরে
তদদ্ভুত-কিশোরয়োঃ সুরত-সঙ্গরো জৃম্ভতে ॥ ২০ ॥

তদাশ্চর্য্যং প্রাণাধিক-দয়িতয়োঃ কেলিবিভবং
নিলীনাঃ পশ্যন্ত্যোঽভয়মপি রসাম্ভোধি-পতিতাঃ।
ক্ষণাদপ্যাসন্নাঃ পদকমল-সম্বাহন-পরাঃ
প্রিয়ং তৎ সম্বীক্ষ্য দ্বয়মহহ ভূয়ঃ সমুদিতাঃ ॥ ২১ ॥

---

হে সখি! পশ্য অভিনবনিকুঞ্জসমূহবেষ্টিত-নিভৃত-নিকুঞ্জোদরে সুদুর্দ্ধর-মদান্ধয়োঃ অতি-দুর্জয়-মদন-মদ-বিমুগ্ধয়োঃ দেহস্মৃতি রহিতয়োরিতি যাবৎ তয়োঃ অতিপ্রসিদ্ধয়োঃ অপরূপ নবকিশোরয়োঃ শ্রীরাধা-রাধারমণয়োঃ অহো আশ্চর্য্যং শব্দায়মান-নূপুর-সমূহ-কিঙ্কিনীরূপ-ডিণ্ডিমানাং রণবাদ্যসূচকশব্দভেদৈঃ বরতাড়নৈঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গানাং প্রখর-সঞ্চালনৈঃ নখরাণাং দন্তানাং চ ঘাতৈ র্যুক্তঃ সুরত-সঙ্গরঃ রতি-সংগ্রামঃ জৃম্ভতে প্রকৃষ্টরূপেণ বরীবৃধ্যতে ॥ ২০ ॥

তৎ অনির্ব্বচনীয়ম্ আশ্চর্য্যং বিস্ময়করং প্রাণকোটিসর্ব্বস্বপ্রিয়তময়োঃ বিলাসবৈভবং নিলীনাঃ প্রচ্ছন্নাঃ পশ্যন্ত্যঃ সখ্যঃ রস-সাগরে নিমগ্নাঃ অপি ক্ষণাৎ ক্ষণকালান্তরমেব অভয়ং যথা স্যাৎ তথা আসন্নাঃ সমীপবর্ত্তিন্যঃ সত্যঃ প্রিয়তমং দ্বয়ং সংবীক্ষ্য অহহ-কারুণ্যে! পদকমল-সেবাপরায়ণাঃ বভুবুঃ। ভূয়ঃ পুনরপি সমুদিতাঃ কুঞ্জাদ্বহি-র্নবসখী সান্নিধ্যমাগতাঃ ॥ ২১ ॥

---

হে সখি! চেয়ে দেখ, অভিনব নিকুঞ্জসমূহপরিবেষ্টিত নিভৃত নিকুঞ্জ মধ্যে সুদুর্ব্বার মদন-মদে অন্ধ, সুতরাং নিজ নিজ দেহস্মৃতি-রহিত অভূতপূর্ব্ব শোভাশালী নব কিশোর-যুগলের অননুভবনীয় আশ্চর্য্যরূপে শব্দায়মান নূপুর কিঙ্কিণী ডিণ্ডিম এবং প্রখর-নখর-দন্তাঘাতযুক্ত সুদুর্দ্ধর্ষ উদ্দাম রতিকেলি-সংগ্রাম ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ২০ ॥

সখীগণ অতি অনির্ব্বচনীয় পরমবিস্ময়কর মদনমদবিমুগ্ধ প্রাণকোটি-সর্ব্বস্ব প্রিয়তম যুগলের অপূর্ব্ব বিলাস-বৈভব লতাজালে লুক্কায়িত ভাবে

যদি ত্বমিন্দীবর-সুন্দরাক্ষি দিদৃক্ষসে নঃ প্রিয়য়োর্বিলাসং।
সর্ব্বাত্মনা প্রেম-রসেন রাধাপদারবিন্দং স্মর তদ্রসৌঘম্ ॥ ২২ ॥

অথ সা মৃগশাবলোচনা ধৃত-রাধাপদ-দাস্যলালসা।
সরসং নিজজীবিতেশ্বরী-চরণধ্যানপরেদমুজ্জগৌ ॥ ২৩ ॥

---

হে কমলাদপি সুন্দরনয়নে! সখি! ত্বং যদি অস্মাকং প্রিয়তময়োঃ লীলাবিহারাদিকং দ্রষ্টুমিচ্ছসি, তর্হি পরমানুরাগেণ সর্ব্বাত্মনা কায়মনঃপ্রাণসমর্পণেনেতি যাবৎ মধুর-রসপরিপূর্ণং শ্রীরাধায়াঃ পদকমলং স্মর সর্ব্বাত্মনা শ্রীরাধাদাস্যম্ অঙ্গীকুরু ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

অথ সখীনামুপদেশ-পূর্ণবচন-শ্রবণানন্তরং ধৃতরাধা-পদদাস্যলালসা সা মৃগশাবকবৎ নাতিচঞ্চল-নয়না নিজজীবিতেশ্বর্য্যাঃ শ্রীগুরুরূপসখ্যাঃ শ্রীচরণধ্যানপরা সতী সরসং দ্রুত-হৃদয়ং যথা স্যাৎ তথা ইদং বক্ষ্যমাণমুজ্জগৌ পঞ্চমরাগেণ গীতবতী ॥ ২৩ ॥

---

দর্শন করিয়া রস-সাগরে নিমগ্না হইলেন। ক্ষণকালপরে সাহস করিয়া উভয়ের সমীপবর্ত্তী হওতঃ কিছুক্ষণ বীজন করার পর পাদপদ্মসম্বাহন পূর্ব্বক যুগলকিশোরের আনন্দভঙ্গভয়ে পুনরপি সেই নবসখীসমীপে আগমন করিলেন ॥ ২১ ॥

হে পরমসুন্দর কমলনয়না প্রিয় সখি! যদি তুমি আমাদের প্রাণ-প্রিয়তম রাধাগোবিন্দের পরম নিগূঢ় বিলাস-বৈভব দর্শন করিতে অভিলাষ কর, তবে পরম অনুরাগভরে কায়মনোবাক্যে মহাভাব-স্বরূপিণী পরমরসময়ী শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণ-কমলযুগল আশ্রয় কর ॥ ২২ ॥

অনন্তর শ্রীরাধারাণীর প্রিয়নর্ম্মসখীগণের এইরূপ উপদেশপূর্ণ পরম-রসময় বাক্য-শ্রবণানন্তর মৃগশিশুর ন্যায় নাতিচঞ্চল-নয়না সেই নবসখী শ্রীরাধাপদ-দাস্যের প্রতি বিশেষ লালসান্বিতা হইয়া বিগলিত-হৃদয়ে কাতর প্রাণে নিজ জীবিতেশ্বরী শ্রীগুরুরূপা সখীর শ্রীচরণকমল ধ্যান করিতে করিতে উচ্চকণ্ঠে এই পদটী গান করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

## বসন্তরাগেণ গীয়তে।

বরসীমন্তরসামৃত-সরণী-ধৃত-সিন্দূর-সুরেখাং।
শ্রীবৃষভানুকুলাম্বুধি-সম্ভব-সুভগ-সুধাকরলেখাম্॥ ক॥
স্মরতু মনো মম নিরবধি রাধাম্।
মধুপতি-রূপগুণ-শ্রবণোদিত-সহজমনোভব-বাধাম্॥ ধ্রু॥
সুরুচির-কবরী-বিরাজিত-কোমল-পরিমল-মল্লিসুমালাং।
মদচল-খঞ্জন-খেলন-গঞ্জন-লোচন-কমলবিশালাম্॥ খ॥
মদকরিরাজ-বিরাজদনুত্তম-চলিতললিত-গতিভঙ্গীং।
অতিসুকুমার-কনকনবচম্পক-গৌর-মধুরমধুরাঙ্গীম্॥ গ॥
মণিকেয়ূর-ললিতবলয়াবলি-মণ্ডিতমৃদুভুজবল্লীং।
প্রতিপদমদ্ভুত রূপ-চমৎকৃতি-মোহনযুবতী-মতল্লীম্॥ঘ॥
মৃদু মৃদু হাসললিতমুখমণ্ডল-কৃতশশিবিম্ব-বিড়ম্বাং।
কিঙ্কিণিজাল-খচিতপৃথুসুন্দর-নবরসরাশি-নিতম্বাম্॥ ঙ॥
চিত্রিত-কঞ্চুলিকা-স্থগিতোদ্ভট-কুচহাটকঘটশোভাং।
স্ফুরদরুণাধরস্বাদুসুধারস-কৃতহরি-মানসলোভাম্॥ চ॥
সুন্দর-চিবুক-বিরাজিতমোহন-মেচকবিন্দুবিলাসাং।
সকনকরত্নখচিত পৃথুমৌক্তিক-রুচিরুচিরোজ্জ্বলনাসাম্॥ ছ॥
উজ্জ্বলরাগ-রসামৃতসাগর-সারতনুং সুখরূপাং।
নিপতিতমাধবমগ্নমনোমৃগ-নাভিসুধারসকূপাং॥ জ॥
নূপুরহার-মনোহরকুণ্ডল-কৃতরুচিমরুণদুকূলাম্।
পথি পথি মদনমদাকুল-গোকুলচন্দ্র-কলিতপদমূলাম্॥ ঝ॥
রসিকসরস্বতি-গীতমহাদ্ভুত-রাধারূপরহস্যং।
বৃন্দাবনরসলালস-মনসামিদমুপগেয়মবশ্যম্॥ ঞ॥

---

শ্রীমধুপতেঃ রাধাপদ্মমধুকরস্য রূপগুণাদীনাং শ্রবণ-পথ-প্রাপ্তিমাত্রেণৈব উদ্দীপিতা স্বভাবিকা মন্মথ-পীড়া যস্যাঃ তথাভূতাং রাধাং মম মনঃ নিরবধি সততং স্মরতু ধ্যায়তু, কিম্ভূতাং রাধাং? তদ্বিশিনষ্টি—বরেতি—অত্যুজ্জ্বল-সীমন্ত এব রসসুধানাং প্রশস্তঃ পন্থাঃ তত্র ধৃতা সিন্দূরস্য সুন্দররেখা যয়া তথাভূতাম্। শ্রীবৃষভানুবংশরূপ-সাগরোদ্ভবাম্ অকলঙ্ক-চন্দ্রলেখা-স্বরূপাম্॥ ক॥

অতি-মনোহর-ধম্মিল্লে বিরাজিতা অতি-মৃদুল-সৌরভ-শালিনী মল্লিকায়াঃ সুন্দরমালা যস্যাঃ। মদেন চঞ্চলং খঞ্জন-নটন-তিরস্কারি-চ নয়ন-কমলযুগলং আকর্ণবিস্তৃতং যস্যাঃ॥ খ॥

মত্তগজরাজেষু বিরাজমানাৎ পরমোত্তম-চলিতাদপি মনোহরা গমনভঙ্গী যস্যাঃ। অতিসুকোমল-স্বর্ণনবচম্পকাদপি গৌরং পরম-মধুরঞ্চ অঙ্গং যস্যাঃ॥ গ॥

মণি-খচিতৈঃ অঙ্গদৈ র্মনোহর-বলয়-সমূহৈশ্চ ভূষিতা সুকোমলভুজলতা যস্যাঃ। প্রতিক্ষণমেব অপরূপ-চমৎকৃতিশালিনীনাং কৃষ্ণপ্রেয়সীনাং শিরোরত্ন-স্বরূপাম্॥ ঘ॥

মৃদু-মধুর-হাস্যযুক্ত-মনোহর-মুখমণ্ডলেন কৃতঃ চন্দ্রবিম্বস্য তিরস্কারো যয়া। কিঙ্কিণিজাল-সংযুক্তঃ স্থূলঃ পরমমনোহরঃ মধুররসপূর্ণশ্চ নিতম্বো যস্যাঃ॥ ঙ॥

বিচিত্র-কঞ্চুলিকয়াচ্ছাদিতাভ্যামুন্নতাভ্যাং স্তনরূপ-সুবর্ণ-ঘটাভ্যাং শোভা যস্যাঃ। রসভরেণ ঈষৎকম্পমানারুণাধরয়োঃ স্বাদুসুধারসেন কৃতঃ মনোমোহনস্য মানস-লোভো যয়া॥ চ॥

সুন্দর চিবুকে বিরাজিতঃ মনোহরা কস্তূরিবিন্দোঃ বিলাসঃ শোভা যস্যাঃ। স্বর্ণজড়িতনীলমণিখচিতস্য স্থূলমৌক্তিকস্য কান্ত্যা অতি মনোহরোজ্জ্বলা নাসিকা যস্যাঃ॥ ছ॥

পরমোজ্জ্বলানুরাগ-রস-সুধাসাগরস্য সার-স্বরূপা তনুঃ শরীরং যস্যাঃ মাদনাখ্য-মহাভাবস্বরূপিণীমিতি যাবৎ, অতি সুখময়ীম্। নিপতিতঃ কৃষ্ণস্য বিমুগ্ধঃ মনোরূপঃ মৃগো যত্র তথাভূতো নাভিরূপঃ অমৃতরসস্য কূপো যস্যাঃ॥ জ॥

নূপুর-হার-মকরকুণ্ডলৈঃ কৃতা শোভা যস্যাঃ। অরুণবর্ণং বস্ত্রং যস্যাঃ। নিকুঞ্জস্য পথি পথি মদনমদাকুলেন নাগরেন্দ্রচন্দ্রেণ গৃহীতং পদমূলং যস্যাঃ॥ ঝ॥

বৃন্দাবনীয়-মধুররসলোভিনামিদং রসময়ং সংস্তিনা গীতম্ অত্যদ্ভুতং রাধায়াঃ রূপেণ রহস্যং কেলিবিলাসাদিকমবশ্যমেব উপগেয়মাস্বাদ্যমিতি যাবৎ॥ ঞ॥

---

আমার মন অন্যচিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক অসীমরূপ-গুণ-লীলাবিলাসিনী সেই রাধাকে স্মরণ করুক—যে কোনও প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণলীলা প্রভৃতি শ্রবণপথ স্পর্শমাত্রেই যে কৃষ্ণময়ী পরম অনুরাগবতীর হৃদয়ে স্বাভাবিক মনসিজপীড়ার উদ্ভব হয়। ধ্রু।

যাঁহার সিন্দূরযুক্ত সীঁথির প্রতি দৃষ্টি করিলে মনে হয় উহা সীঁথি নয়, কিন্তু রসসুধার প্রশস্ত রাস্তায় মনোহর একটী সুন্দর সিন্দূরের রেখা

শোভা পাইতেছে। যিনি বৃষভানুরাজের বংশরূপ সুধাসারোৎপন্ন সুঠাম চন্দ্রকলা-সদৃশ। ক।

যাঁহার অতি মনোহর কবরীতে রসময় নাগর-প্রদত্ত (তাঁহার নিজহাতে গাঁথা) ঈষদ্বিকশিত সৌরভপূর্ণ মল্লিকার মনোহর মালা শোভা পাইতেছে। মদমত্ত-চঞ্চল-নটখঞ্জন-গঞ্জনকারী ও আকর্ণ-বিস্তৃত যাঁহার নয়ন-কমল। খ।

যাঁহার মনোহর গমনভঙ্গি দেখিলে মদমত্ত গজরাজের অতিউত্তম গতিকেও তুচ্ছবোধ হয়। যাঁহার অঙ্গকান্তি অভিনব বিকশিত মনোহর স্বর্ণ চম্পকের কান্তি হইতেও পরম মোহন মধুর গৌরবর্ণ। গ।

যাঁহার শ্রীভুজযুগলে মণিখচিত অঙ্গদ এবং মনোহর বলয় প্রভৃতি ভূষণ সকল শোভা পাইতেছে। যিনি ক্ষণে ক্ষণে নবনবায়মান অদ্ভুত-রূপগুণ-লীলা-চমৎকৃতিশালিনী কিশোরী কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের শিরোমণি-স্বরূপা। ঘ।

যাঁহার মৃদু মধুর হাস্যযুক্ত মনোহর মুখমণ্ডলের কান্তি, শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের শোভাকেও তিরস্কার করিয়া থাকে; রসময় নাগরের জীবাতু স্বরূপ, পরমসুন্দর, নব নব রসভরে অতি স্থূল, যাঁহার নিতম্বদেশে কিঙ্কিণীজাল বিজড়িত রহিয়াছে। ঙ।

যাঁহার বক্ষঃস্থলে বিচিত্র মণিখচিত কঞ্চুলিকাচ্ছাদিত তুঙ্গস্তনরূপ সুবর্ণঘটদ্বয় শোভা পাইতেছে; কোনও রসময় সময়ে যাঁহার ঈষৎ কম্পিত অরুণবর্ণ অধরোষ্ঠের সুধারস-টরটরায়িত অবস্থা দর্শনে মদনমোহনের মনও অতিলোভ-পরবশ হইয়া থাকে। চ।

যাঁহার মনোহর চিবুকে মোহনেরও মনোমোহনকারী কস্তূরিকাবিন্দু শোভা পাইতেছে, যাঁহার অতি উজ্জ্বল নাসিকার অগ্রভাগে সুবর্ণজড়িত নীলমণি খচিত স্থূল গজমুক্তা ঝলমল করিতেছে। ছ।

যিনি পরমোজ্জ্বল অনুরাগ-রসামৃত-সিন্ধুর রত্ন-স্বরূপ অর্থাৎ মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপিণী ও পরম সুখময়ী, যাঁহার মনোহর নাভিরূপ অমৃতরসের কূপে শ্যামসুন্দরের মনোরূপ মুগ্ধ মৃগ সর্ব্বদা নিপতিত রহিয়াছে। জ।

যিনি নিজ লাবণ্যচ্ছটায় রত্নখচিত নুপূর, মণিময় হার ও মনোহর কুণ্ডল প্রভৃতি ভূষণকেও উজ্জ্বল করিতেছেন। যাঁহার পরিধানে অরুণ বসন;

স্নভগশিখরলক্ষ্মীকোটিকাম্যৈকপাদা
ধৃতনখমণিচন্দ্রজ্জ্যোতিরামোদমাত্রা।
অতিমধুরচরিত্রানঙ্গলীলা-বিলাসা
মম হৃদি রসমূর্ত্তিঃ স্ফূর্ত্তিমায়াতু রাধা ॥ ২৪ ॥

নবরস-মদ-ঘূর্ণন্মাধবপ্রাণকোটি-
প্রিয়নখমণিশোভা সর্ব্বসৌভাগ্যভূমিঃ।
স্ফুরতু হৃদি সদা মে কাপি কাশ্মীররোচি-
র্ব্রজনাগরকিশোরীবৃন্দ-সীমন্ত-ভূষা ॥ ২৫ ॥

---

সৌভাগ্যশিরোমণিলক্ষ্মীকোটীনামপি বাঞ্ছিতমেকচরণধৃতনখমণিচন্দ্রাণাং জ্যোতিঃ কান্তিঃ যস্যাঃ সা। আমোদমাত্রা হ্লাদিনীসাররূপা অতিশয়-সুমধুর-স্বভাবা. সর্ব্বদা এব মন্মথলীলা-বিলাসপরা। অতঃ রসময়ী শ্রীরাধা মম হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিং প্রাপ্নোতু ॥ ২৪ ॥

নবরসমদেন রতিরসমদেন ঘূর্ণায়মানস্য মাধবস্য প্রাণকোটেরপি পরঃ প্রেষ্ঠা নখমণীনাং শোভা যস্যাঃ সা অতঃ সর্ব্ববিধ-সৌভাগ্যানামাশ্রয়ভূতা কুঙ্কুমগৌরাঙ্গী ব্রজনগরনাগরীবৃন্দানাং শিরোভূষণস্বরূপা কাপি অনির্ব্বচনীয়া রূপগুণরসমাধুর্য্যশালিনী মে মম হৃদয়ে সদা স্ফুরতু ॥ ২৫ ॥

---

নিকুঞ্জের পথে পথে মদনমদব্যাকুল মদনমোহন কোনও রস-বিশেষের লোভে যাঁহার চরণতলে বারংবার নিপতিত হইতেছেন। ঋ।

বৃন্দাবনীয় অতি মধুর রসলোভী ভক্তগণ পরম রসিক শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী-বিরচিত শ্রীরাধিকার রূপরস এবং অতি নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ এই গীতটি আস্বাদন করিয়া অবশ্যই পরমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইবেন ! ঞ।

কোটি কোটি সৌভাগ্যশিখরলক্ষ্মী যাঁহার একচরণস্থিত নখমণিচন্দ্র-কান্তিকে বাঞ্ছা করিয়া থাকেন ; সেই হ্লাদিনীসাররূপা, অতি সুমধুর-স্বভাবা, রসমূর্ত্তি এবং মন্মথ-লীলাবিলাসনিমগ্না শ্রীরাধা আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥ ২৪ ॥

যাঁহার পদনখমণির শোভাও রতিরসমদে পরম বিহ্বল রসিক-মুকুটমণি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণকোটি-প্রিয়তম, সুতরাং যিনি সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্যের আশ্রয়

গোবিন্দপ্রাণ-সর্ব্বস্ব-নখচৈন্দ্রেক-চন্দ্রিকা।
কাপি প্রেমরসোদারা কিশোরী মম জীবনম্॥ ২৬॥

চেতঃ কামপি কুন্দ-সুন্দর-সুধা-নিঃষ্যন্দি-মন্দস্মিত-
জ্যোতির্ম্মোহন-বক্ত্র চন্দ্র বিগলৎ প্রেমামৃতাম্ভোনিধিং।
প্রত্যঙ্গোচ্ছলিতানুরাগ-সহজানঙ্গোৎসবৈকাবধিং
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র-দুর্দ্দমনশ্চৌরীং কিশোরীং স্মর॥ ২৭॥

---

গোবিন্দস্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াহ্লাদকস্য প্রাণসর্ব্বস্ব স্বরূপা একৈকস্যাপি নখমণিচন্দ্রস্য জ্যোৎস্না যস্যাঃ সা প্রেমরসেষু বদান্যা কাপি অনির্ব্বচনীয়া নবকিশোরী এব মম জীবাতুঃ॥ ২৬॥

রে চেতঃ মনঃ! কামপি অনির্ব্বচনীয়াং কিশোরীং শ্রীরাধাং স্মর। কিম্ভূতাং কুন্দকুসুমাদপি সুন্দরং শুভ্রম্ অমৃতস্রাবি চ মৃদুমধুরং হাস্যজ্যোতিঃ যত্র তথাভূতাৎ মনোমোহনকারিবদনচন্দ্রাৎ বিগলন্ প্রেমসুধাসাগরো যস্যাঃ। প্রত্যঙ্গমেব উচ্ছলিতঃ উত্তরঙ্গায়িতঃ প্রেমানুরাগেণৈব যঃ স্বাভাবিকঃ মদনমহোৎসবঃ তস্য পরম-সীমা-স্বরূপাম্। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রস্য দুর্দ্দমনীয়-মনসো মোহিনীং লুণ্ঠিকামিতি যাবৎ॥ ২৭॥

---

স্বরূপা, ব্রজবাসিনী পরম রসিকা কিশোরীগণের শিরোরত্নরূপা, কুঙ্কুম-গৌরাঙ্গী, অনির্ব্বচনীয় রূপ-গুণ-রস-মাধুর্য্যশালিনী রসময়ী শ্রীরাধা আমার চিত্তে সর্ব্বদা বিহার করুন॥ ২৫॥

যাঁহার এক একটি পদনখচন্দ্রের জোৎস্নাও সর্ব্বেন্দ্রিয়াহ্লাদকারী শ্রীগোবিন্দের প্রাণ-সর্ব্বস্ব, প্রেমরসে পরম-বিদগ্ধা অনির্ব্বচনীয়া সেই নবকিশোরীই আমার একমাত্র জীবাতু॥ ২৬॥

রে মন! কুন্দকুসুম হইতেও সুন্দর শুভ্র অমৃতরসস্রাবি মৃদু মধুর হাসির ছটায় মনোমোহনকারী যাঁহার বদন-চন্দ্র হইতে কত কত প্রেমামৃত-সাগর ক্ষরিত হইতেছে, যিনি প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে উত্থিত অনুরাগরূপ সহজ মদনমহোৎসবের একমাত্র অবধি-স্বরূপা এবং শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র নাগরেন্দ্রের দুর্দ্দমনীয় মনোহারিণী—সেই বাক্য মনের অগোচর কোনও কিশোরীমণিকে স্মরণ কর॥ ২৭॥

মুক্তাদামনি ন প্রসারয় করং দামোদর স্ত্বং যতো
নো পীতাম্বর ! শম্বরারি-সুভগস্ত্বং মে গৃহাণাম্বরং।
হস্তং ন স্তনয়ো র্নিধেহি যমজৌ ভগ্নৌ সুতুঙ্গৌ যতো
রাধায়া ইতিবাগ্‌বিভঙ্গি-বিতত-স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ॥ ২৮॥

ইতি শ্রীসঙ্গীত-মাধবে শ্রীরাধামাধবমহোৎসবো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

---

হে প্রাণবল্লভ! যতস্ত্বং নীবিদামবদ্ধোদরঃ অতঃ মে মম মুক্তাদামনি করং ন প্রসারয় নার্পয়। হে পীতাম্বর! যতস্ত্বং রতিষণ্ডোঽসি অতো মম বস্ত্রং নো গৃহাণ, নাপহর। যতঃ অত্যুন্নতৌ যমজৌ যমলার্জ্জুন-বৃক্ষৌ ভগ্নৌ ত্বয়েতি শেষঃ, অতো মম স্তনয়োরুপরি হস্তং ন স্থাপয়। শ্রীরাধায়াঃ ইতি এবংপ্রকারৈঃ বাগ্বিভঙ্গি-সমূহৈঃ স্মিতমুখঃ হরিঃ বো যুষ্মান্ পাতু দর্শনাদি-দানেন তোষয়তু।

শ্লোকেনানেন কাকুভঙ্গ্যা স্বাভিলাষং নাটয়তি। অর্থাৎ মুক্তাদামনি করং ন প্রসারয় কিম্? অপিতু প্রসারয় এব। যত স্ত্বম্ শম্বরারি-সুভগঃ হে পীতাম্বর! মে মম অম্বরং নো গৃহাণ কিম্? অপি তু গৃহাণ এব, যদ্বা ন কেবলং কন্যকানাং নঃ অস্মাকমপি ইতাম্বর গৃহীতাম্বর! অতঃ সংপ্রত্যপি মে অম্বরং গৃহাণ॥ ২৮॥

---

হে প্রাণবল্লভ! যেহেতু তুমি নীবিদামবদ্ধোদরসুতরাং আমার বহুমূল্য মুক্তাদামে হস্তপ্রসারণ করিও না, হে পীতাম্বর! যেহেতু তুমি কামবিবশ অর্থাৎ রতিষণ্ড, সুতরাং আমার বসন অপহরণ করিও না; যেহেতু তোমা কর্ত্তৃক অতি উচ্চ যমজ অর্জ্জুন বৃক্ষ ভগ্ন হইয়াছে, অতএব আমার উত্তুঙ্গ স্তনযুগলের উপর হস্তার্পণ করিও না, শ্রীরাধার এইরূপ শ্লেষ-বাক্য পরম-হৃষ্ট হাস্যবদন শ্রীকৃষ্ণ দর্শনাদি-দানে তোমাদিগকে পরমানন্দিত করুন।

এইটী গ্রন্থকর্ত্তার আশীর্ব্বাদ—এই শ্লোকে ভঙ্গিদ্বারা প্রাণেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর স্বাভিলাষ প্রকাশ পাইয়াছে—হে প্রাণবল্লভ! যে হেতু তুমি দামোদর, অতএব মুক্তাদামে হস্তার্পণ করিবে না কি? এইরূপ উত্তুঙ্গ স্তনে হাত দিবে না কি? কেবল যে তুমি কন্যকাদিগের বস্ত্রহরণ করিয়াছিলে, তাহা নয়; আমাদেরও ত বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছ, সুতরাং আমার বস্ত্র গ্রহণ কর—ইত্যাদি॥ ২৮॥

---

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

# শ্রীশ্রীসঙ্গীত-মাধবম্

## তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

## শ্রীশ্রীরাধাদাস্য-মহোৎসবঃ।

অথ নিজরসধারাকন্দ-গোবিন্দরাধা-
মধুরমধুরহাস-প্রস্ফুরদ্বক্ত্রচন্দ্রং।
দিশি দিশি পরিচেতুং সঞ্চরদ্দৃক্-চকোরীং
কলিত-পুরুতৃষন্তীং দর্শয়ন্ত্যো জগুস্তাঃ॥ ২৯॥

---

অথানন্তরং নিজরসধারায়াঃ মধুর-বিলাস-রসপ্রবাহস্য কন্দেন মূলীভূতেন গোবিন্দেন সর্ব্বেন্দ্রিয়াহ্লাদকারিণা সহ শ্রীরাধায়াঃ মধুরাদপি মধুরতর-হাস্যেন প্রস্ফুরন্তং বিকশন্তং মুখচন্দ্রং পরিচেতুং পরিলক্ষিতুং চতুর্দিক্ষু প্রক্ষিপন্তী নয়নরূপা চকোরী যস্যাঃ অতৃপ্ত-বাসনয়া অতিশয়-তৃষ্ণাযুক্তাং তাং নবসখীং যুগল-বিলাসাদিকং দর্শয়ন্ত্যঃ তাঃ রাধাসখ্যঃ জগুঃ পুনর্গীতবত্যঃ॥ ২৯॥

---

অনন্তর শ্রীরাধারাণীর নর্ম্মসখীগণ দেখিলেন যে সেই নবসখী লীলাময় যুগলকিশোরের লীলাখেলা যতই শ্রবণ করিতেছেন, নব অনুরাগভরে তাঁহার পিপাসা ততই বৃদ্ধি পাইয়া উঁহাকে অধীর করিতেছে, পরম মনোহর মাধুর্য্যরস-প্রবাহের মূল আশ্রয়স্বরূপ শ্রীগোবিন্দের সহিত শ্রীরাধার মধুর হইতেও সুমধুর হাস-পরিহাসাদি দ্বারা সুপ্রসন্ন মুখচন্দ্র-দর্শনের জন্য উঁহার নয়ন-চকোরী চঞ্চলভাবে চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে; এই অবস্থা দেখিয়া স্নেহ-বিগলিত চিত্তে যুগলকিশোরের নানাবিধ চাতুর্য্যপূর্ণ-বিলাস দর্শন করাইতে করাইতে গান করিতে লাগিলেন॥ ২৯॥

## মালব-গৌড়রাগেণ গীয়তে।

মৃগমদলিপ্তরুচিরবপুষা পরিরঞ্জিত-নব(ঘন)-ঘনসারং।
বেণীভুজঙ্গী-বিরাজিতয়া শিখিচন্দ্রকচূড়মুদারম্॥ ক ॥
সখি হে গোকুল-রাজকুমারম্॥
রাধিকয়া সহ কলয় মনোজ-রসাধিকয়া সুকুমারম্॥ ধ্রু ॥
নব-চপলাচপলাঙ্গরুচা রসবর্ষণ-বারিদজালং।
কাঞ্চনবল্লরিকোজ্জ্বলয়া দ্যুতিনির্জ্জিত-নীলতমালম্॥ খ ॥
অনিল-তরল-নলিনীসুললিতয়া মদকল-মধুকরলীলং।
অভিনবসঙ্গমভয়-কম্পিতয়া বহুবিধমনুনয়শীলম্॥ গ ॥
কোটিপরমরতি-শোভনয়াদ্ভুত-নবকন্দর্প-বিলাসং।
স্মের-সরসকুমুদিনী-প্রমুদিতয়া শরদমৃতাংশু-প্রকাশম্॥ ঘ ॥
বরকরিণীমদ-বিহ্বলয়া নবরতিরসমত্ত-করীন্দ্রং।
অদ্ভুতকেলি-বিচক্ষণয়া স্মরতন্ত্রমহানিপুণেন্দ্রম্॥ ঙ ॥
উজ্জ্বল-প্রেমরসামৃত-ঘনয়া পরম-সুখাম্বুধিসারং।
অদ্ভুতহাটক-পুত্রিকয়া নবমরকতমূর্ত্তি-বিহারম্॥ চ ॥
নবতারুণ্য-নিবেশ-মধুরয়া মোহনদিব্যকিশোরং।
অরুণদুকূল-বিরাজিতয়া মৃদুকুঞ্চিত-পীতনিচোলম্॥ [illegible] ॥
কৃতপণবন্ধন-খেলনয়া জিতবাদ-হৃত-স্তনচেলং।
বহুবিধহাসবিলাস-নিপুণয়া প্রতিপদমদ্ভুতখেলম্॥ [illegible] ॥
রাধামাধব-রূপকলোদয়মিতি শৃণু চাতিমনোজ্ঞং।
মুদিতসরস্বতিগীতমহো কুরু হৃদয়মিহাতিরসজ্ঞম্॥ ঝ ॥

---

সখি হে মনসিজরসপরিপূর্ণয়া রাধিকয়া সহ সুকুমারং সুদুর্দ্ধর্ষমদনমদবিহ্বলং গোকুলরাজ-কুমারং ধীর-ললিত-নাগরম্ ইতি যাবৎ কলয় পশ্য। ধ্রু।
কিম্ভূতয়া রাধিকয়া কিম্ভূতং রাজকুমারং তদ্বিশিনষ্টি— মৃগমদেতি মৃগমদেন কস্তূরিকয়া লিপ্তং মনোহরং বপুঃ শরীরং যস্যাঃ তথাভূতয়া পরিরঞ্জিতশ্চিত্রিতশ্চ নবীনশ্চ ঘনসার-শ্চন্দনো যত্র তম্। ঘনঘনসারমিতি পাঠে তু নিবিড়ঃ ঘনসার-শ্চন্দনো যত্রেত্যর্থঃ। বেণ্যেব ভুজঙ্গী তয়া পরিশোভিতয়া ময়ূরপুচ্ছচূড়ম্ [ এতেন বিলাসবিশেষাবস্থায়াং ভুজগীময়ূরয়োঃ নটন-বিশেষো ধ্বনিতঃ। ] অতো মনোহরম্। ক।

নবীনা চ স্থিরা চ যা চপলা বিদ্যুৎ তদ্বৎ অঙ্গকান্তি র্যস্যাঃ তয়া রসবর্ষণশালি-মেঘসমূহম্। কনকলতিকাতোঽপি অত্যুজ্জ্বলয়া দ্যুতিভিঃ পরাজিতং নীলতমালং যেন তং। খ।

পবন-চলিত-কমলিন্যা অপি মনোহরয়া মদমত্ত-মধুর গুঞ্জদ্ভ্রমরবৎ লীলা যস্য তম্। অতঃ নব-নবায়মান-সম্প্রয়োগভয়েন কপট-কম্পিতয়া বাম্যবশাদিতি শেষঃ, নানাবিধ-কাকুতিপরম্, এতেন প্রেয়সীবশ্যত্বং ধ্বনিতম্। গ।

কোটি-বৈদগ্ধিপূর্ণৈ র্বিপরীত-বিলাসাদিভিঃ পরমোজ্জ্বলয়া অননুভূত পূর্ব্বো মন্মথ-বিহারো যস্য তম্। মৃদুহাস্যেন সদ্যোবিকশিত-কুমুদিনীবৎ প্রফুল্লিতয়া শারদীয়-রাকাচন্দ্রবৎ প্রসন্নম্। ঘ।

শ্রেষ্ঠকরিণীবৎ স্মরমদোন্মত্তয়া অভিনব-বিলাস-রসোন্মত্ত-করিবর-সদৃশম্। অপরূপ-বিলাসবিদগ্ধয়া চতুঃষষ্টিকলাযুক্ত-কামশাস্ত্র-পারগবরম্। ঙ।

মাদনাখ্য-মহাভাবস্বরূপিণ্যা রতিসুখসাগর-সারস্বরূপম্। অনির্ব্বচনীয়-কনক-প্রতিমারূপয়া নবনীলমণি-মূর্ত্তিবৎ বিহারো বিলাসো যস্য তম্। চ।

নব-কৈশোর-প্রকাশাৎ অতি সুমধুরয়া মনোহর-ক্রীড়া-পরায়ণ-কিশোরম্। অরুণ-বসনেন পরিশোভিতয়া কোমলং কুঞ্চিতঞ্চ পীতবসনং যস্য তং। ছ।

কৃতং পণবন্ধনেন পাশকাদি-খেলনং যয়া অযথা জিত-বিবাদেন অপহৃতা কঞ্চুলিকা যেন তম্। নানাবিধ-পরিহাস-বিহারাদিষু বিদগ্ধয়া ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুতক্রীড়াপরম্। জ।

অহো হর্ষাতিশয্যে! শ্রীরাধামাধবয়োঃ রূপগুণ-বিলাসাদিযুক্তং পরমমনোহরং প্রমুদিত-সরস্বতিপাদ-বিরচিতং গীতং শৃণু হৃদয়ঞ্চ অতি রসালং কুরু। ঝ।

---

সখি হে! নবমন্মথ-রসে গরগর শ্রীরাধিকার সহিত অতি সুকুমার নন্দরাজ-নন্দনকে একবার দেখ। মৃগমদ কস্তূরীলিপ্তবপু শ্রীরাধিকার সহিত চন্দন-পরিশোভিত নবজলধরকান্তি শ্যামসুন্দরের মিলনে কি অদ্ভুত পূর্ব্বশোভা হইয়াছে! বিলাস-ভরে ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল বেণীরূপ ভুজঙ্গি-শোভিতা শ্রীরাধার সহিত অতি মনোহর ময়ূরপুচ্ছচূড়াধারী। স্থির-সৌদামিনীজয়ী অঙ্গকান্তির সহিত যেন রসবর্ষণশীল নবঘন। অতি উজ্জ্বল কনকলতার সহিত যেন নীলতমালবিজয়ী কান্তিধারী। মলয়পবন-চালিত কনক কমলিনী হইতেও মনোহারিণীর সহিত যেন সৌরভ-মদমত্ত ও গুঞ্জন-পরায়ণ লীলাকারী ভ্রমর। ক্ষণে ক্ষণে নবনব সম্প্রয়োগ-ভয়ে কম্পিতার সহিত বহুবিধ অনুনয়-পরায়ণ। কোটী কোটী

নব-পরিমল-মল্লীদামধম্মিল্লভারাং
কুচকলস-বিরাজৎ কঞ্চুলীতারহারাম্।
দিশি দিশি রসধারামাকিরন্তীমপারাং
মধুরতর-বিহারাং পশ্য রাধামুদারাম্॥ ৩০॥

হে সখি! অভিনব-সৌরভযুক্তেন মল্লীদাম্না শোভিতঃ কবরীভারো যস্যাঃ উন্নতস্তনকুম্ভোপরি বিরাজৎ কঞ্চুলিকা উজ্জলহারশ্চ যস্যাঃ দশদিশি অপারাং রসধারাং অপরিসীম-রসপ্রবাহং বিস্তারয়ন্তীং মধুরাদপি পরম-মধুরো বিলাসো যস্যাঃ তথাভূতাং মনোহারিণীং রাধাং পশ্য। শ্লোকেনানেন শ্রীরাধায়াঃ স্বাধীনভর্তৃকাত্বং ধ্বন্যতে॥ ৩০॥

বৈদগ্ধিপূর্ণ বিপরীত-বিলাস-শোভিতার সহিত যেন বিলাসী নবীনমদন। মৃদুমধুর-হাস্যযুক্ত সরস কুমুদিনী হইতেও প্রফুল্লিতার সহিত যেন শারদীয় রাকা চন্দ্র। মদবিহ্বল শ্রেষ্ঠ করিণীর সহিত যেন বিলাস রসোন্মত্ত করীন্দ্র, অপরূপ কেলিবিলাস-বিচক্ষণার সহিত যেন কামশাস্ত্র-কলাবিদগ্ধ প্রবর। মাদনাখ্য-মহাভাবরূপিণীর সহিত যেন পরম সুখসাগরের মহারত্ন, অনির্ব্বচনীর স্বর্ণ প্রতিমার সহিত যেন বিলাসশীল নব নীলমণি-মূর্ত্তি, পরম মধুর নবকিশোরীর সহিত মনোমোহন ক্রীড়া-পরায়ণ নব কিশোর অরুণাম্বর-পরিশোভিতার সহিত মৃদুকুঞ্চিত-পীতাম্বরধারী। পণবন্ধে পাশকাদি ক্রীড়াপরায়ণার সহিত মিথ্যাজয়-বিবাদে কঞ্চুলিকা-অপহারী। নানারূপে হাস্যপরিহাস-বিলাসাদি-নিপুণার সহিত ক্ষণে ক্ষণে নবনব ক্রীড়া-পরায়ণ।

হে রসিক ভক্তগণ! আনন্দিত সরস্বতিপাদ-বিরচিত অতি বিস্ময়কর শ্রীরাধামাধবের রূপগুণ-বিলাসযুক্ত পরম মনোহর এই গীতটী শ্রবণ করিয়া হৃদয়কে অতি রসাল কর।

হে সখি! অভিনব সৌরভযুক্ত মল্লিকামালায় যাঁহার কবরী শোভিত, যাঁহার উন্নত বক্ষোজ যুগলের উপর কঞ্চুলিকা ও পরম উজ্জল মণিময় হার শোভা পাইতেছে, দশদিকে অপার অসীম রস-প্রবাহ বিস্তারকারিণী, মধুর হইতেও সুমধুরতম বিলাস-পরায়ণা মনোমোহিনী সেই শ্রীরাধিকাকে দর্শন কর॥ ৩০॥

বালে ! বিলোকয় কিশোরমনঙ্গলীলা-
খেলায়মান-মদশোণবিলোচনাব্জং।
সর্ব্বাঙ্গমুল্লসিতমুৎপুলকং দধানং
রাধাঙ্গ-সঙ্গ-রস-রঙ্গ-তরঙ্গ-লোলম্ ॥ ৩১ ॥
শোভাসিন্দূরবিন্দোঃ ক্বচন নবনখোল্লেখলক্ষ্মা পরত্র
ব্যক্তা কাশ্মীরমুদ্রা ক্বচিদপি ললিতঃ কুত্রচিৎ কজ্জলাঙ্কঃ।
কুত্রাপি ভ্রাজমাণং মণিবলয়-ঘটাচিহ্নমিত্থং দধানঃ
সাক্ষাদেবৈষ রাধা-সুরত-রসমহো বীক্ষ্যতাং শ্যামধামা ॥ ৩২ ॥

---

হে বালে ! মুগ্ধে ! পরম-কারুণ্যপূর্ণ-সম্বোধনমেতৎ। মন্মথলীলারঙ্গে ঘূর্ণায়মানে, মদেন শোণে ঈষদ্রক্তবর্ণে চ নয়ন-কমলে যস্য তম্, উল্লসিতম্ উৎফুল্লম্ উদ্গত-পুলকঞ্চ সর্ব্বাঙ্গং দধানং শ্রীরাধায়াঃ মঙ্গল শ্রীঅঙ্গাদীনাং সঙ্গরূপ-রসরঙ্গস্য নবনবায়মান-তরঙ্গাঘাতৈ শ্চঞ্চলং চ ব্রজনবকিশোরং পশ্য ॥ ৩১ ॥

হে সখি ! নবজলধরশ্যামশরীরং বীক্ষ্যতাং কিম্ভূতঃ ক্বচন কস্মিংশ্চিদঙ্গ-বিশেষে রাধায়াঃ ললাটস্থ-সিন্দূরবিন্দোঃ শোভা চিহ্নং বর্ত্ততে ইতি শেষঃ ; অপরত্র অন্যস্মিন্ অঙ্গ-বিশেষে অভিনবরূপেণ নখানাং ক্ষতচিহ্নম্। কুত্রচিদঙ্গবিশেষে সুস্পষ্টং রাধা-পয়োধরয়োঃ কুঙ্কুমচিহ্নং, কস্মিংশ্চিৎ স্থলে মনোহরং রাধানয়নয়োঃ কজ্জলচিহ্নং। কুত্রাপি স্থলে অতিশয়শোভাযুক্তং মণিবলয়-সমূহানাং চিহ্নং। এবম্ভূতং নানাচিহ্নং দধানঃ ধারয়ন্ এষঃ সম্মুখবর্ত্তী মূর্ত্তিমান্ শ্রীরাধায়াঃ সম্ভোগ-রসোৎসবস্বরূপো বীক্ষ্যতাম্। অনেন শ্লোকরাজেন যুগলকিশোরয়োর্ম্মহাসম্ভোগোল্লাসাতিরেকঃ সমভিব্যক্তঃ ॥ ৩২ ॥

---

হে মুগ্ধে ! অনঙ্গলীলারঙ্গরসে ঘূর্ণায়মান, মদভরে আরক্তিম-নয়ন-কমল-বিশিষ্ট, রসভরে উৎফুল্ল ও পুলকান্বিত-অঙ্গপ্রত্যঙ্গশালী, শ্রীরাধার মঙ্গল- শ্রীঅঙ্গাদির সঙ্গরূপ রস-তরঙ্গাঘাতে পরম চঞ্চল ব্রজ-নবকিশোরকে অবলোকন কর ॥ ৩১ ॥

সখি হে ! কি বলিব শ্রীরাধার মূর্ত্তিমান সম্ভোগরসোৎসবস্বরূপ সম্মুখবর্ত্তী ঐ শ্যামসুন্দরকে একবার নয়ন ভরিয়া দর্শন কর দেখি। কি আশ্চর্য্য ! ঐ দেখ, কোনও অঙ্গ-বিশেষে শ্রীরাধার ললাটস্থ সিন্দূরবিন্দু কেমন শোভা পাইতেছে. আবার অন্য অঙ্গে কেমন অভিনব নখের ক্ষতচিহ্ন রহিয়াছে, কোনও অঙ্গে অতি সুস্পষ্টরূপে শ্রীরাধার বক্ষোজযুগলের কুঙ্কুম

অয়ে কোঽয়ং চন্দ্রঃ স কথমিহ বা শ্যামলতর-
স্তমালোঽয়ং নাসৌ বদতি ললিতং বা ন চলতি।
নবাম্ভোদঃ কস্মাদ্ ভবতু রসদঃ শারদ-নিশা-
পতি র্বা মুগ্ধাভূন্ মধুপতিমুদীক্ষ্য ব্রজবধূঃ॥ ৩৩॥
অনঙ্গস্য প্রাণাঃ কিমু হৃদয়মেতন্মধুপতে
র্মহালাবণ্যানামপি পরমবীজং বিজয়তে।
রসশ্রী র্বা সাক্ষান্মধুরমধুর-প্রেম-বিভবে-
ত্যতর্ক্যাং শ্রীরাধাং কমলনয়নাং তর্কয়তি সা॥ ৩৪॥

---

সা ব্রজবালা মধুপতিং ব্রজনবমধুকরম্ উদীক্ষ্য দূরতো দৃষ্ট্বা মুগ্ধা অভূৎ বিতর্কয়ামাস চ। অয়ে! অয়ং পরিদৃশ্যমানঃ কঃ? চন্দ্রঃ কিং, নহি নহি স চন্দ্রঃ ইহ বৃন্দাবন-ভূমৌ কথং ভবেৎ। কিং শ্যামলতরঃ নিবিড়-শ্যামবর্ণঃ তমালঃ? নহি নহি, অসৌ তমালঃ মনোহরং ন বদতি ন বা চলতি। নবজলধরঃ কস্মাদ্ভবতু? সতু বারিদঃ; অয়ম্ অকলঙ্ক-শারদীয়-রাকা-চন্দ্রো বা? ৩৩॥

মন্মথ-চক্রবর্ত্তিনঃ প্রাণাঃ কিম্? কিং মধুসূদনস্য হৃদয়ম্? মহালাবণ্য-সমূহানাং পরমোৎপত্তিস্থানং বিরাজতে কিং? প্রত্যক্ষীভূতা রসলক্ষ্মীর্বা? পরম-মধুরোজ্জ্বল-প্রেম-সম্পত্তিঃ কিম্? ইতি এবংপ্রকারাম্ অচিন্তনীয়াং পঙ্কজলোচনাং শ্রীরাধাং দৃষ্ট্বেতি শেষঃ তর্কয়তি বিচারয়ামাস॥ ৩৪॥

---

চিহ্ন, আবার কোনও অঙ্গে শ্রীরাধার নয়নস্থ অতি মনোহর কজ্জল চিহ্ন, অপর কোনও অঙ্গে পরম শোভাসম্পন্ন মণিবলয় প্রভৃতির চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন॥ ৩২॥

সেই পূর্ব্বোক্তা ব্রজ-নববালা ব্রজ-নবমধুকর শ্যামসুন্দরের দর্শনে বিমুগ্ধা হইয়া মনে মনে বিতর্ক করিতেছেন—ঐ যে দেখা যাইতেছে ও কে চন্দ্র কি? না না, চন্দ্র হইলে বৃন্দাবন ভূমিতে কেন বিচরণ করিবেন, তবে কি নিবিড় শ্যামলবর্ণ তমাল? না না, তমাল ত মনোহর বলেও না অথবা ইতস্ততঃ চলেও না, তবে কি এ নবজলধর? তাহাইবা কি করিয়া সম্ভব হয়? মেঘ ত সর্ব্বদা বারিবর্ষণ-কারী। তবে এ শারদীয় অকলঙ্ক পূর্ণ চন্দ্র কি?॥ ৩৩॥

বাক্যমনের অগোচর, পঙ্কজনয়না শ্রীরাধাকে দর্শন করতঃ তিনি পুনরায়

দ্বিধাভূতমিব প্রাণসাররত্নং বহিঃ স্থিতং।
কিশোর-মিথুনং দৃষ্ট্বা সা মগ্না প্রেমসাগরে ॥ ৩৫ ॥
মহাপ্রীতিরসানন্দ-গলদ্বাষ্প-বিলোচনা।
গিরা গদ্গদয়া প্রাহ বন্দমানা নিজেশ্বরীম্ ॥ ৩৬ ॥

রামকিরীরাগেণ গীয়তে।

শিক্ষয় মামনুপম-নিজকল্পিত-সঙ্গীতক-বহুভঙ্গীং।
হরিমুপগায়য় যথা ভবতীমহমীক্ষে ঘনপুলকাঙ্গীম্ ॥ ক ॥
বন্দে ভবতীমতুলরসরাশিং
বৃন্দারণ্য-নিকুঞ্জ-বিলাসিনি!
কুরু মাং নিজপদ-দাসীম্ ॥ ধ্রু ॥

---

প্রাণানাং সারস্থ রত্নস্বরূপম্ অতিনিগূঢ়ং বস্তু দ্বিধাভূতমিব সৎ বহিঃ স্থিতং বৃন্দাবন-ভূমৌ-বিলাসপরং নবকিশোরযুগলং দৃষ্ট্বা সা নব সখী প্রেমসাগরে নিমগ্না অভূদিতি শেষঃ ॥ ৩৫ ॥

মহাপ্রেমরসানন্দেন বিগলদশ্রুনয়না সা সখী নিজগুরুরূপাং সখীং বন্দমানা সতী প্রেম-গদ্গদয়া বাচা বক্ষ্যমাণং বাক্যং প্রাহ শ্রীরাধিকাম্ ইতি শেষঃ ॥ ৩৬ ॥

হে কৃষ্ণপ্রাণ প্রিয়তমে! অতুলনীয় রসানাং রাশিঃ সমূহো যত্র তাদৃশীং ভবতীং বন্দে প্রণমামি। অত্যুত্তমাং নিজান্তরভাবসম্বলিত-কল্পনাপ্রসূতাং সঙ্গীতবস্তু

---

বিচার করিতেছেন—ইনি কি মন্মথ-চক্রবর্ত্তীর প্রাণ-স্বরূপা? কিম্বা মধুসূদনের হৃদয়-সর্ব্বস্ব? অথবা মহালাবণ্য-সমূহের বীজস্বরূপা? কিম্বা মূর্ত্তিমতী রসলক্ষ্মী? অথবা পরম মধুর উজ্জ্বল প্রেমসম্পত্তি শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩৪ ॥

দ্বিধা বিভক্ত হইয়াই যেন বাহিরে বিরাজিত কোটী কোটী প্রাণের সাররত্ন-স্বরূপ রসময় নব কিশোর-যুগলকে দর্শন করিয়া সেই নবসখী একেবারে প্রেমসাগরে ডুবিয়া গেলেন ॥ ৩৫ ॥

ক্ষণকাল পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হওতঃ মহাপ্রেমরসানন্দে গলদশ্রুনয়না সেই নবসখী নিজগুরুরূপা সখীর শ্রীচরণযুগল বন্দনা করিয়া প্রেম গদ্গদ বাক্যে প্রার্থনা করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

কারয় নিজনাগরচরণদ্বয়পরিচরণং সুখসারং।
পরিচারয় হরিণাক্ষি নবং নবমভিনবকুঞ্জমুদারম্॥ খ॥
বিরচিতকুসুমশয়নমনুকারয় মধুরমুখেন নিদেশং।
সম্বাহয় ললিতাঙ্গি ময়া নিজপদমববন্ধয় কেশম্॥ গ॥
নবতাম্বূলসুচর্ব্বিতমভিমতমাননচন্দ্রবিগীর্ণং।
সৃক্কণিগলিতমহং স্পৃহয়ে তব কৃপয়া কিমপি বিতীর্ণম্॥ ঘ॥
তব প্রিয়শ্যামকিশোর-রসোৎসবমনিশমনন্তমপারং।
অনুভবিতাস্মি ভবৎপদপঙ্কজ-কিঙ্করিকৈ রসসারম্॥ ঙ॥
মম কলয়াত্ম-চরণ-মহিমোদিত-বহুচতুরায়িতরীতিং।
মেলয়িতাস্মি কদা নিশি বা হরিণা ভবতীং গতভীতিম্॥ চ॥
অয়ি নবরসিকযুবতিকুলমণ্ডন-পদনখচন্দ্রবিলাসে।
আর্ত্তজনে ময়ি ন হি বিমুখীভব নিজপদদাস্যধৃতাশে॥ ছ॥
ইতি বৃষভানুসুতাচরণাম্বুজ-নিপতিতবরতনুগীতং।
তদ্রসলুব্ধসরস্বতি-বর্ণিত-মতিসুখদং শ্রুতিপীতম্॥ [illegible]॥

---

বহুবিধভঙ্গিং প্রকারং মাং শিক্ষয় উপদিশ শ্রীগুরুরূপায়াঃ সখ্যাঃ শ্রীরাধাসখীনাঞ্চাদেশাদ্ রাধাদাস্যাঙ্গীকারত্বাৎ স্বাতন্ত্র্যাদোষো নেতি মন্তব্যম্। হরিং শ্রীকৃষ্ণগুণমিতি যাবৎ উপগায়য় চ যথা ভবতীং নিবিড়পুলক-পূরিত-সর্ব্বাঙ্গীং পরমানন্দেনেতি যাবৎ অহম্ ঈক্ষে পশ্যামি। ক।

হে বৃন্দাবন-নিভৃতনিকুঞ্জবিহারিণি মাং নিজচরণদাসীং কুরু।

অতিশয়-সুখানাং সারং পরমানন্দময়মিত্যর্থঃ তব নিজং প্রাণবল্লভস্য অতি-কোমল চরণযুগলস্য পরিচরণং সেবনং কারয়। হে মৃগনয়নে! উদারম্ অতি প্রশস্তম্ অভিনব-কুঞ্জং নবনবায়মানং নিভৃতনিকুঞ্জং নবং নবং যথা স্যাৎ তথা পরিচারয়। নবনব-ভাবেন কুঞ্জস্য সংস্কারং কারয়েত্যর্থঃ। খ।

বিরচিত-কুসুম-শয়নং সখীভিরিতি শেষঃ। অনু লক্ষ্যীকৃত্য পরিপাট্যা পুনঃ সংস্কারবিষয়ে নিজ-শ্রীমুখেন নিদেশং আজ্ঞাং কারয়েতি স্বার্থে ণিচ্। হে মধুরাঙ্গি! ময়া নিজচরণদ্বন্দ্বং পরিচারয়। কেশপাশম্ অববন্ধয়। গ।

নিজাভিলষিতং মুখচন্দ্রাৎ নাগরেন্দ্রচন্দ্রস্যেতি যাবৎ উদ্গীর্ণং নব-তাম্বূল-সুচর্ব্বিতম্ অধরামৃতসংপৃক্ত-চর্ব্বিত-তাম্বূলমিত্যর্থঃ তব অধরপ্রান্তাভ্যাং বিগলিতং সৎ কৃপয়া অনির্ব্বচনীয়ভাবেন দত্ত অহং স্পৃহয়ে অভিলষামি। ঘ।

অনন্তম্ অপারং পারাবার-রহিতমিত্যর্থঃ রসানাং বিনির্য্যাসো যত্র তথাভূতং তবপ্রাণকোটি-সর্ব্বস্ব-শ্যামকিশোরস্য পরিপূর্ণ-সম্ভোগ-রস-প্রাচুর্য্যং তব প্রিয়-নর্ম্ম-সহচরীভিঃ সহ নিরন্তরম্ অনুভবিতাস্মি। ঙ।

নিজচরণমহিম্নোত্থিত-সুবহুল-চাতুর্য্য-প্রকারং মামুপদিশ। কদা বা রাত্রৌ নির্ভয়াং গুরুজনাদিভ্য ইতি যাবৎ। ভবতীং হরিণা সহ সঙ্গময়িতাস্মি। চ।

নব-নব-কৃষ্ণপ্রেয়সীকুলানাং ভূষণস্বরূপো চরণনখরচন্দ্রস্য প্রকাশো যস্যাঃ অয়ি তথাভূতে! তব নিজচরণযুগস্য দাস্যাভিলাষিণ্যাম্ অতিকাতরায়াং ময়ি নহি বিমুখী ভব॥ ছ॥

ইত্থম্ভূতং শ্রীরাধায়াঃ চরণ-কমলয়োঃ নিপতিতায়াঃ বরতন্বাঃ পরিগীতং যুগলবিলাস-রস-রহস্য-লোভিনা সরস্বতি-পাদেন বর্ণিতম্ অতিসুখদং শ্রবণাঞ্জলিভিঃ পীতং ভবতু রসিকৈরিতি শেষঃ। জ।

---

হে কৃষ্ণ-প্রাণপ্রিয়তমে রাধে! অতি অতুলনীয় রসসাগররূপা আপনাকে বন্দনা করি। হে বৃন্দাবন-নিভৃত-নিকুঞ্জ-বিহারিণী! আমাকে আপনার নিজ-চরণের দাসী করুন। নিজ বিরচিত এবং অন্তরের ভাবযুক্ত অতি উত্তম সঙ্গীতের বহুবিধ ভঙ্গি আমাকে কৃপা করিয়া শিক্ষা দিন [শ্রীগুরুরূপা সখী ও শ্রীরাধাসখীগণের আদেশক্রমে শ্রীরাধাদাস্য অঙ্গীকার হইয়াছে বলিয়া এস্থলে স্বাতন্ত্র্য দোষ নাই] এরূপভাবে কৃষ্ণগুণগান উপদেশ করুন, যাহাতে পরমানন্দভরে আপনার সর্ব্বাঙ্গ ঘনপুলকে পরিব্যাপ্ত হইবে, ইহা দর্শন করিয়া আমি পরমানন্দিতা হইব। আমার দ্বারা পরম সুখময় আপনার প্রাণবল্লভের সুকোমল চরণযুগলের পরিচর্য্যা করাইয়া নিন।

হে মৃগনয়নে! অতিশয় প্রশস্ত অভিনব নিভৃত নিকুঞ্জ আমার দ্বারা নবনবভাবে পরিচর্য্যা করাইয়া লউন। সখীদিগের কর্ত্তৃক বিরচিত কুসুম-শয্যা লক্ষ্য করিয়া পরিপাটির সহিত পুনর্ব্বার সংস্কারের জন্য নিজ শ্রীমুখে আদেশ করুন। হে মনোহরাঙ্গি! আমার দ্বারা নিজ শ্রীচরণ সম্বাহন করান এবং নিজ কেশ বন্ধনের আদেশ করুন। হে করুণাময়ি! আপনার নিজের অভিলষিত রসময় নাগরেন্দ্র-চন্দ্রের মুখোদ্গীর্ণ চর্ব্বিত তাম্বূলরস আপনার সৃক্কণি অর্থাৎ অধরোষ্ঠ-প্রান্ত হইতে বিগলিত হইলে তাহার একবিন্দু আমি প্রার্থনা করি। অপার-অনন্ত-পারাবার-রহিত রস-নির্য্যাস

অতিরসমদবৃন্দারণ্যচন্দ্রেণ শশ্বৎ
পুলকিতভুজদণ্ডেনাঙ্কমারোপ্যমাণে।
অয়ি নবসুকুমারস্ফারলাবণ্যমূর্ত্তে!
রসময়ি ময়ি রাধে স্নিগ্ধদৃষ্টিং বিধেহি ॥ ৩৭ ॥

হে মধুর-রসমত্তেন শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রেণ মুহুর্মুহুঃ পুলকাঞ্চিত-বাহু-দণ্ডেন ক্রোড়ীকৃতে অয়ি অভিনব-ব্রজনবযুবরাজস্য প্রচুরতর-লাবণ্যানাং মূর্ত্তিমদ্বিগ্রহে রসময়ি রাধে। অতি দীনায়াং ময়ি কারুণ্যপূর্ণ-দৃষ্টিপাতং কুরু অতিনর্মরহস্যসেবাপরামঞ্জরীরূপেণ নর্মসেবায়াং নিয়োজয়েতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৩৭ ॥

আপনার প্রাণকোটি-সর্ব্বস্ব শ্যামনবকিশোরের পরিপূর্ণতম সম্ভোগরস-প্রাচুর্য্য আপনার পাদপদ্মের দাসী প্রিয় নর্ম্মসহচরীগণের সহিত আমি নিরন্তর আস্বাদন করিতে পারি—এই কৃপা করুন। হে দেবী! নিজ শ্রীচরণ-মহিমা হইতে উত্থিত অর্থাৎ নিজ অভিসারাদি বিষয়ে যে সমস্ত চাতুর্য্য প্রকার সেই সমস্ত দয়া করিয়া আমাকে শিক্ষা দিন। হে লীলাময়ি! নিশিযোগে নবঅনুরাগের বলে গুরুজন হইতে নির্ভীকভাবে আপনাকে সঙ্গে লইয়া কবে আমি শ্রীকৃষ্ণসহ সঙ্গম করাইব। হে স্বামিনি! নবনব রসিকযুবতীগণ আপনার শ্রীচরণ-নখচন্দ্রের জ্যোৎস্নাকেও নিজেদের ভূষণ-স্বরূপ মনে করে, এ হেন মহিমাময়ী আপনি; আপনার নিজপদদাসীত্বই একমাত্র প্রার্থনাকারিণীর অতিশয় কাতরা আমার প্রতি বিমুখী হইবেন না। শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাস রস-রহস্য-লোভী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী-বিরচিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর চরণতলে নিপতিত সেই ব্রজসুন্দরী নবসখী-কর্ত্তৃক পরিগীত অতি সুখপ্রদ এই গানটী রসিকভক্তগণ শ্রবণপুটে পান করুন।

হে রাধে! মধুরবিলাস-মদোন্মত্ত বৃন্দাবনচন্দ্র পুলক-পরিব্যাপ্ত ভুজ-দণ্ডের দ্বারা যখন আপনাকে পুনঃপুনঃ ক্রোড়ে ধারণ করিবেন অর্থাৎ দৃঢ় আলিঙ্গন করিবেন, নবযুবরাজের প্রচুরতর লাবণ্যচ্ছটায় অতি উজ্জ্বল আপনার মূর্ত্তিখানি আরও পরমোজ্জ্বল হইবে, হে তথাভূত পরম-রসময়ি, সেই সময় আমার প্রতি একটু স্নেহবিগলিত দৃষ্টিপাত করুন অর্থাৎ তাৎকালীন সেবাসুখ-সংপ্রদানে আমাকে চরিতার্থ করুন ॥ ৩৭ ॥

অথ সহজবিবৃদ্ধস্নেহবাষ্পাকুলাক্ষ্যা
ললিত ললিতমূর্ত্ত্যা রাধয়ালিঙ্গিতাঙ্গী।
নিজরমণপদাব্জং বন্দয়ন্তী তয়ৈব
প্রলয়-কল-পদং সা প্রাহ গোবিন্দচন্দ্রম্ ॥ ৩৮ ॥

## সৌরাষ্ট্রী পাহাড়িরাগেণ গীয়তে।

বৃন্দারণ্য-পুরন্দর সুন্দর-কুন্দকলি-দ্বিজবৃন্দ।
মন্দ-হসিত ভুবনৈক-মনোহর বদন-বিকসদরবিন্দ ॥ ক ॥
মাধব রসময় পরমানন্দ।
নিজ-দয়িতা-পদদাস্যরসে মামভিষেচয় সুখকন্দ ॥ ধ্রু ॥

---

অথানন্তরং স্বভাবতঃ এব স্নেহার্দ্রলোচনয়া পরমমনোহররূপিণ্যা রাধয়া পরিরম্ভিতা, তয়া রাধয়ৈব নিজরমণ-চরণ-কমলং বন্দয়ন্তী বন্দ্যমানা সা নবসখী প্রীতি-পূরিতা-ব্যক্ত-মধুরবাক্যেন সর্ব্বেন্দ্রিয়াহ্লাদকরং কৃষ্ণং জগৌ ॥ ৩৮ ॥

হে বৃন্দাবন-নব যুবরাজ! হে পরম-সুন্দর! কুন্দকলিকাবৎ শুভ্রা দন্ত-পঙক্তি র্যস্য হে তথাভূত! হে মৃদুস্মিত! হে ত্রিভুবনমন-মোহন! হে বদনমেব প্রস্ফুটৎ কমলং যস্য!

---

স্বভাবতই যাঁহার স্নেহার্দ্র হৃদয় সেই করুণাময়ী শ্রীরাধা সেই নবদাসীর এইরূপ কাতরপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করতঃ অতিশয় স্নেহেবিগলিতাশ্রু ঢরঢর মূর্ত্তিতে উহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং নিজ প্রাণবল্লভকে বন্দনা করাইলেন; তিনি প্রেমগদ্গদ কণ্ঠে সর্ব্বেন্দ্রিয়াহ্লাদকারী গোবিন্দকে লক্ষ্য করিয়া গাহিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

হে বৃন্দাবন-যুবরাজ! হে পরম সুন্দরবর! হে কুন্দকোরকবৎ শুভ্র দশন-ধারিন! হে মন্দ-মধুরহসিত! হে ত্রিভুবন-মনোমোহন!- হে বিকশিত কমলবদন! হে মাধব হে রসময়! হে পরমানন্দঘন! হে সুখনিদান! কি আর বলিব, আপনি আমাদের স্বামিনী শ্রীরাধার বদনকমলোত্থ-মকরন্দ-রসোন্মত্ত ভ্রমরবর, প্রতিক্ষণে আপনার হৃদয়ে উদ্বেলিত মধুর রস-সাগরোদ্ভূত তরঙ্গমালা খেলা করিতেছে; শ্রীরাধার উন্নত-পয়োধররূপ গিরিযুগলে নিরন্তর আপনার চিত্তবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে। শ্রীরাধার অতি সুকোমল

রাধাবদন-সরোরুহ-সম্ভৃত-সীধুরসোন্মদভৃঙ্গ।
প্রতিপদমুচ্ছলিতাতিরসার্ণব-সমুদিত-কেলিতরঙ্গ ॥ খ ॥
রাধাপীনপয়োধরগিরিবরযুগ্মনিয়ন্ত্রিতচিত্ত।
প্রতিমৃদুবাক্যভরোদিতদুর্দ্ধর-মদনমহামদমত্ত ॥ গ ॥
রাধা-কেলিকুরঙ্গতদুজ্জ্বলগুণজালক-কৃতবন্ধ।
ইন্দিরয়াপি সুদুর্লভ-লোভন-পদ-মকরন্দ-সুগন্ধ ॥ ঘ ॥
রাধাপ্রাণসখীগণ-সৌহৃদ-মুদিত-মনোহর-বেশ।
তন্মুখ-মোহনচন্দ্রবিলোকনকৌতুকনিকৃতনিমেষ ॥ ঙ ॥
রাধাজীবনভূষণ-বৈভব-তনুধনবান্ধব-মিত্র।
নিরবধি রতিরণখেলন-রঞ্জিত-বহুবিধ-চিহ্নসুচিত্র ॥ চ ॥
রাধা-মান-গরল-পরিখণ্ডন-বেণুরবামৃতকণ্ঠ।
রাধা-মহতীললিতগীত-শ্রুতিপ্রেম-বিকুণ্ঠিতকণ্ঠ ॥ ছ ॥
অয়ি কুতুকেন সরস্বতি-বিরচিত-গীতমিদং বুধবৃন্দ।
শ্রুতিচসকেন নিপীয় মহাসুখমিহ নু চিরাদনুবিন্দ ॥ জ ॥

---

হে পরম-শোভাময়! হে রসময়! হে আনন্দঘন! হে সুখনিদান! তব নিজপ্রিয়তমায়াঃ শ্রীচরণকমলয়োঃ কৈঙ্কর্য্যরসে মাং নিমজ্জয়। হে রাধায়াঃ মুখসরোজ-সমুদ্ভূত-সুধারসেন উন্মত্ত ভ্রমর! হে প্রতিক্ষণম্ উদ্বেলিতাৎ মধুর-রস-সাগরাৎ সমুত্থিতাঃ বিলাস-তরঙ্গাঃ যস্য। খ।

হে রাধায়া উন্নত-স্তনরূপ-গিরিবরযুগলে সংসক্তং চিত্তং যস্য! হে রাধায়াঃ প্রতি-কোমল-বচন-প্রভাবেণ উত্থিতস্য দুর্দ্দম্য-মন্মথস্য মত্তাতিশয্যেন উন্মত্ত। গ।

হে রাধাক্রীড়ামৃগ! হে তস্যাঃ শৃঙ্গার-রস-গুণ-জালকৈঃ কৃতং বন্ধনং যস্য। হে লক্ষ্ম্যাপি পরমদুর্লভঃ শোভনীয়শ্চ চরণকমলমধুনঃ সৌরভো যস্য। ঘ।

হে রাধায়াঃ প্রাণসখীগণানাং সৌহার্দ্দেন পরমানন্দিত! হে নবনটবর! হে রাধায়াঃ মুখমেব মনোহরঃ চন্দ্রস্তস্য দর্শনানন্দেন অনিমিষলোচন। ঙ।

হে রাধায়া এব, রাধেব বা জীবনং ভূষণং সম্পত্তিঃ শরীরঃ অর্থঃ আত্মীয়ঃ সুহৃচ্চ! এতেন সর্ব্বথা রাধায়াঃ কৃষ্ণময়ত্বং কৃষ্ণস্য চ রাধাময়ত্বং ধ্বনিতম্। হে নিরন্তরং সুরত সংগ্রাম-ক্রীড়ানুরাগেণ যানি বহুবিধ-চিহ্নানি তৈ বিচিত্রিতঃ। চ।

হে রাধায়াঃ মানরূপ-বিষখণ্ডনকারিণী বংশীনিনাদ-সুধা কণ্ঠে যস্য! হে রাধায়াঃ মহত্যা বীণায়াঃ যৎ মনোহরং সঙ্গীতং তস্য শ্রবণেন সঞ্জাতপ্রেম্না গদ্গদঃ কণ্ঠো যস্য। ছ।

জয় জয় সুখধাম শ্যামকৈশোরলীলা
মধুরমধুরভঙ্গী-হ্রেপিতানন্তকাম।
শরদমৃতময়ূখজ্জ্যোতিরানন্দরশ্মি-
স্মিতমুখ মম দেহি স্বপ্রিয়াজ্ঘ্রজদাস্যম্॥ ৩৯॥

---

অয়ি রসিকবৃন্দ! ইদং সরস্বতিপাদবিরচিতং সঙ্গীতং পরমানন্দভরাৎ কর্ণ-পুটাঞ্জলিনা নিরন্তরং পীত্বা ইহ সংসারে সুচিরং মহানন্দং লভস্ব॥ জ॥

হে সুখময় শ্যাম জয়যুক্তো ভব, নবকিশোরলীলানাং মধুরেভ্যোপি সুমধুর-ভঙ্গিভিঃ পরিলজ্জিতাঃ কোটিকামা যেন! শরচ্চন্দ্রস্য কান্তিভ্যোঽপি আনন্দ-দায়কং লাবণ্যং যস্য! হে হসিতবদন! নিজপ্রিয়ায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ চরণকমলদাস্যং মহ্যং সমর্পয়॥ ৩৯॥

---

রসময় এক একটি বচনভরে উদগত দুর্জ্জয় মহামদনমদে আপনি উন্মত্ত চিত্ত। হে রাধা-ক্রীড়ামৃগ! হে শ্রীরাধার শৃঙ্গার-রস গুণজাল দ্বারা আবদ্ধ-হৃদয়! হে লক্ষ্মী প্রভৃতির সুদুর্ল্লভ এবং পরম লোভনীয় শ্রীরাধার চরণ-কমল মধুদ্বারা সৌরভান্বিত! হে শ্রীরাধার প্রিয় সহচরীগণের সৌহার্দ্দে পরমানন্দিতচিত্ত! হে নবনটবর! হে শ্রীরাধার বদনরূপ মনোহর চন্দ্র-দর্শনানন্দে অনিমেষ-লোচন! হে শ্রীরাধার প্রাণ, ভূষণ, বৈভব, দেহ, অর্থ, আত্মীয়, সুহৃদ স্বরূপ! অথবা শ্রীরাধাই আপনার প্রাণ, ভূষণ, বৈভব, দেহ, অর্থ, আত্মীয়, সুহৃদ, হে তথাভূত! হে নিরন্তর রতিরণক্রীড়াদ্বারা জাত বহুবিধ চিহ্নে চিত্রিতদেহ; হে রাধার মান-রূপ বিষখণ্ডনকারি-বংশী-ধ্বনি-সুধাকণ্ঠ! হে শ্রীরাধার বীণার মনোহর সঙ্গীতশ্রবণো-সঞ্জাত-প্রেম গদ্গদকণ্ঠ! আপনার প্রাণকোটি-প্রিয়তমা শ্রীরাধার শ্রীচরণ-যুগলের দাস্যরস-সাগরে আমাকে ডুবাইয়া দিন।

হে রসিক ভক্তবৃন্দ! সরস্বতীপাদ-বিরচিত এই সঙ্গীতরূপ অমৃত কর্ণাঞ্জলি-পুটের দ্বারা পান করিয়া এ জগতে চিরকাল পরমানন্দ লাভ করুন।

হে পরমসুখময় শ্যামসুন্দর! আপনার জয় হউক, জয় হউক। আপনার মধুর হইতেও সুমধুর নব কৈশোর লীলা-বিলাস-ভঙ্গিদ্বারা কোটি

মহারসৈকাম্বুধি-রাধিকায়াঃ
ক্রীড়াকুরঙ্গ ! স্মরবিহ্বলাঙ্গ।
আনন্দমূর্ত্তে নিজবল্লভায়াঃ
পাদারবিন্দে কুরু কিঙ্করীং মাম্ ॥ ৪০ ॥

অথ শ্রীগোবিন্দে বিকসদরবিন্দেক্ষণলসৎ
কৃপাদৃষ্ট্যাঃ পূর্ণ-প্রণয়রস-বৃষ্ট্যা স্নপয়তি।
স্থিতা নিত্যং পার্শ্বে বিবিধ-পরিচর্য্যৈকচতুরা
ন কেষাঞ্চিদ্দৃশ্যং রসিকমিথুনং সাশ্রিতবতী ॥ ৪১ ॥

---

হে মহাসম্ভোগরসরত্নাকরায়াঃ শ্রীরাধিকায়াঃ কেলিমৃগ! হে কামবিবশাঙ্গ! হে পরমানন্দ-স্বরূপ! নিজ-প্রিয়তমায়াঃ শ্রীচরণকমলে মাং দাসীং কুরু ॥ ৪০ ॥

অথানন্তরং প্রিয়া রাধিকয়া সহ গোবিন্দে সর্ব্বেন্দ্রিয়াহ্লাদকরে শ্যামসুন্দরে প্রস্ফুটৎ কমললোচনয়োঃ মধুরকৃপাদৃষ্টিতঃ পূর্ণানুরাগ-রসরাশিবর্ষণেন তাম্ অভিষেচয়তি সতি নিরবধি পার্শ্বে স্থিতা বহুবিধসেবৈকনিপুণা সা রসান্তরনিষ্ঠ-ব্রজপরিকরাণাং কেষাঞ্চিদপ্যগোচরীভূতং নবরসিক দ্বন্দ্বম্ আশ্রয়ামাস ॥ ৪১ ॥

---

কোটি কাম পরাজিত হইয়া থাকে। হে শারদীয় পূর্ণচন্দ্রকান্তি হইতেও উজ্জ্বল-লাবণ্যশালিন্! হে স্মিতমুখ! আমাকে নিজ প্রাণপ্রিয়া শ্রীরাধার চরণ-কমলের দাস্য প্রদান করুন!। ৩৯ ॥

হে মহাসম্ভোগ-রসরত্নাকর-স্বরূপা শ্রীরাধার ক্রীড়া-কুরঙ্গ! হে কাম-বিবশাঙ্গ! হে পরমানন্দ-বিগ্রহ! আমাকে আপনার প্রাণপ্রিয়া শ্রীরাধার চরণ-কমলের দাসী করুন ॥ ৪০ ॥

অনন্তর শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রফুল্ল কমল-নয়নের কৃপামৃত দৃষ্টি হইতে পূর্ণ প্রণয়রূপ-রস-বর্ষা দ্বারা সেই নব সখীকে অভিষিক্ত করিলেন। তখন যুগলকিশোরের কৃপায় নানাবিধ সেবায় সুচতুরা অর্থাৎ পরম-নিপুণা নিরন্তর উহাদের পার্শ্বে থাকিয়া রসান্তর-নিষ্ঠ কৃষ্ণ-পরিকরদিগেরও অগোচরীভূত পরমরহস্য লীলাবিলাস-পরায়ণ সেই রসিকযুগলকে আশ্রয় করিলেন, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে যুগলকিশোরের আশ্রিতা হইয়া উঁহাদের রহস্য-সেবাদি করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

রাধায়াঃ কুচমণ্ডলে কুবলয়শ্যামং স্বকীয়ং বপুঃ
সংক্রান্তং সমবেক্ষ্য নীলবসনভ্রান্ত্যা করেণ ক্ষিপন্।
মা যত্নং কুরু নো নিরংশুকয়িতুং শক্যাবুরোজৌ মমে-
ত্যামোদস্মিতয়া তয়া বিহসিতো মুগ্ধো হরিঃ পাতু বঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে রাধাদাস্যমহোৎসবো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

---

শ্রীরাধায়াঃ স্তনমণ্ডলোপরি নীলকমলবৎ শ্যামলং নিজং দেহং প্রতিবিম্বিতং নিরীক্ষ্য নীলবস্ত্র-ভ্রমাৎ হস্তেন দূরীকুর্ব্বন্ রাধয়া প্রোক্তঃ হে কুতুকিন্! মৃষা প্রয়াসং মা কুরু; মম কুচৌ নগ্নীকর্ত্তুম্ ন শক্যৌ, ইথম্ আনন্দেন মৃদু হসিতয়া তয়া পরিহসিতো বিমুগ্ধো হরি র্যুষ্মান্ পাতু। লীলাবিলাসাদি-দর্শনেন সুখয়তু ॥ ৪২ ॥

---

কোনও সময় যুগল কিশোরের উদ্দাম বিলাস-ভরে বসন ভূষণ স্রস্ত বিস্রস্ত হইলে সুতরাং শ্রীরাধিকার উন্মুক্ত বক্ষোজ-যুগলে নিপতিত নীল-কমলবৎ নিজ শ্যামল বপু দর্শনে স্পর্শ-সুখের ব্যাঘাতকারী নীল বসন ভ্রমে দুইটী করের দ্বারা উহাকে দূর করিতে যত্নবান হইলে মৃদু মধুর হাসিতে হাসিতে শ্রীরাধা বলিলেন, "হে রসিক-চূড়ামণি! বৃথা কেন যত্ন করিতেছ? ঐরূপ নীলবসনাবৃত আমার স্তনযুগলকে তুমি কখনও নিরংশুক অর্থাৎ বসনহীন করিতে পারিবে না।" এইরূপ পরিহাস-রসের দ্বারা বিমুগ্ধ কৃষ্ণ নানা বিলাস রসকৌতুক-দর্শন-দানে তোমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন ॥ ৪২ ॥

---

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

# শ্রীশ্রীসঙ্গীত-মাধবম্ ।

## চতুর্থঃ সর্গঃ ।

## শ্রীরাধাগোবিন্দমিথোদর্শনোৎসবঃ ।
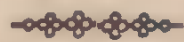
সৈবং সার্বদিকানবদ্য-সহজ-প্রোল্লাসি-কৈশোরকে
কৌমারাবধি রাধিকা-মধুপতি-স্বচ্ছন্দ-বিক্রীড়নে ।
সান্দ্রানন্দরসে সমাপ্লুতবতী বৃন্দাবনান্তস্তয়ো-
র্দিব্যং দর্শয়তো র্বহি র্নববয়ো মগ্না তয়োরুৎসবে ॥ ৪৩ ॥

---

সা নবসখী এবমিত্থং শ্রীবৃন্দাবনমধ্যে তয়োঃ সার্ব্বদিকে নিত্যমনবদ্য-সহজপ্রোল্লাসি-কৈশোরকে নির্ম্মলস্বাভাবিক-প্রচুরতরানন্দময়নবকৈশোরময়ে আকুমারং রাধামাধবয়ো র্যথেচ্ছ-বিহারাদি-সম্বলিতে নিবিড়ানন্দরসে সম্যক্ নিমজ্জিতা সতী বহিঃ রসান্তর-নিষ্ঠানাং সম্বন্ধে ক্রীড়াশীলং নববয়ঃসন্ধি-প্রভৃতিকং দর্শয়তোঃ যুগলকিশোরয়োঃ উৎসবে মগ্না আসীৎ। এতেন শ্রীবৃন্দাবনবিহারিণোঃ শ্রীরাধামাধবয়ো র্নিত্যং কৈশোর-বয়সি এব অবস্থিতিঃ, তথা তদুচিতঃ লীলাবিহারাদিকমেব তত্ররসলুব্ধানাং সর্ব্বদা আস্বাদনীয়ং, দাস্য-বাৎসল্যাদি-রস-নিষ্ঠানাম্ অগোচরত্বাৎ তত্র বয়ঃসন্ধি স্তদুচিতলীলাবিলাসাদিকানামেব প্রাকট্যং ধ্বনিতম্ ॥ ৪৩ ॥

---

সেই নবসখী শ্রীবৃন্দাবনমধ্যে শ্রীরাধামাধবের আকুমার-প্রকাশিত সহজ নিত্যনিরবদ্য নির্ম্মল প্রচুরতর-আনন্দময় নবকৈশোরবয়সোচিত যথেচ্ছ বিহারাদির নিবিড় আনন্দরসে নিমজ্জিত থাকিয়া রসান্তর-নিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের জন্য বাহিরে প্রকাশিত বয়ঃসন্ধি-সম্বলিত যুগল-কিশোরের নানা বৈচিত্র্যময় উৎসবে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৪৩ ॥

কদাচিৎ শ্রীরাধা নবনববয়োরূপ-মধুরাদ্-
ভুতং শ্রীগোবিন্দং দিশি দিশি জনৈ র্বর্ণিত-গুণম্।
স্বভাবাদুদ্ভূত-প্রণয়রস-বৈক্লব্য-বলিতা
স্মরন্তী সোদ্বেগং রহসি নিজগাদ প্রিয়সখীম্॥ ৪৪ ॥

"শ্যামগুর্জ্জরীরাগেণ গীয়তে।"

শ্রুতি-কুহরে বিনিধাতুমতিস্পৃহমমৃতময়ং বহুচাটুকম্।
অতিকাতরমুখচন্দ্রমুদীক্ষিতুমপি চ দৃশা চিরমুৎসুকম্॥ ক ॥
সখি! শ্যামলে মম মানসম্॥
বলতি বলাদিব মদন-মদাকুল-মতিরসখেলনলালসম্ ॥ ধ্রু ॥

---

কস্মিংশ্চিৎ সময়ে শ্রীরাধিকা নবনববয়ঃ-সন্ধিজনিত-রূপমাধুর্য্যাদিভিরত্যপরূপং চতুর্দ্দিক্ষু জনসমূহৈঃ প্রশংসিতগুণাদিকং শ্রীগোবিন্দং স্মরন্তী গৌণ-সম্ভোগরূপেণ ধ্যায়ন্তীত্যর্থঃ। স্বভাব-জাতেন প্রণয়রসেন বিকলতা-পরিপূর্ণা অতঃ অতিশয়ং ব্যাকুলা সতী পরমোদ্বেগং যথা স্যাৎ তথা অতিনির্জ্জনে প্রিয়সহচরীং নিজগাদ প্রাহ। এতেন নির্হেতুক-প্রেমানুরাগবতোঃ অন্যাসাম্ সখীমঞ্জরীণামপি অজ্ঞাতরূপেণ নিত্যপ্রগাঢ়বিলাস-নিমগ্নয়োঃ রাধামাধবয়োঃ পরমোদ্দাম-বিহারাদিভিঃ আত্ম-চৈতন্যরাহিত্যাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিষু পরিলক্ষিত-বিলাস-চিহ্নাদিভিঃ সন্দিগ্ধমনসাং সখীনাং মনঃপ্রসাধনার্থং ছলাৎ বহিঃ প্রকটিত-বয়ঃসন্ধি-বশাদিব পূর্ব্বানুরাগবত্যাঃ শ্রীরাধিকায়া উক্তিরিতি ধ্বনিতম্ ॥৪৪ ॥

---

কোনও এক সময় চতুর্দ্দিকের লোকসকল যাঁহার অপরিসীম গুণগণ গান করিয়া থাকেন, এবং নব নব বয়ঃসন্ধিজনিত রূপ-রস-মাধুর্য্যাদি দ্বারা অতি অদ্ভুত শ্রীগোবিন্দকে স্মরণ করিতে করিতে স্বভাব-সঞ্জাত প্রণয়রসের বৈক্লব্যহেতু অতিশয় কাতরা শ্রীরাধা পরমোৎকণ্ঠাবশতঃ উদ্বেগের সহিত নির্জ্জনে প্রিয়সখীর নিকট বলিলেন। এই শ্লোকের দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তা এই প্রকাশ করিলেন—শ্রীবৃন্দাবনমধ্যে আকুমার উদ্ভাসিত-কৈশোর শ্রীরাধা-গোবিন্দের নির্হেতুক ও নিরপেক্ষ প্রেমানুরাগ-বশতঃ যথেচ্ছ বিহারাদি এবং পরমোদ্দাম-সম্ভোগজনিত চিহ্নাদি উভয়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে লক্ষিত হওয়ায় জাত-সন্দেহ পরিজনগণের সন্দেহ নিরসনের নিমিত্ত বয়ঃসন্ধি অর্থাৎ পৌগণ্ড ও কৈশোরের সম্মিশ্রণকালে তদুচিত বিহারাদি দেখাইয়া গৌণ সম্ভোগছলে পূর্ব্বরাগোচিত কপটভাব ইত্যাদি মন্তব্য ॥ ৪৪ ॥

অতিরস-মত্ততয়া গতসাধ্বসং কলিতাম্বর-চলদঞ্চলম্।
ভ্রূযুগলং পরিঘূর্ণ্য ভয়ং জনয়িতুমপি ধৃতরুচি চঞ্চলম্॥ খ॥
তমপি হসন্তমথো কুচ-কঞ্চুক-পাটনকৃত-বহুসম্ভ্রমম্।
অতিতর্জনমনু তাড়য়িতুং করবারিরুহেণ সসম্ভ্রমম্॥ গ॥
প্রহর শতং বচনেন তথাপি চ মুঞ্চতি হরিরিহ ন গ্রহম্।
ইতি বাদিনমনু হর্ষয়িতুং হসিতেন সমাকুলমন্বহম্॥ ঘ॥
নিজরুচিরাংসযুগে মম পুলকিতমাদধতং ভুজমুজ্জ্বলম্।
মামধিরোপিতবন্তমুরঃস্থল উপগূহিতুমতিবিহ্বলম্॥ ঙ॥
মদধর-সীধু-সুধারস-সংস্বদনেন সমুন্মদচেতনম্।
মোদয়িতুং পরিকুঞ্চিতলোচন-সীৎকৃতিচয়কৃতচেতনম্॥ চ॥
বহুবিধ-সুরতকলাচতুর-প্রিয়পরিতোষক-নিজকৌশলম্।
দর্শয়িতুং পরিভাবন-তৎপরমথ মিলিতুং রসবিহ্বলম্॥ ছ॥
তদিতি সখীমনু রাধিকয়া পরিগীত-মনোরথপুঞ্জকম্।
মুদিতসরস্বতী-সরভস-ভাষিতমস্তু বিষয়রতিভঞ্জকম্॥ জ॥

---

হে সখি! মদন-মহাচক্রবর্ত্তিনো মদেন আকুলং মম মানসং বলাদিব মধুর-রস-জনিত-লীলা-বিলাস-লালসং সৎ শ্যামলে বলতি বর্দ্ধতে চপলায়তে ইতি যাবৎ॥ ধ্রু॥ শ্যামসুন্দরস্য অতিশয়-স্পৃহণীয়ং সুধাময়ং বহু বহু চাটুপরিপূর্ণং বচনমিতি যাবৎ শ্রবণপুটে স্থাপয়িতুং বহু উৎকণ্ঠিতম্ আস্তে ইতি শেষঃ। অতিশয়-কাতরতাপূর্ণং বদনচন্দ্রং নয়নেন পরিলক্ষিতুঞ্চ চিরমুৎসুকং ভবতি॥ ক॥

অতিরসেন উন্মত্ততয়া অতিশয়ং নির্লজ্জং যথা স্যাৎ তথা ধৃত-বসনস্য বিচলিতাঞ্চলো যেন তথাভূতং তং নাগরবরং ভ্রূযুগলং কুটিলীকৃত্যোত্যর্থঃ ভয়মুৎপাদয়িতুমপি ধৃতরুচি সাভিলাষম্ অতিচঞ্চলঞ্চ মানসম্॥ খ॥

পরিহসন্তং অথো মম কুচকঞ্চুলিকায়াঃ উৎপাটনার্থং কৃতো বহুসম্ভ্রমঃ আগ্রহো যেন তথাভূতং তং করপদ্মেন অতিশয়তর্জ্জনাৎ পশ্চাৎ তাড়য়িতুমপি ত্বরান্বিতং মানসম্॥ গ॥

হে রাধে! বচনেন কটুতরবাক্যেন শতং প্রহর, তথাপি চ অয়ং হরিঃ ইহ অস্মিন্ বিষয়ে গ্রহম্ আগ্রহং ন ত্যজতীতি বাদিনম্ আনন্দয়িতুম্ অনু পশ্চাৎ অন্বহং প্রতিক্ষণং হসিতেন সমাকুলং যুক্তম্॥ ঘ॥

নিজ-মনোহর-স্কন্ধযুগলে মম পুলকপরিব্যাপ্তম্ অত্যুজ্জ্বলং ভুজং সম্যক্প্রকারেণ দধতং তথা মাং নিজবক্ষঃস্থলে অধিরোপিতবন্তং তম্ উপগূহিতুম্ আলিঙ্গিতুং অতিবিহ্বলম্ অতিকাতরং মানসম্॥ ঙ॥

মমাধরামৃতরূপ-সুধারসস্য স্বংসদনেন সম্যক্ আস্বাদনেন সমুন্মদং চেতনং হৃদয়ং যস্য তং মোদয়িতুম্ আনন্দয়িতুং পরিকুঞ্চিত-লোচনং বিলাস-রসাতিশয্যেন ঈষন্নিমীলিতনেত্রং যথা স্যাৎ তথা সীৎকৃতিচর্য্যার্থং কৃতঃ চেতনঃ স্বভাবঃ আগ্রহঃ ইতি যাবৎ যস্য তং ॥ চ ॥

বহুবিধ-সুরতকলাচতুরস্য নানাবিধ-সঙ্গম-কৌশলবিদগ্ধস্য প্রিয়ং প্রীতিপ্রদং পরিতোষকং তৃপ্তিকরঞ্চ নিজকৌশলং নিজ-চাতুর্য্যং দর্শয়িতুং পরিভাবনতৎপরং বহুবিধ চিন্তামগ্নং তথা তং মিলিতুম্ দৃঢ়মালিঙ্গিতুং রসবিহ্বলং রসেন সংব্যাকুলং চ ॥ ছ ॥

ইতি এবম্প্রকারেণ সখীম্ অনু লক্ষ্যীকৃত্য শ্রীরাধিকয়া পরি সর্ব্বতোভাবেন গীতং মনোরথানাং পুঞ্জকং সমূহো যত্র। তং মুদিতং যথা স্যাৎ তথা সরস্বতিপাদস্য সরভসভাষিতং রহস্যপূর্ণ-বচনমিতরবিষয়াসক্তি-বিনাশকং যদ্বা বিষয়োচিতরসানাং পুরুষায়িতভাবানাং ভঞ্জকং গোপীভাবদম্ ইত্যর্থঃ অস্তু ভবতু ॥ জ ॥

---

হে সখি! চারিদিকে ব্রজ-যুবরাজ নন্দ-নন্দনের অপরিসীম রূপ, গুণ, লীলা, মাধুর্য্যের কথা শুনিয়া আমার মন একেবারে অধীর হইয়াছে; কুল, শীল, লজ্জা, ধৈর্য্য, গুরু-গৌরব প্রভৃতির বাধা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কি অবস্থা যে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা বলিবার ভাষা নাই। তুমি আমার মর্ম্মসখী, সুতরাং তোমাকে কিঞ্চিৎ বলি, শুনিয়া যাহা ভাল হয়, কর। কি বলিব সখি, মন্মথ-রাজচক্র-বর্ত্তীর মদে অন্ধ হইয়া আমার মনে শ্যামসুন্দরের মধুররস-জনিত লীলা-বিলাস-লালসা যেন বলপূর্ব্বক বৃদ্ধি পাইতেছে। অতিশয় স্পৃহণীয় শ্যাম-সুন্দরের সুধামাখা বহু বহু চাটুবাক্য শ্রবণের জন্য মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে। অতিশয় কাতরতা-পরিপূর্ণ মুখচন্দ্রখানি একবার নয়ন-চকোর দ্বারা পান করিবার জন্য অত্যন্ত পিপাসিত হইতেছে। আবার সময়ে সময়ে এই মনের মধ্যে এরূপ বাসনার উদয় হইতেছে যে অতিশয় নির্লজ্জ নাগর সম্ভোগরসে উন্মত্ত হইয়া আমার বসনাঞ্চল ধারণ করিলে বক্র ভ্রূযুগল ঘূর্ণন করিয়া উঁহার ভয় উৎপাদন করিবার অভিলাষে মন অত্যন্ত চঞ্চল হইতেছে, নানাবিধ পরিহাসের সহিত আমার কুচযুগলের কাঁচুলি উৎপাটনার্থ বহু বহু আগ্রহশীল তাঁহাকে করপদ্মদ্বারা তর্জ্জন এবং তাড়না করিবার জন্য ত্বরান্বিত হইতেছে। [আবার কত বাসনা] মদনমদোন্মত্ত হইয়া সে বলিবে "রাধে! তুমি শত শত কটুতর বাক্যের দ্বারা তর্জ্জন গর্জ্জন, এমন কি প্রহার কর, তথাপি এই হরি অর্থাৎ মনোমোহন তোমার সহিত মিলন-ক্রীড়া-কৌতুক-বিষয়ে কখনও আগ্রহ পরিত্যাগ করিবে না; নিশ্চয় জানিও।" এইরূপ বাক্য

প্রসূনচয়নচ্ছলাদথ সখীজনৈ র্নির্গতা
বিবেশ হরিমীক্ষিতুং মদনজীবনং কাননম্ ।
প্রিয়ং পরিবিচিন্বতী কিমপি পুষ্পকং চিন্বতী
চিরং চকিত-লোচনা তরুতলে চ বভ্রাম সা ॥ ৪৫ ॥
অথাপূর্ণং স্বর্ণচ্ছবিভিরভিবীক্ষ্যাখিলবনং
খগাদীনুন্মত্তানপি মধুপ-মালাঃ প্রচলিতাঃ ।
অথাকস্মাদাত্মন্যপি কিমপি জাতাকুলতয়া
হরি স্ত্যক্তা খেলাং চিরমকৃত তন্মূলমৃগয়াম্ ॥ ৪৬ ॥

---

অথানন্তরং সা রাধিকা পুষ্পাবচয়নচ্ছলাৎ নিজসহচরীবৃন্দৈঃ সহ গৃহান্নির্গতা সতী প্রাণবল্লভং মনঃপ্রাণহারিণং দ্রষ্টুং মদনজীবন-নামকং বনং বিবেশ, প্রিয়ং প্রাণনাথং সর্ব্বতোভাবেন অন্বিষ্যন্তী কিমপি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদিত্যর্থঃ পুষ্পকমপি চিন্বতী চিরং বহুক্ষণং চঞ্চলনয়না সতী প্রতিতরুতলে বভ্রাম ॥ ৪৫ ॥

---

শুনিয়া তাঁহাকে আনন্দিত করিবার জন্য আমার মন সর্ব্বদা হাস্যযুক্ত হইবে। আবার অতিমনোহর নিজস্কন্ধদেশে পুলকপরিব্যাপ্ত অতি উজ্জ্বল আমার ভুজদ্বয় ধারণ করতঃ নিজবক্ষঃস্থলে আমাকে স্থাপন করিবামাত্র তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইবে। অতিশয় উন্মাদকারী আমার অধর-সুধার আস্বাদনে উন্মত্তহৃদয় তাঁহাকে আরও আনন্দিত করিবার মানসে অতিরিক্ত বিলাসভরে নয়নযুগল ঈষৎ নিমীলিত এবং সীৎকার করিবার বাসনায় মন অতিশয় ব্যাকুল হইবে, বহু বহু সম্ভোগ-কলা-কৌশল-বিদগ্ধ রসিকেন্দ্র-চূড়ামণিকে সর্ব্বজনপ্রিয় ও অতিশয় তৃপ্তিকর নিজ-চাতুর্য্য প্রকাশ করিবার মানসে খুব চিন্তামগ্ন হইবে, এবং উঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অত্যন্ত রস-বিহ্বল হইবে। প্রিয় নর্ম্মসখীকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রকার নিজের মনোরথ-প্রকাশক পরমানন্দময় সরস্বতী-বিরচিত শ্রীরাধিকার এই গানটী সকলের ইতর রসের আসক্তি বিনাশ করুক অর্থাৎ গোপীভাব দান করুক।

অনন্তর শ্রীরাধিকা পুষ্প-চয়নের ছল করিয়া প্রিয় প্রাণবল্লভের দর্শন মানসে সহচরীগণের সহিত গৃহ হইতে নির্গত হইয়া মদন-জীবন নামক কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। বনে প্রবেশ করিয়া সখীদিগের প্রতীতির জন্য যৎসামান্য

ততো রূপলাবণ্যসীমাং কিশোরীং
সুদূরে সমালোক্য কাশ্মীরগৌরীম্।
স্খলদ্বর্হমৌলি র্গলৎপীতবাসাঃ
করভ্রষ্টবেণুঃ পপাতাপ্তমূর্চ্ছঃ॥ ৪৭॥
ততো মন্দস্পন্দং নবজলদবৃন্দং তনুরুচা
বিনিন্দন্তং ম্লায়দ্বদনমরবিন্দং বিদধতম্।
তথাভূতং সাপি প্রিয়মভি সমীক্ষ্যান্তিকগতা
করস্পর্শেনোন্মীলিতদৃশি তিরোধাৎ স্মিতমুখী॥ ৪৮॥

---

অথানন্তরং হরিঃ কৃষ্ণঃ অখিলং সমস্তং বনং স্বর্ণচ্ছবিভিঃ সুবর্ণকান্তিভিঃ আপূর্ণম্ পরিব্যাপ্তম্ অভিবীক্ষ্য পরিলক্ষ্য খগাদীন্ পশুপক্ষিপ্রভৃতীন্ উন্মত্তান্ অলিপ্রমুখানপি অতিচঞ্চলান্ দৃষ্ট্বা অকস্মাৎ হঠাদাত্মনি মনসিচ অনির্ব্বচনীয়ং যথা স্যাৎ তথা সঞ্জাতব্যাকুলতয়া খেলাং সখিভিঃ ক্রীড়াদিকং পরিত্যজ্য চিরং বহুক্ষণং তন্মূলমৃগয়াং চতুর্দ্দিক্ষু সুবর্ণকান্ত্যা মূলান্বেষণম্ অকৃত অকরোৎ॥ ৪৬॥

তদনন্তরং সুদূরবনে রূপলাবণ্যানাং পরাবধিং কুঙ্কুম-গৌরবর্ণাং নবকিশোরীম্ অভিবীক্ষ্য পরিস্খলৎপিঞ্ছশিরাঃ বিগলৎপীতাম্বরঃ করাভ্যাং পতিতবংশঃ স হরিঃ প্রাপ্তমূর্চ্ছঃ অবশাঙ্গঃ ইত্যর্থঃ সন্ ভূমৌ পপাত॥ ৪৭॥

---

ফুল তুলিতেছেন আর চকিত নয়নে প্রিয়তমকে অন্বেষণ করিতে করিতে বহুক্ষণ যাবৎ তরুতলে তলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন॥ ৪৫॥

এদিকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র খেলিতে খেলিতে অদূর বনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন চারিদিক সুবর্ণকান্তিতে আলোকিত, পশুপক্ষিগণ আনন্দোৎফুল্ল, ভ্রমরশ্রেণী অত্যন্ত চঞ্চলতার সহিত ফুলে ফুলে ভ্রমণ করিতেছে; দেখিয়া হঠাৎ নিজের মনের মধ্যে অনির্ব্বচনীয় এক ব্যাকুলতা জাত হওয়ায় সখীদিগের সহিত খেলাধূলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথা হইতে বনমধ্যে এরূপ নবভাবের উদয় হইল, ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন॥ ৪৬॥

এইরূপ ভাবে কিছুক্ষণ অন্বেষণ করিতে করিতে সুদূর বনে অপরিসীম রূপ-লাবণ্যের পরাবধি কুঙ্কুম-গৌরাঙ্গী সেই নবকিশোরী রাধিকাকে দর্শন করিয়া তাঁহার অঙ্গ অবশ হইল, মাথার ময়ূর-পুচ্ছচূড়া স্খলিত হইল, কটির পীতাম্বর বিগলিত এবং হাতের বাঁশী খসিয়া পড়িল, এমন কি—দেখিতে দেখিতে তিনি অধৈর্য্যভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন॥ ৪৭॥

অথ তং প্রাণসুহৃদং বিচিন্বন্ বীক্ষ্য বিহ্বলম্।
লুঠন্তং ভূতলে প্রাহ শ্রীদামা স্নেহকাতরঃ ॥ ৪৯ ॥
গতা দূরে গাবো দিনমপি তুরীয়াংশমভজদ্
বয়ং ক্ষুৎক্ষামাঃ স্ম [illegible] চ জননী বর্ত্মনয়না।
অকস্মাত্তূষ্ণীকে সজলনয়নে দীনবদনে
ত্বয়ি ত্যক্ত্বা খেলাং নহি নহি বয়ং প্রাণিনিষবঃ ॥ ৫০ ॥

ততস্তদনন্তরং সা রাধাপি তথাভূতং পূর্ব্বকথিতরূপং মন্দস্পন্দম্ ঈষৎস্পন্দিতদেহম্ অঙ্গ-কান্ত্যা নবঘন-সমূহং তিরস্কুর্ব্বন্তং মলিনায়মান-বদনপঙ্কজমিত্যর্থঃ বিদধতং প্রিয়ম্ অভিসমীক্ষ্য সর্ব্বতোভাবেন পরিলক্ষ্য সমীপগতা করস্পর্শেন উন্মীলিত-নয়নে সতি স্মিত-মুখী সতী তিরোধাৎ অন্তর্হিতা ॥ ৪৮ ॥

অথানন্তরং শ্রীদামা প্রাণপ্রিয়ং তম্ কৃষ্ণম্ অন্বিষ্যন্ ভূমিতলে লুণ্ঠিতম্ অতিবিকলং দৃষ্ট্বা স্নেহবিহ্বলঃ সন্ প্রাহ ॥ ৪৯ ॥

হে সখে! ধেনবঃ দূর-বনে গতাঃ ত্বদদর্শনাদিতি যাবৎ। দিনমপি চতুর্থাংশম্ অভজৎ অবসানপ্রায়ম্, বয়মপি ক্ষুধাতুরাঃ, তব জননী যশোদা চ দিনাবসানং বীক্ষ্য তবাগমন-প্রতীক্ষয়া পরমোৎকণ্ঠিতেত্যর্থঃ। অকস্মাৎ সহসা অস্মাভিঃ ক্রীড়াকৌতুকং পরিত্যজ্য ত্বয়ি মৌনাবলম্বিনি সাশ্রুনয়নে মলিনবদনে চ তিষ্ঠতি সতি বয়ং কথমপি ন হি প্রাণিনিষবঃ প্রাণান্ রক্ষিতুমিচ্ছাম ইতি শেষঃ ॥ ৫০ ॥

তদনন্তর যাঁহার অঙ্গকান্তিতে নবজলধর-পুঞ্জকেও তিরস্কার করে, শ্রীরাধিকা দূর হইতে তাঁহাকে ঐরূপ অবস্থা-সম্পন্ন [অর্থাৎ দেহ অল্প স্পন্দিত হইতেছে, মুখারবিন্দ অতি মলিন-এবম্বিধ] প্রাণপ্রিয়তমকে লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে নিকটে গমনপূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে হস্তস্পর্শ করিবামাত্র তিনি নয়ন উন্মীলন করিলে, শ্রীরাধাও মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ৪৮ ॥

এদিকে বহুক্ষণ যাবৎ প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে বিরহ-ব্যাকুল শ্রীদাম-সখা বহু অন্বেষণ করিতে করিতে ভূতলে পতিত অতিশয় বিহ্বল উঁহাকে দর্শন করিয়া বলিলেন ॥ ৪৯ ॥

সখা রে! ধেনুগণ তোকে না দেখিয়া দূরবনে চলিয়া গিয়াছে, চেয়ে দেখ; দিনও অবসান প্রায়, যশোদারাণী তোর পথপানে নয়ন দিয়া কত না দুঃখ করিতেছেন, হঠাৎ তুই আমাদের সহিত ক্রীড়া-কৌতুক পরিত্যাগ করতঃ

অথ সখ্যা পটীপ্রান্তমৃষ্টবক্ত্রঃ স মোহনঃ।
স্মারং স্মারং প্রিয়ামেতাং সগদ্গদমিদং জগৌ ॥ ৫১ ॥

"দেশী বরাড়িরাগেণ গীয়তে।"

স্তবক যুগমুন্নতং বহতি রস-সম্ভৃতং
মদন-মদরাশি-সুখসারম্।
ক্ষিপতি রসলোভিনং ভ্রমরমনুযায়িনং
দোলয়তি পল্লবমুদারম্ ॥ ক ॥
সখে হেমবল্লী কাপি পতিতাস্তু মম দৃষ্টিম্।
চলতি ললিতাদ্ভুতং মদনমদমন্থরং
কিরতি ময়ি কিমপি রসবৃষ্টিম্ ॥ ধ্রু ॥
অনুতিমিরভাস্বতা বিমলবিধুমণ্ডলং
তত্র রসলহরীকৃত-দোলম্।
দ্বিতয়-বিকচোৎপলং গরলমধু-বর্ষিণম্
নর্ত্তয়তি মুগ্ধ-মৃগলোলম্ ॥ খ ॥
অরুণকমলদ্বয়ং কিমপি নবকোমলং
চঞ্চদলিপটলমবিরামম্।
রুচির-শশি-মণ্ডলং ললিতরুচি বিভ্রতী
দর্শয়তি মৃলমভিরামম্ ॥ গ ॥

অনন্তরং সখ্যা শ্রীদাম্না বসনাঞ্চলেন মার্জ্জিতমুখঃ স মুগ্ধঃ কৃষ্ণঃ এতাং প্রিয়াং শ্রীরাধাং স্মারং স্মারং পুনঃ পুনঃ সংস্মরন্ সন্ প্রেমাবরুদ্ধ-কণ্ঠং যথা স্যাৎ তথা ইদং বক্ষ্যমাণং গীতবান্।৫১ ॥

মলিন বদন এবং সাশ্রুলোচনে অবস্থান করিতেছিস্ দেখিয়া আমাদের যে আর প্রাণ বাঁচে না সখা। [এই বলিয়া শ্রীদাম নিজ ধড়ার অঞ্চল দ্বারা কৃষ্ণের মুখ মুছাইয়া দিতে লাগিলেন] ॥ ৫০ ॥

তদনন্তর শ্রীদামের বসনাঞ্চলের দ্বারা মার্জ্জিত-বদন শ্রীকৃষ্ণ সখার বাক্য শ্রবণ করতঃ সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রিয়তমা শ্রীরাধাকে স্মরণ করিতে করিতে অতি বিমুগ্ধ ভাবে বাষ্পগদগদ কণ্ঠে এই পদটী গান করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

দ্বিতয়মভিতো মহা মধুর-রুচিকন্দলং
দোলয়তি কোমলমৃণালম্।
স্ফুরদমৃতচন্দ্রিকাং কিরতি রতিদায়িনীং
কামমুপনয়তি বিকরালম্॥ ঘ॥

যদি নিকটমাগতা বদতি মৃদু লীলয়া
ত্বমসি মম নীলমণিশাখী।
প্রিয়সুহৃদয়ে তদা ভবতি মম চেতনা
স্থাতুমহমহহ ঘনদুঃখী॥ ঙ॥

অণু সুতনুমধ্যতঃ কমপি দধতী ভরং
চিত্রমিব চকিতমিহ দৃষ্টা।
প্রণয়সুখ-বর্ষিণী মম হৃদয়-কর্ষিণী
নৈব বত ভবতি বিধিসৃষ্টা॥ চ॥

স্থলনলিন-বন্ধুজীবক- তিলক-সুন্দরং
কুন্দকলি-পংক্তি-বৃতহারং।
ইহ হি ঘনকাননে ব্রততি-গৃহকোটরে
বিচিনু মম জীবতনুসারম্॥ ছ॥

প্রিয়সুহৃদি রাধিকা- রূপমুপদেশতো
মধুর মধুর গীত-কমনীয়ং।
রসময়সরস্বতি- ভণিতমিদমদ্ভুতং
গায়ত বত পরম-রমণীয়ম্॥ জ॥

---

সখে শ্রীদামন্! অদ্য সম্প্রত্যেব কাপি অনির্বচনীয়া কনকলতিকা মম দৃষ্টিং পতিতা প্রাপ্তা। কিম্ভূতা সা তদেব বিবৃণোতি—মদনমদেন মন্থরং ধীরপাদং মনোহরাপরূপঞ্চ যথা স্যাৎ তথা চলতি; ময়ি অনির্ব্বচনীয়ং যথা স্যাৎ তথা রসবৃষ্টিং চ কিরতি বর্ষতি॥ ধ্রু॥

পুনঃ কিম্ভূতা সা মদনস্য মদসমূহাদপি সুখসারম্ রসপরিপূর্ণম্ অত্যুন্নতং গুচ্ছদ্বয়ং ধারয়তি। (শ্রীরাধিকায়াঃ স্বর্ণলতিকাত্বেন রূপকত্বাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গানামপি তদুচিত-রূপকত্বম্ জ্ঞেয়ম্; অতঃ স্তনযুগলমেব স্তবকরূপেণ বর্ণিতম্)। রসলোভিনং স্তবকযুগস্যেতি যাবৎ ভ্রমরমনুকারিণং মামিতি শেষঃ ক্ষিপতি নিরস্যতি, কিং কৃত্বা? উদারং পরম-মনোহরং পল্লবং করমিত্যর্থঃ দোলয়তি কম্পয়তি॥ ক॥

অনু পশ্চাদ্ভাগে তিমিরম্ অন্ধকারং যস্য তথাভূতেন ভাস্বতা সূর্য্যেণ সহ রসলহরীভিঃ রসতরঙ্গৈঃ কৃতঃ দোলঃ আন্দোলনং যস্য তৎ বিমল-বিধুমণ্ডলম্ অকলঙ্ক-চন্দ্রমণ্ডলং বর্ত্ততে ইতি শেষঃ। (অত্র তিমির-পদেন কেশকলাপং ভাস্বৎশব্দেন সিন্দূরং বিধুশব্দেন বদনমণ্ডলং পরিলক্ষ্যতে।) মুগ্ধমৃগবৎ লোলং চঞ্চলং যথা স্যাৎ তথা গরলমধুবর্ষিণং মম মনসি কামানলোৎপাদকত্বাৎ গরলং, প্রেমামৃতপ্রদত্বাৎ মধু চ বর্ষিণম্ দ্বিতয়-বিকচোৎপলং যুগল-বিকসিতোৎপলং নর্ত্তয়তি মুহুর্মুহুঃ পরিঘূর্ণয়তি। (বিকচোৎপল-শব্দেন চঞ্চল-নয়নদ্বয়ং ধ্বনিতম্।) ॥ খ ॥

কিমপি অনির্ব্বচনীয়ম্ অভিনব-সুকোমলম্ অরুণকমলদ্বয়ং কর্ণযুগলং তথা অবিরামম্ অনবরতং চঞ্চদলিপটলং নর্ত্তনশীল-ভ্রমরসমূহশ্চ বর্ত্ততে (অত্র অরুণ-কমল-পদেন কর্ণদ্বয়ম্, অলিপটলশব্দেন চ চূর্ণকুন্তলো ধ্বনিতঃ)। ললিতরুচি মনোহর-কান্তিবিশিষ্টং রুচির-শশিমণ্ডলম্ অতিমনোহর-বিধুমণ্ডলং বিভ্রতী সতী অতিমনোহরং মূলং দর্শয়তি। (গণ্ডস্থলস্য নবনবলাবণ্যচ্ছটাভিঃ স্মরভিলাষং ব্যঞ্জয়ন্তী মূলং নিকুঞ্জং দর্শয়তি।) ॥ গ ॥

সা পুনঃ মহামধুররুচি-কন্দলম্ অতিমধুর-কান্তি-সমূহযুক্তং দ্বিতয়ং দ্বয়ম্ অতিসুকোমল-মৃণালম্ অভিতশ্চতুর্দিক্ষু দোলয়তি। (মৃণালং বাহুদ্বয়ং)। রতিদায়িনীং সম্ভোগপ্রদাং স্ফুরদমৃতচন্দ্রিকাং সুধাজ্যোৎস্নাং কিরতি বর্ষতি, বিকরালং দুর্দ্ধর্ষং কামং ■ মমেতি শেষঃ জনয়তি। (চন্দ্রিকা-পদেন মৃদুস্মিতং ধ্বনিতম্) ॥ ■ ॥

অয়ে প্রাণসখে মম মনোবৃত্তিং শৃণু। সা যদি মম সমীপম্ আগতা সতী লীলয়া ক্রীড়াবশাৎ, "লতায়া মম আশ্রয়স্বরূপো নীলমণেঃ শাখী বৃক্ষস্ত্বমসি" ইতি মৃদু যথা স্যাৎ তথা বদতি, তদা এব মম চেতনা সুস্থতা ইতি যাবৎ ভবতি। কিন্তু সখে! অহহ প্রেমখেদে!! সম্প্রত্যহং স্থাতুং স্থিরীভবিতুং ঘনদুঃখী নিতরাং বিকলঃ ॥ ঙ ॥

অণৌ অতি-সূক্ষ্মতরে সুতনোঃ সুন্দরদেহস্য মধ্যতঃ কটিদেশে চিত্রমিব আশ্চর্য্যমিব কমপি অনির্ব্বচনীয়ম্ উন্নতগিরিযুগলস্য ভারং দধতী চকিতং যথা স্যাৎ তথা ময়া ইহ অত্রৈব দৃষ্টা। সখে প্রণয়সুখরসবর্ষণ-শীলা মম হৃদয়াকর্ষিণী সা ভুবনসুন্দরী বিধিসৃষ্টা সাধারণ-বিধাত্রা নির্ম্মিতা নৈব ভবতি-ইত্যেব অহং মন্যে বত বিস্ময়ে ॥ চ ॥

স্থলকমলং বন্ধুজীবকং তন্নামক-পুষ্পবিশেষঃ তিলকং তিলপুষ্পং তৈঃ সুন্দরং শোভমানং, কুন্দকোরকপঙ্‌ক্তি-বৃতঃ হারো যস্য তথাভূতং, মম জীবন-দেহয়োঃ সারস্বরূপম্ জীবাতুমিতি যাবৎ হি নিশ্চিতং ইহ ঘনকাননে বৃন্দাবননিবিড়-বনে লতাকুঞ্জাভ্যন্তরে সখে বিচিন্তু মৃগয়। (স্থলকমলং চরণযুগলং, বন্ধুজীবকঃ অধরোষ্ঠং, তিলকং নাসিকা, কুন্দকলি-পঙ্‌ক্তিহারং শ্রেণীবদ্ধ-দশনপঙ্‌ক্তিরিতি জ্ঞেয়ম্) ॥ ছ ॥

প্রিয়সুহৃদি শ্রীদামনি উপদেশচ্ছলাৎ মধুরাদপি মধুরেণ গীতেন মনোহরং রসময়-সরস্বতি-বর্ণিতম্ অদ্ভুতং অভূতপূর্ব্বং অতিরমণীয়ং চ শ্রীরাধিকায়াঃ রূপং বুধাঃ বত হর্ষে গায়ত আস্বাদয়ত ॥ জ ॥

ভাই শ্রীদাম! আমি যে আজ কেন এমন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা বলিবার ভাষা নাই, কিঞ্চিৎ বলি শোন্; সখা রে! সম্প্রতি কোনও একটি অনির্ব্বচনীয় কনকলতা আমার নয়ন-পথ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার রূপের কথা কি বলিব, মদনের মদরাশি হইতেও সুখসার পরম রস-পরিপূর্ণ অতি উন্নত দুইটী স্তবক অর্থাৎ গুচ্ছ হৃদয়ে বহন করিতেছে; রসলোভী ভ্রমরের ন্যায় সেই স্তবক যুগলে আকৃষ্ট দেখিয়া আমাকে অতি মনোহর পল্লব কম্পিত করিয়া সে নিরাশ করিল। সেই অপরূপ লতাটী মদন-মদেতে বিমুগ্ধ হইয়া আমার প্রতি কোনও অনির্ব্বচনীয় রস বর্ষণ করিতে করিতে মনোহর ও অদ্ভুত গমনের ভঙ্গিকরতঃ ধীরপদে চলিতেছিল। কি অপূর্ব্ব! সেই স্বর্ণলতার পশ্চাৎ ভাগস্থ অন্ধকারযুক্ত সূর্য্যের সহিত রস-তরঙ্গে দোলায়মান নির্ম্মল পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল শোভা পাইতেছে। আবার দেখিলাম সেই লতা অতি মনোহর মৃগের ন্যায় চঞ্চল যুগপৎ গরল ও সুধাবর্ষণকারী বিকশিত উৎপল যুগল ঘূর্ণন করিতেছিল। সেই লতাতে নৃত্য-পরায়ণ চঞ্চল ভ্রমর-মালা পরিবেষ্টিত সুকোমল অতি-অপরূপ অভিনব অরুণ কমলদ্বয় শোভা পাইতেছে। অতি-মনোহর কান্তি-বিশিষ্ট উজ্জ্বল চন্দ্রমণ্ডল ধারণ করিয়া ভঙ্গিক্রমে অভিলাষ পূরণের মূল অর্থাৎ নিভৃত নিকুঞ্জ দর্শন করাইতেছে, অতি মধুর বহু কান্তি-পরিপূর্ণ অতি সুকোমল দুইটী মৃণাল চারিদিকে মনোহর ভাবে দোলাইতেছে। কি বলিব শ্রীদাম! বিলাসতৃষ্ণা-প্রদায়িনী অমৃত-জ্যোৎস্না বর্ষণ করিতে করিতে আমার হৃদয়ে দুর্দ্দমনীয় কাম জন্মাইয়া দিতেছে। প্রিয় সখা রে! আমার প্রাণের যে বাসনা তোকে বলি শোন্। সেই অনির্ব্বচনীয়া স্বর্ণলতা আমার নিকটে আসিয়া লীলাবশতঃ মৃদু হাসিতে হাসিতে যদি বলিত "ওহে শ্যামসুন্দর! কনকলতা-স্বরূপা আমার তুমিই একমাত্র নীলমণি বৃক্ষ অর্থাৎ একমাত্র আশ্রয়" তাহা হইলেই আমার চিত্ত স্থির হইত, কিন্তু সখা তাহা ত আমার ভাগ্যে হইল না; সুতরাং আমি এখন কোনও মতেই চিত্তকে স্থির করিতে পারিতেছি না, অত্যন্ত দুঃখে কাল যাপন করিতেছি। সেই ভুবন-সুন্দরী সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর কটি দেশে আশ্চর্য্যরূপে উত্তুঙ্গ পয়োধর-যুগলের বিশাল ভার বহন করিতেছে, চকিতের মত এই স্থানে আমার দৃষ্টিপথে পতিতা হইলে আমি একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলাম, সখা রে! প্রেমরস-বর্ষিণী আমার মন-প্রাণ-আকর্ষণ-কারিণী সেই

উত্তিষ্ঠ মা কুরু সুচঞ্চল মন্দিরায়
ধেনূঃ সমাহ্বয় মহামুরলী-রবেণ ।
প্রায়ো ব্রজে বসতি কাপি বিমোহিনী তে
নো দুর্লভাপি ভবিতা বুধ মাকুলোঽভূঃ ॥ ৫২ ॥

---

হে সখে উত্তিষ্ঠ হে সুচঞ্চল এবং মা কুরু, মহা মুরলীরবেণ মোহন-বংশীধ্বনিনা ধেনূঃ গোগণান্ মন্দিরায় গৃহায় সমাহ্বয় আকর্ষয়। কাপি অনির্ব্বচনীয়া সা মোহিনী তব মনোহারিণী প্রায়ো ব্রজে এব নিবসতি, হে বুধ ধীর আকুলঃ অধীরো মা ভূঃ, সা মোহিনী তব দুর্ল্লভা দুষ্প্রাপ্যাপি নো ভবিতা ভবিষ্যতি, অচিরাদেব তাং প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

---

কনকপ্রতিমাখানি কখনও সাধারণ বিধাতার নির্ম্মিতা নহে, ইহা আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি। সখারে! স্থলকমল, বাঁধুলী ফুল ও তিল ফুল এবং কুন্দকলিকা-হার যাহার অঙ্গে শোভা পাইতেছে, আমার তনু মন প্রাণের সার-রত্নস্বরূপ সেই বস্তু একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখ ভাই, নিশ্চয়ই এই বৃন্দাবনের নিভৃত লতাকুঞ্জে বিরাজ করিতেছে। প্রিয় সখা শ্রীদামের প্রতি শ্রীরাধিকার রূপ ও গুণ উপদেশছলে রসময় সরস্বতী-পাদের বিরচিত প্রেমানুরাগভরে অতি সুকোমলভাবে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক আলপিত অতি-অদ্ভুত পরম রমণীয় এই গানটি রসিক ভক্তগণ প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন করুন ।

[এই গানটি রূপকভাবে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন অর্থাৎ স্বর্ণলতাশব্দে শ্রীরাধিকা, স্তবক-যুগল শব্দে স্তন-যুগল, পল্লব শব্দে হস্ত, রসবৃষ্টি নয়নকটাক্ষ, তিমির কেশপাশ, সূর্য্য সিন্দূরবিন্দু, চন্দ্র বদন-মণ্ডল, বিকচোৎপল নয়ন-যুগল, অরুণ কমল কর্ণদ্বয়, ভ্রমরমালা-অলকাবলি, শশিমণ্ডল উজ্জ্বলগণ্ডস্থল, মূল নিভৃত নিকুঞ্জ, মৃণালবাহুদ্বয়, অমৃত- চন্দ্রিকা-হাসি, স্থলকমলচরণযুগল বন্ধূজীব-অধরোষ্ঠ, তিলপুষ্প নাসিকা এবং কুন্দকলিকা শব্দে দন্ত পঙ্ক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।]

তখন শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া বলিতে লগিলেন— হে সখে! উঠ, হে চপলচূড়ামণি! এরূপ অধীর হইও না, বংশিধ্বনিতে গৃহে যাইবার জন্য ধেনু বৎসগণকে আকর্ষণ কর, তোমার মনঃপ্রাণ-হারিণী সেই বিশ্ববিমোহিনী অননুভূতপূর্ব্ব রত্ন এই ব্রজেই প্রায় বাস করিয়া থাকে, তুমিত সুবোধ, এত

ইত্থং প্রিয়স্য সুহৃদো বচনামৃতেন
কিঞ্চিৎ স্থিরীকৃতমতি র্ভবনং প্রবিষ্টঃ।
নাতিপ্রফুল্লমুখং বেদিতয়া জনন্যা
সংলালিতো নিশি হরি র্ন জগাম নিদ্রাম্ ॥ ৫৩ ॥

বিদ্ধং তীক্ষ্ণশিলীমুখৈ র্মৃগদৃশোঽপাঙ্গৈরুদীর্ণৈশ্চিরং
চূর্ণীভূত-মহো পয়োধর-গিরিদ্বন্দ্বেন বর্দ্ধিষ্ণুনা।

---

প্রিয়স্য সুহৃদঃ প্রিয়-বয়স্যস্য ইত্থম্ এবম্প্রকারেণ আশ্বাসসূচক-বাক্যামৃতেন কিঞ্চিৎ স্থিরীকৃতমতিঃ হরিঃ ভবনং নিজগৃহং প্রবিষ্টঃ বিবেশ, অতিশয়-প্রসন্নবদনং ন বেদিতয়া জানত্যা জনন্যা যশোদয়া সংলালিতোঽপি নিশি রাত্রৌ নিদ্রাং ন জগাম ন প্রাপ পরমোৎকণ্ঠিতত্বাৎ ॥ ৫৩ ॥

মন্মনঃ মৃগদৃশো মৃগনয়নায়া রাধায়াঃ উদীর্ণৈঃ অতিদৃপ্তৈঃ অপাঙ্গৈঃ নয়নকটাক্ষৈঃ তীক্ষ্ণশিলীমুখৈঃ অতিসুশাণিতবাণৈঃ চিরং বিদ্ধম্ অহো আশ্চর্য্যং বর্দ্ধিষ্ণুনা অত্যুত্তুঙ্গেন পয়োধর-গিরিদ্বন্দ্বেন বক্ষোজরূপপর্ব্বত-যুগলেন চূর্ণীভূতং পিষ্টং, পুনঃ রোমালীভুজগেন নাভিনিম্নস্থ-রোমাবলীরূপ-সর্পেণ দষ্টং সৎ তস্যা নাভিহ্রদে চিরম্ অপতৎ পতিতম্। পরিজনৈঃ নিজ-নর্ম্মসখিভিঃ সহ ইতি এবম্প্রকারেণ বর্ণয়ন্ সাশ্রুঃ অশ্রুপূর্ণঃ হরিঃ মোহনঃ বঃ যুষ্মান্ পাতু তোষয়তু ॥ ৫৪ ॥

---

আকুল হইলে চলিবে কেন? সেই রত্ন তোমার পক্ষে দুর্ল্লভ হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না, শীঘ্রই হস্তগত হইবে ॥ ৫২ ॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এইরূপভাবে প্রিয়সখা শ্রীদামের আশ্বাসবাণীতে কিঞ্চিৎ আশ্বস্তচিত্ত হইয়া নিজালয়ে গমন করিলেন বটে, কিন্তু মন প্রসন্ন নহে; বদন মলিন দেখিয়া মা যশোমতী বহুপ্রকারে লালন করিলেও অতিশয় উৎকণ্ঠাবশতঃ তিনি রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারিলেন না ॥ ৫৩ ॥

"সখা রে! শোন্ বলি, অতিশয় প্রখর সুশাণিত বাণের ন্যায় মৃগনয়না শ্রীরাধার নয়নকটাক্ষের দ্বারা বিদ্ধ, তাহার উত্তুঙ্গবিশালপয়োধর রূপ গিরি-যুগলের দ্বারা চূর্ণীকৃত এবং রোমাবলীভুজঙ্গ কর্ত্তৃক দষ্ট আমার মন তাহার

রোমালীভুজগেন দষ্টমপতন্ নাভিহ্রদে মন্মনো
রাধায়া ইতি বর্ণয়ন্ পরিজনৈঃ সাস্রো হরিঃ পাতু বঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে শ্রীরাধাগোবিন্দমিথো দর্শনোৎসবো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।

নাভিরূপহ্রদে পতিত হইয়া গিয়াছে" – এইরূপে নিজ পরিজনদিগের সহিত শ্রীরাধার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বর্ণনকারী সজল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৫৪ ॥

---

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

# শ্রীশ্রীসঙ্গীত-মাধবম্

## পঞ্চমঃ সর্গঃ।

## রাধাসখ্যনুনয়ঃ।

অথোত্তুঙ্গং শৃঙ্গং নিজদয়িত-গোবর্দ্ধন-গিরেঃ
সমারুহ্যাশেষ ব্রজ-নিলয়-বিন্যস্ত-নয়নঃ।
বিলোক্য শ্রীদাম্না কিমপি বৃষভানো গৃহমণিং
করাঙ্গুল্যা সম্ভাবিত-হৃদয়-চৌরীং স মুমুদে॥ ৫৫॥
তদারভ্য ক্ষুভ্যদ্ধৃদয়মতিলুভ্যৎ সুবিধুরং
দধানো রাধায়াঃ স্ফুরদধরা-সীধু স্বদয়িতুং।
ব্রজন্তীমেকান্তে ব্রজনগরবীথ্যাং মধুপতি-
বিলোক্য প্রেয়স্যাঃ প্রিয়সহচরীং প্রাহ কৃপণঃ॥ ৫৬॥

---

অথানন্তরং স শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীদাম্না সহ নিজ-দয়িত-গোবর্দ্ধন-গিরেঃ নিজ-পরম-প্রেষ্ঠ-গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতস্য উত্তুঙ্গম্ অত্যুচ্চং শৃঙ্গং শিখরং সমারুহ্য অশেষ-ব্রজনিলয়-বিন্যস্ত-নয়নঃ সমস্ত-ব্রজপল্লিষু দত্তনয়নঃ সন্ করাঙ্গুল্যা অঙ্গুলি-নির্দ্দেশেন ইতি যাবৎ সম্ভাবিত-হৃদয়চৌরীম্ অনুমিত-মনোহারিণীং কিমপি অনির্ব্বচনীয়ং বৃষভানোঃ রাজ্ঞঃ গৃহমণিং গৃহরত্নং বিলোক্য দৃষ্ট্বা মুমুদে জহর্ষ॥ ৫৫॥

তদারভ্য দর্শনাবধি মধুপতিঃ রাধাপদ্মমধুপঃ রাধায়াঃ স্ফুরদধরসীধু সঙ্গম-রসাধিক্যেন ঈষৎকম্পিতাধরসুধাং স্বদয়িতুম্ আস্বাদয়িতুম্ অতিলুভ্যং অতিশয়লুব্ধম্ অতঃ সুবিধুরম্ অতিকাতরং ক্ষুভ্যং অনিশং ক্ষুব্ধঞ্চ হৃদয়ং দধানঃ ব্রজনগরীবীথ্যাং ব্রজনগরস্য পথি একান্তে বিরলে ব্রজন্তীং বিচরন্তীং প্রেয়স্যাঃ রাধায়াঃ প্রিয়সহচরীং প্রেষ্ঠ-সখীং বিলোক্য দৃষ্ট্বা কৃপণঃ অতিদীনঃ সন্ প্রাহ উবাচ॥ ৫৬॥

---

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীদামের সহিত নিজের অতিপ্রিয় গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অতি উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া ব্রজের সমস্ত পল্লী দর্শন করিতে করিতে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক শ্রীবৃষভানুরাজার গৃহরত্নরূপা শ্রীরাধিকাকে দেখিয়া

## তথাহি কর্ণাটরাগেণ গীয়তে।

বিনিবেদিতবহুদুঃখভরেণ নিরুত্তর-হেলনযানাং।
সম্মুখতরমুপযাতবতা কৃতকটুতরবচনবিতানাম্॥ ক॥
ললিতে শ্রীবৃষভানুকিশোরীম্।
রময় ময়াদ্ভুতকেলি-মনোরথ-মুদিত-মনো-মণিচোরীম্॥ ধ্রু॥
কলিতবতাঞ্চলমতি-মদনাকুল-মনসা মৌক্তিক-দন্তীং॥
মুঞ্চ মুঞ্চ চটুলেতি বিভঙ্গুর-ভ্রূলতিকং নিগদন্তীং॥ খ॥
অর্পয়তা মণিবেণুমথাপরমুদ্রিকমপি পদমূলে।
পদহতিদূর-নিরাসকরীমপি ময়ি বিমুখীমনুকূলে। গ॥
রদতৃণকাকুশতৈকপরেণ নিরন্তর-নহি-নহি-ভাষাম্।
পতিতবতা চরণে কিমপীঙ্গিত-মৃদু মৃদু হাস-বিলাসাম্॥ ঘ॥
নীতবতা ঘন-পুলকিত-ভুজমবলম্ব্য নিভৃত-নবকুঞ্জম্।
রতিতরসাকুলিতাঞ্চ ময়া ভজতা স্মিতকৌতুক-পুঞ্জম্॥ ঙ॥
দৃঢ়মুপগূহ্য মৃষা রুদতীমপি পিবতাধর-রস-সারম্।
কুচ-কোরক-নখলেখপরেণ বিপাচিতরুচির-বিকারাম্॥ চ॥
করযুগনাবিনিবেশয়তা বহুকৃত-বিনিরোধ-প্রয়াসাম্।
স্মরত-মহারস-রঙ্গপরেণ সমুন্মদ-মদন-বিকাশাম্॥ ছ॥
ইতি মধুসূদন-রসময়-বৈভব-ভাবনয়া রমণীয়ম্।
মুদিত-সরস্বতি-গীতমিদং রসভাববতাং কমনীয়ম্॥ জ॥

হে ললিতে অপরূপ-বিলাসলালসাভিরানন্দিত-মনোরত্নস্যাপহারিণীং শ্রীবৃষভানু-কিশোরীং ময়া সহ রময়। ধ্রু।

"আমার মনপ্রাণহারিণী এই সেই", এই অনুমান করতঃ পরম আনন্দলাভ করিলেন॥ ৫৫॥

সেইদিন হইতে অর্থাৎ সেই গোবর্দ্ধনের উপর হইতে দর্শনাবধি লুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় রসভরে ঈষৎ কম্পিত শ্রীরাধার অধর-সুধা আস্বাদন-মানসে পরমলোভী এবং ক্ষুব্ধহৃদয় মাধব ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রজনগরে পথের

কীদৃশেন ময়া কিম্ভূতাং তাম্ ইতি বিবৃণোতি বিনিবেদিতেত্যাদিনা—বিনিবেদিতঃ প্রকৃষ্টরূপেণ জ্ঞাপিতো বহূনাং দুঃখানাং ভরঃ আতিশয্যং যেন ( তথাভূতেন ময়া ) নিরুত্তরং যথা স্যাৎ তথা হেলনেন অবহেলয়া যানং গমনং যস্যা স্তাম্। সম্মুখতরম্ অতিনিকটম্ উপগচ্ছতা ময়া কৃতঃ কটুতরাণাং খরতরাণাং বচনানাং বাক্যানাং বিতানো বিস্তারো যয়া তাম্। ক।

মহানঙ্গ-ব্যাকুল-মানসেন হেতুনা অঞ্চলং তস্যাঃ পটাঞ্চলং ধৃতবতা, হে চপল! ত্যজ ত্যজ ইতি অতি কুটিলভ্রূ যথা স্যাৎ তথা ব্রুবাণাং স্মিতেন চ শুভ্র-দশনাম্। খ।

অথ মণিবেণুং মণিময়-বংশীম্ অঙ্গুরীয়কমপি তস্যাঃ পদমূলে সমর্পয়তা পদাঘাতেন দূরং নিক্ষেপকারিণীম্ অনুকূলে দক্ষিণে অপি ময়ি বিমুখীং বাম্যাম্। গ।

দন্তেষু তৃণং যথা স্যাৎ তথা শত-শত-চাটুবাদিনা সন্ততং 'নহি নহি' ইতি বাদিনীং, চরণে নিপতিতবত্যা অনির্ব্বচনীয়ং যথা স্যাৎ তথা ঈঙ্গিত-সূচকানাং মৃদুমধুর-হাস্যানাং বিকাশো যস্যাঃ তাম্। ঘ।

তস্যাঃ পুলকাঞ্চিতবাহুং ধৃত্বা নিভৃত-নবকুঞ্জ-গৃহং নীতবতা অতিশয়-কৌতূহলরাশিং প্রাপ্তবতা চ ময়া রতিরভসেন ব্যাকুলিতাঞ্চ। ঙ।

গাঢ়মালিঙ্গ্য অধর-রস-সুধাং পিবতা প্রকাশিত-মনোহর-ভাববিকারং যথা স্যাৎ তথা কুচকুট্মলয়ো নখাঙ্কমর্পয়তা ময়া কপট-রোদনপরাম্। চ।

করযুগেন নীবিম্ উন্মোচয়তা বহুশঃ কৃতঃ প্রতিরোধস্য প্রযত্নো যয়া তাং সম্প্রয়োগ-মহারস-কৌতূহলপরেণ মহামত্ত-কামস্য প্রকাশো যত্র তাম্। অনেন উন্মত্তবিপরীত-বিলাসাদয়ো ধ্বনিতাঃ। ছ।

ইতি এবং মধুসূদনস্য রাধাধরপঙ্কজমত্তমধুব্রতস্য রসময়ানাং লীলা-বিহারাদীনাং চিন্তয়া মনোহরম্ ইদং মুদিতস্য সরস্বতিপাদস্য গীতং রসিকানাং ভাবুকানাং চ কমনীয়ং কাম্যং ভবতু। জ।

---

মধ্যে নির্জ্জনে ভ্রমণশীলা শ্রীরাধার কোনও প্রিয়সহচরীকে দর্শন পাইয়া অতি কাতর প্রাণে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥

হে ললিতে! অদ্ভুত বিলাস-লালসায় বিমুগ্ধ এবং পরমানন্দিত মনোরূপ-মণি-অপহরণ-কারিণী তোমার প্রিয়সখী শ্রীবৃষভানুকিশোরীকে একবার আমার সহিত বিহার করাইয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। ললিতে! সম্প্রতি আমার মনে বহুপ্রকার বাসনার উদয় হইতেছে শোন, আমি তাহাকে পাইলে এই প্রকার আচরণ করিব,—হে সখি! অতিশয় দুঃখভরে

প্রাণের বেদনা নিবেদন করিলে তোমার সখী তাহার উত্তর দিবেই না, পরন্তু অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া যাইবে, সম্মুখে গিয়া বলিব ভাবিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র বহুবহু কটুবচন বলিয়া আমায় উপেক্ষা করিবে। মদনমদে মত্ত ও অতিশয় ব্যাকুল হইয়া তাহার বস্ত্রের অঞ্চলখানা ধরিবামাত্র মুখে হাসি কিন্তু ভ্রূযুগল বাঁকা করিয়া "হে চপল-চূড়ামণি! ছাড়, ছাড়" বলিয়া আমায় তিরস্কার করিবে। মনে করি সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া শরণাগত হইয়া দেখি কৃপা পাই কিনা, ভাবিয়া আমার প্রাণসর্ব্বস্ব মণিময় বেণু এবং এই সমস্ত অঙ্গুরী লইয়া তাহার পদমূলে সমর্পণ করিলে গ্রহণ করা ত দূরের কথা, পদাঘাতে ঐ সমস্ত দূরে নিক্ষেপ করতঃ অনুকূল অর্থাৎ শরণাগত আমার উপর একেবারে বিমুখী হইবে। তখন দন্তে তৃণ গ্রহণ-পূর্ব্বক কাতর-প্রাণে কত যে প্রার্থনা কত শত কাকুতি করিব, কিন্তু নিরন্তর "নহি নহি অর্থাৎ কেন বৃথা চেষ্টা করিতেছ, আমার দ্বারা কিছুই হইবে না," এই কথা বলিবে। তখন অনন্যোপায় হইয়া চরণতলে আমি পতিত হইলে অভাবনীয় মৃদু মধুর হাসিদ্বারা ইঙ্গিত প্রকাশ করিবে, আমি অতি কৌতুহলরাশি প্রাপ্ত হইয়া তাহার ঘন-পুলকাঞ্চিত-বাহু গ্রহণ-পূর্ব্বক নিভৃত-নিকুঞ্জ মধ্যে লইয়া গেলে সে বিলাস-রস-তৃষ্ণায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইবে দেখিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন-পূর্ব্বক অধর-সুধারস পান করিতে থাকিলে সে কপট রোদনপরায়ণ হইলেও আমি জোর করিয়া তাহার স্তন-মুকুলে নখাঙ্ক অঙ্কণ করিবামাত্র তাহার সর্ব্বাঙ্গে নানারূপ ভাবের বিকার প্রকাশ পাইবে। কামোন্মত্ততা হেতু করযুগলদ্বারা তাহার নীবি উন্মোচন করিতে গেলে সে বহু প্রকার বাধা দিবার চেষ্টা করিবে। আমি আর ধৈর্য্য ধরিতে অসমর্থ হইয়া মহাসঙ্গমরসরঙ্গে উদ্ধতভাব অবলম্বন করিলে তাহারও মহোন্মাদ-মদন-বিকার প্রকাশ পাইবে অর্থাৎ রতিরণে আমাকে পরাস্ত করিতে প্রয়াস পাইতে থাকিবে। এই প্রকার মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের রসময় লীলা-বিহারাদি ভাবনার দ্বারা অতিশয় রমণীয় শ্রীপাদ সরস্বতি-বিরচিত গানটী রসিক ও ভাবুক ভক্তগণের সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয় হউক।

প্রাণা স্তবৈব বপুষা সহ মে মৃগাক্ষি
রত্নোজ্জ্বলাং মুরলিকাং নয় মুদ্রিকাঞ্চ।
আস্তাং পরং সকৃদপি স্মরবেপিতাভ্যাং
দোর্ভ্যাং তব প্রিয়সখীং দৃঢ়মাস্বজানি ॥ ৫৭ ॥
কথং ঘনরসপ্রদো নবলতাং তড়িজ্জ্যোতিষং
কথং নু মধুসূদন স্ত্যজতু তাদৃশীং পদ্মিনীম্।
কথঞ্চ নহি সঙ্গতো ভবতু রাধয়া মাধব-
স্তদত্র ললিতে যথোচিত-বিচারমেবাচর ॥ ৫৮ ॥

---

হে মৃগনয়নে ললিতে! মে মম দেহেন সহ প্রাণাঃ তবৈব সন্তু, তুভ্যং অর্পয়ামী-ত্যর্থঃ। নানারত্নখচিতাং বংশিকাং অঙ্গুরীয়কঞ্চ নয় তব চরণে প্রদদামি। পরমাস্তাম্ অন্যৎ সুদূরে তিষ্ঠতু কামেন কম্পিতাভ্যাং বাহুভ্যাং তব প্রিয়সখীং রাধাং বারমেকমপি গাঢ়ম্ আলিঙ্গয়ানি। এতেন নাগরচূড়ামণেঃ উৎকণ্ঠায়তিশয্যং ব্যঞ্জিতম্॥ ৫৭॥

হে ললিতে! বিদ্যুৎকান্তিম্ অভিনব-লতিকাং নবজলধরঃ কথং ত্যজতু পরি-ত্যজেৎ। নু অনুনয়ে, তাদৃশীম্ অপরূপাং পঙ্কজিনীং মধুসূদনঃ মধুকরঃ কথং ত্যজতু হি নির্দ্ধারে কথং রাধয়া মাধবঃ সঙ্গতঃ মিলিতো ন ভবতু? তৎ তস্মাৎ সম্প্রতি ত্বমেব যথাযথং বিচারং কুরু তূর্ণমেব ময়া তব প্রাণসখীং মিলয় ইতি ত্বাং প্রার্থয়ামি ইতি তাৎপর্য্যম্ ॥৫৮॥

---

হে ললিতে! এখন আর আমার প্রাণে ধৈর্য্য মানিতেছে না, আমার এ দেহ মন প্রাণ তোমার চরণে অর্পণ করিয়া আমি তোমার হইলাম। এই লও আমার প্রাণতুল্য মণিময় বংশী তোমায় দিলাম, এই নামাঙ্কিত অঙ্গুরী লও, আমি আর কি বলিব. অন্য বিলাসাদির কথা দূরে থাক, মদনমদ-বিকম্পিত এই ভুজযুগলদ্বারা একবার তোমার প্রাণসখী শ্রীরাধিকাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করাইয়া আমার প্রাণরক্ষা কর ॥ ৫৭ ॥

হে ললিতে! বল দেখি নবজলধর কখনও কি বিদ্যুৎকান্তি নবলতাকে ত্যাগ করিতে পারে? আবার দেখ, মকরন্দ-লোভী মধুসূদন কি ঐরূপ বিকশিত পদ্মিনীকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়? সুতরাং শ্রীরাধার সহিতও মাধব কখনও পৃথক্ থাকিতে পারে না। অতএব হে ললিতে!

ব্রজনৃপতিকুমারে কোটি কন্দর্পসারে
বদতি বিকলমেবং প্রাহ সা গূঢ়ভাবা।
স্ব-পর-পুরুষ-সঙ্গে সর্ব্বদা সা বিরক্তা
ভবতি পরমসাধ্যা মৎসখী তে বিমুগ্ধা ॥ ৫৯ ॥
অথ বর্ত্মনি লোকসঙ্গতে বিমৃশং স্তদ্বনমাগতো হরিঃ।
ললিতাপি তদৈব রাধিকামিদমূচে সমুপেত্য সাদরম্ ॥ ৬০ ॥

কোটিকন্দর্পসারে কোটি-মন্মথ-মন্মথে ইত্যর্থঃ নন্দনন্দনে বিকলম্ অতিব্যাকুলং যথা স্যাৎ তথা এবং বদতি সতি গূঢ়ভাবা অতি-গম্ভীরাশয়া সা ললিতা প্রাহ উবাচ। হে নাগরমণে বিমুগ্ধা সা মৎপ্রিয়সখী রাধা স্বপর-পুরুষ-সঙ্গে নিজপতি-পরপতি-সংসর্গে যদ্বা স্বস্যাঃ শ্রেষ্ঠ-পুরুষস্যাপি সংসর্গে সর্ব্বদা বিরক্তা আসক্তি-রহিতা, পরপুরুষস্য কা বার্ত্তা, অতঃ তে তব পরং অতিশয়েন অসাধ্যা দুষ্প্রাপ্যা ভবতি ॥ ৫৯ ॥

অথানন্তরং বর্ত্মনি পথি লোক-সঙ্গতে জনসমাগমে সতি হরিঃ কৃষ্ণঃ বিমৃশন্ পরিভাবয়ন্ সন্ তদ্বনং বৃন্দাবনম্ আগতঃ প্রবিষ্টঃ, ললিতাপি তদৈব সমুপেত্য আগত্য সাদরং যথা স্যাৎ তথা রাধিকাম্ ইদং বক্ষ্যমাণম্ ঊচে প্রাহ ॥ ৬০ ॥

---

তুমিই এ বিষয় যথাযথ বিচার কর, আমি তোমার উপর সমস্ত বিচারের ভার দিলাম ॥ ৫৮ ॥

কোটি মন্মথ-মন্মথ রসিক-চূড়ামণি নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ অতি ব্যাকুল-ভাবে ললিতার নিকট এইরূপ বলিবার পর, অতিগম্ভীরাশয়া চতুরিণী ললিতা একটু উদাসভাবে উহাকে বলিলেন, "হে রসিকেন্দ্রশেখর! শ্যামসুন্দর! তোমার সমস্ত কথা শুনিলাম বা তোমার মনের ভাব বুঝিলাম, কিন্তু কি করিব, আমার সেই সখী "শ্রীরাধা" অমন পরমসুন্দর নিজপতির সংসর্গে পর্য্যন্ত সর্ব্বদা আসক্তি-রহিতা, পরপুরুষের ত কথাই নাই, অতএব তোমার পক্ষে তাহার সহিত মিলন অত্যন্ত অসম্ভব। [তবে তুমি অনুরোধ করিতেছ, আমি প্রাণপণে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব] ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর পথে নানাজাতির লোক গতাগত করিতেছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ একটু চিন্তা করতঃ কাতর-নয়নে ললিতার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে ইঙ্গিতে যেন মনোভাব নিবেদন-পূর্ব্বক সেই বৃন্দাবনের মধ্যে প্রবেশ

গুজ্জরীরাগেণ গীয়তে ॥

সন্ততমভিলাষুক-কমলাদিক-সকল-বিলাসিনী-বৃন্দম্।
চিরমপহায় তবৈব পদাম্বুজপরিমল-কৃতরতিবন্ধম্ ॥ ক ॥
রাধে ভজ ব্রজরাজকুমারম্।
সত্বরমভিসর মম বচনেন নু মা কুরু মনসি বিচারম্ ॥ ধ্রু ॥
পথি পথি তব দাসীজনপদতলবিলুঠিতমৌলি-শিখণ্ডম্।
সাশ্রুবিলোচনমবনীলোচনমতিপাণ্ডুর-মৃদুগণ্ডম্ ॥ খ ॥
বিষম-কুসুম-শর-শর-ভর-জর্জ্জরমতিসুকুমারশরীরম্।
নিরবধি তব সঙ্গমরস-লালস-মানসমবশমধীরম্ ॥ গ ॥
অদ্ভুতকোটি-মনোভবমোহনগুণলাবণ্যনিধানম্।
তব পদদাসতয়ার্পিতবস্তুং স্ববপুর্গলদভিধানম্ ॥ ঘ ॥
নিভৃতনিকুঞ্জতলে তব নাগরি নামপদানি জপন্তম্।
ধ্যায়ন্তং তব রূপ-বিলাসং সাশ্রুতয়া নিবসন্তম্ ॥ ঙ ॥
ত্বয়ি সহজানুরাগরস-বিহ্বলমপি ন স্মৃত-তনুগেহম্।
অনলঙ্কৃতমার্জ্জিত-কলিতোজ্জ্বল-পীতাম্বরবরদেহম্ ॥ চ ॥
প্রাণকোটিশুনিরাজিত সুললিত-ত্বৎপদনখরুচিলেশম্।
তব পরিরম্ভণ-রস-পরমাশাধৃতজীবনমনিমেষম্ ॥ ছ ॥
শ্রীবৃষভানুসুতাপদজীবন-রসদ সরস্বতিগীতম্।
জনয়তু তদ্রসমূর্ত্তিপদাম্বুজ-ভাবমুদারমধীতম্ ॥ জ ॥

নু ভো রাধে! প্রাণসখি! নন্দরাজনন্দনং ভজ সর্ব্বতোভাবেন আশ্রয়, মম বাক্যেন সত্বরম্ অভিসর তূর্ণমেব অভিসারং কুরু মনসি বিচারং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যরূপং বিতর্কং মা কুরু। ধ্রু।

কিন্তুতং রাজকুমারং শৃণু—সন্ততং নিরন্তরম্ অভিলাষুকং প্রার্থিনং লক্ষ্মীপ্রভৃতি সমস্ত-বিলাসিনী-সমূহং চিরম্ অপহায় পরিত্যজ্য তবৈব পদকমলসৌরভে কৃতঃ রতিবন্ধঃ আসক্ত্যাতিশয্যং যেন তম্। ক।

করিলেন, ললিতাও তৎক্ষণাৎ শ্রীরাধার নিকট আসিয়া সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক উঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥

পথি পথি প্রতি বর্ত্মনি তব কিঙ্করীজনানাং পদতলে বিলুণ্ঠিতম্ অর্পিতমিত্যর্থঃ মস্তকস্থং ময়ূরপুচ্ছং যেন তম্। অশ্রুযুক্তং নয়নং যস্য তম্ অবনীলোচনম্ অধোবদনমিত্যর্থঃ অতিপাণ্ডুরে শুভ্রে ( বিরহ-বিধুরত্বাৎ ) কোমলে চ গণ্ডস্থলে যস্য তম্। খ।

বিষমকুসুম-শরস্য পঞ্চবাণস্য শরভরেণ বাণাঘাতেন জর্জ্জরম্ অতিজীর্ণম্ অতি-সুকোমলং দেহং যস্য। অনবরতং তব সঙ্গমরসেষু লালসং লুব্ধং মনো যস্য তম্, অবশাঙ্গং ধৈর্য্যরহিতম্। গ।

অপরূপ-কোটি-মন্মথমথনানাং গুণানাং লাবন্যানাঞ্চ মূল-স্বরূপম্। গলদভিধানং সগদ্গদবাক্যং তব পদদাসতয়া তব পদ-দাস্যত্বে নিজদেহং সমর্পিতবন্তম্। ঘ।

হে নাগরি ! নিভৃত-নিকুঞ্জতলে নিভৃত-নিকুঞ্জাভ্যন্তরে ইতি যাবৎ তব নাম-পদানি নামাক্ষরাণি জপন্তং, তব রূপ-বিলাসং সংস্মরন্তং সন্তং সাশ্রুতয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনেন ইতি যাবৎ নিবসন্তম্। ঙ।

ত্বয়ি তব বিষয়ে স্বাভাবিকানুরাগেণ বিকলম্, অপি নিশ্চিতং ন স্মৃততনুগেহং দেহগেহ-স্মৃতিরহিতম্। অনলঙ্কৃতম্ অভূষিতম্ অমার্জ্জিতম্ অসংস্কৃতঞ্চ অথচ কলিতং গৃহীতম্ উজ্জ্বলপীতবসনং যত্র তথাভূতং শ্রেষ্ঠতনুম্। চ।

প্রাণকোটিভিঃ সুনির্ম্মঞ্ছিতঃ সুমনোহরশ্চ তব পদ-নখরকান্তি-লবো যেন তম্। সতৃষ্ণং যথা স্যাৎ তথা তব আলিঙ্গনরসস্য পরমাকাঙ্ক্ষয়া ধৃতং জীবনং যেন। ছ।

শ্রীবৃষভানুনন্দিন্যাঃ চরণ এব জীবনং যস্য তস্য রসপ্রদস্য সরস্বতিপাদস্য গীতং পঠিতং সৎ তদ্রসমূর্ত্তেঃ শ্রীবৃষভানুসুতায়াঃ চরণকমলে উদারম্ উন্নতং ভাবং জনয়তু প্রকটয়তু। জ।

---

হে প্রিয়সখী রাধে ! আজ বড়ই মনের আবেগে তোমাকে কয়েকটী কথা বলিতে আসিয়াছি, একটু মন দিয়া শ্রবণ কর ; যাহা দেখিয়া বা শুনিয়া আসিলাম, তাহা প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই, কি বলিব সখি ! সতত অভিলাষিণী লক্ষ্মী প্রভৃতি কোটি কোটি বিলাসিনী রমণীগণকে চিরকালের জন্য দূরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল তোমার চরণকমলের সৌরভের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। ব্রজের পথে পথে তোমার কোনও দাসীজনের দর্শন পাইবামাত্র তোমার প্রাপ্তির আশায় ব্যস্তসমস্তভাবে তাহাদের চরণতলে নিজমস্তকের ময়ূরপুচ্ছ-চূড়াটি লুণ্ঠিত করিয়া গলদশ্রু-লোচনে অধোবদনে দাঁড়াইয়া থাকে। তাহার সুকোমলগণ্ডস্থল বিরহ-কাতরতায় পাণ্ডুরবর্ণ, বদনমণ্ডল অতিশয় মলিন, আহা মরি ! অতি সুকুমার শরীরটী মদনবাণাঘাতে জর্জ্জরিত, নিরন্তর তোমার সঙ্গমরস লালসায়

অয়ি কিমপি কুরু ত্বং রক্ষ লোকঞ্চ ধর্ম্মং
মম তু সখি! গতৈব প্রায়শো জীবিতাশা।
মরকতমণিভাসা তেন জাম্বূনদাভাম্
তব যদি নহি বীক্ষে ভূয়সীমঙ্কভূষাম্॥ ৬১॥

---

অয়ি সখি রাধে! তব নিজধর্ম্মং রক্ষ লোকং লোকলজ্জাঞ্চ রক্ষ অথবা ত্বং কিমপি কুরু, কিন্তু মরকতমণিভাসা নীলমণিনিভেন তেন কৃষ্ণেন তব জাম্বূনদাভাং তপ্ত-কাঞ্চন-কান্তিং ভূয়সীম্ অতিপ্রচুরতরাম্ অঙ্কভূষাং ক্রোড়ীভূতাং যদি ন বীক্ষে হি নিশ্চিতং তদা মম জীবিতাশা প্রায়শো বাহুল্যেন গতা এব মম মরণমেব নিশ্চিতম্ ইতি ধ্বনিঃ। যদি মম জীবনম্ ইচ্ছসি তর্হি তূর্ণমেব শ্যামং পরিরম্ভস্ব ইত্যনুধ্বনিঃ॥ ৬১॥

---

মন অস্থির, এমন কি সময় সময় অবশাঙ্গ হইয়া পড়ে। কি বলিব সখি! যে জন কোটি কোটি কন্দর্পমোহন অদ্ভুত রূপগুণলাবণ্যের আকর-স্বরূপ, সে আজ প্রেমগদগদকণ্ঠে তোমার পদকমলের দাসত্বের জন্য দেহ, মন, প্রাণ অর্পণ করিতেছে, সেই নাগর নিকুঞ্জাভ্যন্তরে ভূমিতলে অবস্থান পূর্ব্বক তোমার রূপ, লাবণ্য, বিলাস প্রভৃতি ধ্যান করিতেছে আর সাশ্রুগদগদ-কণ্ঠে তোমার নামের এক একটী অক্ষর জপ করিতেছে। তোমার প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগরসে বিহ্বল হইয়া দেহ, গেহ পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে, অলঙ্কারাদি-পরিশূন্য অমন সুন্দর তনুখানির একবার মার্জ্জন পর্য্যন্ত নাই, কেবল তোমার বর্ণের সাদৃশ্য হেতু অতি উজ্জ্বল পীতবসনখানি পরম যত্নে ধারণ করিয়া আছে। কি বলিব রাধে! অতি মনোহর তোমার চরণ-নখরের কান্তির এক কণাকে কোটি কোটি প্রাণদ্বার নির্ম্মঞ্ছন করিতেছে। নিরন্তর একমাত্র তোমার আলিঙ্গন-রসের পরম লালসায় জীবন ধারণ করিয়া আছে। অতএব হে রাধে! আমার বিনীত অনুরোধ যে ঐরূপ পরম অনুরাগী রসিকশেখর ব্রজ-নব-যুবরাজকে ভজনা কর। কি আর বলিব, আমার বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া সত্বর অভিসার কর, আমার শপথ, মনের মধ্যে অন্য আর কোনও বিচার করিও না। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর চরণকমলই একমাত্র জীবন যাহার সেই সরস্বতীপাদ-বিরচিত এই গীতটী

মজ্জংস্তৎকুচকুঙ্কুমাঙ্ক-যমুনাতীর্থোদকে রেণুভিঃ
তস্যাঃ শ্রীপদ-পঙ্কজাঙ্কিতভুবঃ সর্ব্বাঙ্গমাগুণ্ঠয়ন্।
তদ্দ্বার্য্যেব গতাগতিং বিরচয়ন্ নিত্যং সতৃষ্ণেক্ষণঃ
কোঽপি শ্যাম-কিশোরকো ব্রজপুর-স্ত্রীলম্পটঃ পাতু বঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি সঙ্গীত-মাধবে রাধাসখ্যনুনয়ো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।

---

তস্যা রাধায়াঃ স্তনকুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ যমুনায়াঃ ঘট্টস্থ জলে মজ্জন্ অবগাহমানঃ তস্যাঃ চরণ-কমল-চিহ্নিতভূমেঃ রজোভিঃ সর্ব্বাঙ্গম্ আলিম্পন্ তথা সতৃষ্ণনয়ন স্তস্যা গৃহদ্বারি এব নিত্যম্ অনুক্ষণং যাতায়াতং কুর্ব্বন্ কোঽপি পরমোৎকণ্ঠঃ শ্যামঃ নবকিশোরঃ ব্রজপুররমণীনাং রতহিণ্ডকঃ বঃ যুষ্মান্ পাতু স্বলীলা-বিলাসাদিদর্শনদানেন কৃতার্থীকরোতু ॥ ৬২ ॥

---

গান বা পাঠ করিলে সেই পরম রসময়ী শ্রীরাধার চরণকমলে উন্নত অর্থাৎ উজ্জ্বলভাব জন্মাইয়া থাকে।

যদি বল আমি সতী কুলবতী ; আমার ধর্ম্ম, লোকলজ্জা, গুরুজনভীতি, এ সমস্ত আমি কি করিয়া ত্যাগ করিব ? হে প্রাণসখি ! আমি আর কি বলিব, তোমার ধর্ম্ম, লোক-লজ্জা, গুরুজন-ভয় সব রক্ষা কর, অথবা তোমার যাহা ইচ্ছা কর, আমার শেষ কথা, যদি সেই উজ্জ্বলনীলমণি-নিভ শ্যাম অঙ্গের সহিত তোমার এই তপ্ত কাঞ্চন-কান্তির প্রচুরতর অঙ্কভূষা অর্থাৎ জাম্বূনদ-স্বর্ণ-বিজড়িত নীলমণি যদি আমি নয়ন ভরিয়া দেখিতে না পাই, তবে আমার জীবনের আশা প্রায় শেষ। যদি আমার জীবন রক্ষা করার তোমার ইচ্ছা থাকে, তবে কোনও বিচার না করিয়া একবার দৃঢ় আলিঙ্গন-দানে তাহাকে কৃতার্থ কর ॥ ৬১ ॥

শ্রীরাধার স্তনকুঙ্কুম-পরিরঞ্জিত যমুনার ঘাটের জলে মজ্জনশীল, তাঁহার শ্রীচরণকমলাঙ্কিত ভূমির রজের দ্বারা পরিলিপ্ত-সর্ব্বাঙ্গ এবং সতৃষ্ণ নয়নে তাহার দরজায় সর্ব্বদা যাতায়াত-কারী কোনও পরম অনুরাগী ব্রজরমণী-লম্পট শ্যাম নবকিশোর নিজলীলা-বিলাসাদি-দর্শনদানে তোমাদিগকে পরিপোষণ করুন ॥ ৬২ ॥

---

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

# শ্রীশ্রীসঙ্গীত-মাধবম্

## ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

### চতুররাধেশঃ।

অতি-মধুর-বিচিত্র-ভ্রূলতানর্ত্তনেন
সুরত-সমর-সৌখ্যং খেলয়ন্তীং মনোজং।
ললিতগতি-বিলাসৈ নূপুরক্কাণরম্যৈঃ
ক্ষণমনু নহি-রাধাং মাধবো ধৈর্য্যমাধাৎ ॥ ৬৩ ॥

বহিঃ কিং নির্যায়াদপি ন ভবিতা তদ্গুরুজনঃ
কিমু স্মিত্বা ময়ি কুটিলদৃষ্টিং রচয়িতা।
বিলম্ব্য স্থানাদপ্যধিককপটেন প্রিয়সখী-
রথাপৃচ্ছেন্ মুগ্ধা নবঘনরুচিঃ কোঽয়মিতি মাম্ ॥ ৬৪ ॥

---

অতিসুমধুর-চাতুর্য্যপূর্ণ-ভ্রূধনো নর্টনেন নূপুরয়ো র্ধ্বনিভিঃ রমণীয়ৈ র্মনোহর-গমন-ভঙ্গিভিঃ রতিযুদ্ধে পরমসুখোৎপাদকম্ অনঙ্গং জনয়ন্তীং রাধাম্ অনু লক্ষ্যীকৃত্য মাধবঃ ক্ষণং ক্ষণকালমপি ধৈর্য্যং ন হি আধাৎ প্রাপ্তবান্॥ ৬৩॥

তদ্গুরুজন স্তস্যাঃ শ্বশ্রূাদি র্ন ভবিতা সমীপং ন স্থাস্যতীত্যর্থঃ। অপি সম্ভাবনায়াং, সা কিং বহি র্নির্যায়াৎ নির্গতা স্যাৎ। স্মিত্বা স্মিত্বা ময়ি কিমু কুটিল-দৃষ্টিং বক্র-দৃষ্টিং

---

যিনি রতি-সমরকালে অতি সুমধুর-চাতুর্য্যপূর্ণ ভ্রূধনুর নটনের দ্বারা পরম সুখ উৎপাদন করিয়া থাকেন, যাঁহার গমনভঙ্গিতে এবং পরম রমণীয় নূপুরের ধ্বনি-বিশেষে নাগরেন্দ্রের মনে মনসিজ-রসসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠে, সেই শ্রীরাধিকাকে লক্ষ্য করিয়া মাধব এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারিতেছেন না ॥ ৬৩ ॥

ইতি বহুবিধ-চিন্তাব্যাকুলো গোকুলেন্দুঃ
শ্রমজ-সলিল-বিন্দু- শ্রীমুখ স্ত্যক্তবন্ধুঃ।
ব্রজপুর উপহূতামুৎসবে ক্বাপি যান্তীং
রহসি নিজসখীভি র্বীক্ষ্য রাধাং জগাদ ॥ ৬৫ ॥

করিষ্যতি। অথ সমুচ্চয়ে মুগ্ধা বিচারবিমূঢ়া অধিককপটেন অতিচ্ছলাৎ বিলম্ব্য স্বস্থানাদেব মাং দৃষ্ট্বেতি শেষঃ। নবজলধরকান্তিঃ অয়ং কঃ ইতি ললিতাদ্যাঃ প্রিয়সখীঃ আপৃচ্ছেৎ ॥ ৬৪ ॥

ইত্থং নানাপ্রকারচিন্তামগ্নঃ ঘর্ম্মবিন্দু-ব্যাপ্তবদনঃ নিঃসঙ্গঃ গোকুলচন্দ্রঃ ব্রজপুরে কস্মিংশ্চিৎ উৎসবে আমন্ত্রিতাং নিজ-সহচরীভিঃ সহ নির্জ্জনে গচ্ছন্তীং রাধাং দৃষ্ট্বা জগাদ অবদৎ ॥ ৬৫ ॥

দিবানিশি শ্যামসুন্দরের মনে একমাত্র শ্রীরাধা ছাড়া আর কোন বস্তুই স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না, কখনও মনে বিচার করিতেছেন—তাহার গুরুজন অর্থাৎ শাশুড়ী প্রভৃতি কি তাহার নিকটে কেহ উপস্থিত নাই ? আবার ভাবিতেছেন সে কি বাহিরে বাহির হইয়া পড়িয়াছে ? আমার ভাগ্যে এমন কি সম্ভব হইবে যে সে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে আমার প্রতি কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিবে ? অথবা আমার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে না পারিয়া স্বস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক বিমুগ্ধভাবে আমাকে লক্ষ্য করিয়া নিজ প্রিয়সখী ললিতা প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিবে "হে সখীগণ ! এই নবজলধর কান্তি সুন্দর যুবা কে ?" ॥ ৬৪ ॥

এই প্রকার বহুবিধ চিন্তায় ব্যাকুল-হৃদয়, ঘর্ম্মবিন্দু-পরিব্যাপ্ত-বদন গোকুল-চন্দ্র নিজ সখাগণের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোনও নির্জ্জন স্থানে রাস্তার নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন ; এই সময় শ্রীরাধিকা ব্রজপুরের কোনও বিশেষ উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিতা হইয়া নিজসখীগণের সহিত যাইতেছেন দেখিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥

**শ্যাম গুর্জ্জরীরাগেণ গীয়তে।**

দেহি বিবৃত্য কৃপামৃত-দৃষ্টিং
শময় মম স্মর-শরশিখি-বৃষ্টিম্ ॥ ক ॥
রাধে ব্রজপতি-নন্দকুমারং।
পরিচিনু মামধিগতরসসারম্ ॥ ধ্রু ॥
দর্শয় হাস্য-মনোহরমাস্যং।
বিতর সুখাকর-কোটি-সুহাস্যম্ ॥ খ ॥
ত্বয়ি রুচি-দায়িনি সুচিরধৃতাশং।
কিমপি সমাদিশ নিজপদদাসম্ ॥ গ ॥
তব কুচ-পরিরম্ভণ-রসলোলং।
মামবলোকয় গলিত-নিচোলম্ ॥ ঘ ॥
নিজকর-গত-তাম্বূলমখণ্ডং।
বিতর কৃপা যদি বিকসিত-গণ্ডম্ ॥ ঙ ॥
অভয়মলজ্জমনঙ্কুশচেষ্টং।
কথামিব পশ্যসি মম ন কৃতেষ্টম্ ॥ চ ॥
ভবতু মমাদ্য শুভরজনীয়ং।
তনু তব রতিসুখমনুভবনীয়ম্ ॥ ছ ॥
ইতি রসসার-সরস্বতি-গীতং।
রচয়তু হরিপদরসমুপনীতম্ ॥ জ ॥

---

হে রাধে! অধিগত-রসসারং শৃঙ্গাররসপারঙ্গমং ব্রজরাজ-নন্দস্য কুমারং মাং পরিচিনু বিদ্ধি। ধ্রু।

বিবৃত্য পরাবৃত্য ইতি যাবৎ কৃপামৃতাবলোকনং দেহি, ততো মম কামশরানলবৃষ্টিং শময় যথা নির্ব্বাপিতং স্যাৎ তথা কুরু ইত্যাশয়ঃ। ক।

হাস্যেন অতি-মনোহরং বদনং দর্শয়, চন্দ্রকোটিমনোহরম্ ইত্যর্থঃ। হাস্যং বিতর অর্পয়। খ।

হে রুচিদায়িনি! হে বাঞ্ছাপূর্ত্তিকারিণি! ত্বয়ি সুচিরং বহুকালং যথা স্যাৎ তথা ধৃতা আশা যেন তং নিজচরণ-কিঙ্করং মাং কিমপি অভূতপূর্ব্বম্ আজ্ঞাপয়। গ।

তব উন্নত-স্তনযুগস্য আলিঙ্গনরসে অতিচঞ্চলং মাং বিগলিত-বসনং যথা স্যাৎ তথা পশ্য। ঘ।

যদি কৃপা ভবতি তদা মৃদুস্মিতং তথা অখণ্ডং নিজহস্তস্থিত-তাম্বূলম্ অর্পয় যদ্বা প্রসারিতবদনং মাম্ অখণ্ডং তাম্বূলম্ অর্পয়। ঙ।

অভয়ং গতসাধ্বসং নির্লজ্জং নির্বাধচরিতং স্বতন্ত্রম্ ইতি যাবৎ মম বাঞ্ছিতং যদ্বা মৎকৃতং কার্য্যং তব ইষ্টং বাঞ্ছিতং চ কথমেব ন পশ্যসি ন অবলোকয়সি। চ।

অদ্য মম ইয়ং রজনী রাত্রিঃ শুভা শুভঙ্করী যত স্তব তনু মনাগপি রতিসুখং সঙ্গমসুখম্ অনুভবনীয়ং ভবতু আস্বাদ্যং স্যাৎ। ছ।

ইতি রসসার-সরস্বতি-গীতং পরমরসপূর্ণ-গীতম্ উপনীতং মূর্ত্তিমন্তং হরিপদরসং রচয়তু জনয়তু। জ।

---

হে প্রেমময়ি রাধে! আমি মন্মথ-চক্রবর্ত্তীর কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া উহার বিষম শরবর্ষাতে জর্জ্জরিত হইয়াছি,—একবার ফিরে চাও, কৃপামৃত-দৃষ্টিদানে আমার সেই জ্বালা প্রশমিত কর। রাধে! যদি বল 'তুমি কে?' শ্রবণ কর, ব্রজপতি-গোপরাজনন্দন পরম রসিক-শিরোমণি বলিয়া আমাকে জান। মৃদু মধুর হাসিযুক্ত কোটি-সুধাকর-বিনিন্দিত মুখচন্দ্র-দর্শন করাও, এবং হাস্যসুধা-বিতরণে হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ কর, হে পরমাভীষ্ট-প্রদায়িনি! আমি বহুকাল হইতে তোমার চরণকমলের মকরন্দের আশায় জীবন ধারণ করিয়া আছি। আমাকে তোমার ক্রীতদাস জানিয়া কোনও অনির্ব্বচনীয় আদেশ কর। হে রাধে! এই দেখ, আমি তোমার উন্নত পয়োধর-যুগলের আলিঙ্গনরস-লোভে চঞ্চল হইয়া বসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বসিয়া আছি। হে রসময়ি! যদি কৃপা হয়, তবে সুস্মিত বদনে নিজ হস্তস্থিত অখণ্ড তাম্বূলটী আমার মুখে অর্পণ কর। নির্ভয় অতিশয় নির্লজ্জ, পরম স্বতন্ত্র আমার নিজের অভিলাষের প্রতি একবার দৃষ্টি করিতেছ না কেন? আমার আজ পরম সুপ্রভাত, আজিকার রজনী আমার পক্ষে অতিশয় শুভঙ্করী, যেহেতু কিঞ্চিৎ মাত্রও তোমার সঙ্গম-সুখ অনুভব করিব। এই প্রকার পরম রসপ্রদ সরস্বতী-বিরচিত গানটী রসিক জনের প্রাণে সাক্ষাৎ শ্রীহরি-পাদপদ্মে উজ্জ্বল রস জন্মাইয়া দিউক॥

বদ বহুতররুক্ষং পশ্য মাং শোণদৃষ্ট্যা
কুরু চরণ-প্রহারং গচ্ছ বা সাবহেলং।
প্রমদ-মদনমাঞ্জন্মুগ্ধবাহ্যান্তরাত্মা
ন খলু ন খলু কৃষ্ণো রাধিকে ত্বাং জহাতি ॥ ৬৬ ॥

নহি নৃপাতিভয়ং মে নো পুন র্লোকলজ্জা
ন চ মম কুলশীল-খ্যাতি-রক্ষাদ্যপেক্ষা।
তব কুটিল-কটাক্ষৈ স্তীক্ষ্ণবাণৈঃ ক্ষতোঽহং
তব কুচপরিরম্ভেণৈব জীবামি রাধে ॥ ৬৭ ॥

---

হে রাধিকে! অতিশয়-পরুষ-বচনং ব্রূহি, আরক্তনয়নেন মাং পশ্য অবলোকয়, পাদ-প্রহারং কুরু সাবজ্ঞং যথা স্যাৎ তথা গচ্ছ বা ; প্রবলতর-কামেন উন্মত্তঃ মোহিতশ্চ বাহ্যাভ্যন্তরাত্মা যস্য স কৃষ্ণঃ ত্বাং ন খলু অতিনিশ্চিতং ন ত্যজতি কদাপি ন পরিহরতীত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

হি নিশ্চিতং হে রাধে মে মম রাজভয়ং নাস্তি, কিংবা লোকলজ্জাপি নাস্তি, মম কুল-স্বভাব-যশোজীবনাদীনামপি অপেক্ষা নাস্তিতরাং, তব বক্রকটাক্ষরূপ-শাণিত-শরৈরহং সুবিদ্ধঃ, অত স্তব স্তনালিঙ্গনেনৈব জীবামি, স্বেচ্ছয়া সমালিঙ্গ্য মাং জীবয়েত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

---

হে রাধে! বহু বহু কটুবাক্যই বল, অথবা আরক্ত নয়নে ক্রূরদৃষ্টিই নিক্ষেপ কর কিংবা আমার বাক্যে অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া যাও, এমন কি যদি পাদপ্রহারও কর, তথাপি প্রবলতর মদনমদোন্মত্ত-বাহ্যাভ্যন্তর এই শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে কখনও পরিত্যাগ করিবে না—ইহা নিশ্চয় জানিও ॥ ৬৬ ॥

যদি বল তোমার কোন রাজভয় বা লোকলজ্জা প্রভৃতির অপেক্ষা নাই ? রাধে! আমি কোন রাজার ভয় করি না, লোকলজ্জা বা কুলশীল, যশ, প্রতিপত্তি, এমন কি প্রাণ-পর্য্যন্তেরও অপেক্ষা আমি করি না ; কারণ তোমার-কুটিল কটাক্ষরূপ সুতীক্ষ্ণ বাণাঘাতে ক্ষতবিক্ষত-হৃদয় আমি একমাত্র তোমার উত্তুঙ্গ পয়োধর-যুগলের সুদৃঢ় আলিঙ্গনের আশায় জীবন ধারণ করিয়া আছি ॥ ৬৭ ॥

অথ প্রেমরসাগাধা রাধা সাধারণক্রমাৎ।
প্রাহ প্রিয়সখীমেতদুপশৃণ্বতি মাধবে॥ ৬৮॥

## মালব-গৌড়রাগেণ গীয়তে।

ভুবন-বিদিত-পরিশুদ্ধ-কুলদ্বয়ং মনাগপি ন ধৃত-কলঙ্কং।
মম চ সুবিশ্রুত-শীলমহোদয়মবধারয় গতশঙ্কম্॥ ক॥
সখি হে বারয় ব্রজপতি-সূনুং।
নহি পরপুরুষে মম মতি রুদয়েদ্ যদি কলয়ে নিশি ভানুং॥ ধ্রু॥
গোকুল-ভদ্র কৃতোহস্তু ন যুজ্যত ইয়মতি দুর্নয়-লীলা।
রাজনি নষ্টগুণেহপি বিরাজতি কিমু রতি-রসিক-সুশীলা॥ খ
তিষ্ঠতি পথমবরুধ্য তথাঞ্চল-মপি কলয়িতুমনুসারী।
সকলমিদং বিনিবেদয় নিজসুতমবতু ব্রজেশ্বর-নারী॥ গ॥
নাস্তু কৃতে বিদধামি সুখং সখি যমুনানীর-বিগাহং।
কিমফলচাটুশতং কুরুতে ময়ি যদতিনিয়ম-কঠিনাহম্॥ ঘ॥
বৃন্দাবন-বিপিনেহতিপ্রফুল্লিত-নবনব-মল্লিবিতানং।
প্রতিদিনমহমুপযামি কুসুমচয় ইহ প্রতিষেধতি যানম্॥ ঙ॥
নিদ্রিতবতি জননিকরে যদি মম গৃহময়মেতি নিশান্তে।
অহমতি জাগরণেন কৃতস্থিতিরপি ভবিতাস্মি নিশান্তে॥ চ॥
যদি নহি-নহি-বচনেন কথঞ্চন ধাস্যতি সখি মম বাহুং।
কলয়সি যদি মম সত্যমহো সখি!-মোহততিং ত্বরণাহম্॥ ছ॥
ইতি রসসার-সরস্বতি-বর্ণিত-রাধাবচন-বিলাসং-
-অতিচতুরায়িত-চারুতরঙ্গিরমুপগায়ত সবিলাসম্॥ জ॥

---

অথানন্তরং প্রেমরসেষু পরমগম্ভীরাশয়া রাধা মাধবং সংশ্রাব্য ইতি যাবৎ সাবহেলনং যথা স্যাৎ তথা প্রিয়সখীম্ এতৎ বক্ষ্যমাণং জগাদ॥ ৬৮॥

---

শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ কথা শ্রবণানন্তর প্রেমরসে পরম গম্ভীরাশয়া শ্রীরাধা, মাধবকে শুনাইয়া শুনাইয়া একটু অবজ্ঞার সহিতই যেন প্রিয় সহচরীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এইরূপ বলিলেন॥ ৬৮॥

হে সখি ললিতে! নন্দনন্দনং নিবারয়। যদি রাত্রাবপি সূর্য্যং পশ্যেয়ম্ তথাপি পরপুরুষে মম স্পৃহা হি নিশ্চিতং নো জায়েত। ধ্রু।

যতো মম ভুবনে জগতি পরিশুদ্ধং নির্ম্মলঞ্চ কুলদ্বয়ং পতিকুলং পিতৃকুলং চ সর্ব্বথৈব অঘোষিত-কলঙ্কং। মম চ সুবিখ্যাত-স্বভাবসৌভাগ্যাদিকং গতশঙ্কং যথা স্যাং তথা নিশ্চিনু হি। ক।

গোকুলমঙ্গলকারিণোঽস্য ইয়ং পরস্ত্রী-ধর্ষণ-লীলা ন সাম্প্রতং। দুশ্চরিত্রে নৃপেঽপি সুরতরসবিদগ্ধা সুচরিত্রা চ নারী কিমু বিরাজতি ?। খ।

গমনাগমনপথং নিরুধ্য তিষ্ঠতি তথা বসনাঞ্চলমপি ধর্ত্তুমনুগামী ভবতি। ইদং সর্ব্বং বিজ্ঞাপয় ব্রজেশ্বরী নিজ-নন্দনং দুর্নয়ান্নিবারয়তু। গ।

হে সখি! অস্য উৎপাতাৎ সুখং যথা স্যাৎ তথা যমুনা-জলাবগাহনং ন করোমি। ময়ি বৃথা কথং চাটুবাক্যশতং বিস্তারয়তি, যস্মাৎ অহম্ অতি নিয়মকঠিনা পাতিব্রত্যশীলা। ঘ।

ইহ বৃন্দাবনবনে প্রস্ফুটিতনবনবমল্লিকারাশি বর্ত্ততে, অহং পুষ্পচয়নার্থং প্রতিদিনম্ আগচ্ছামি, অসৌ পন্থানম্ অবরুণদ্ধি। ঙ।

গুরুজন-সমূহে সুপ্তবতি সতি নিশান্তে যদি অয়ং মম গৃহমেতি। ইত্যাশঙ্ক্য উষঃকালাবধি অহমতিশয়-জাগরণেন গৃহে অবস্থিতাস্মি। চ।

হে সখি নহি-নহি-বচনেন পুনঃ পুনঃ নিষেধেপি বলাৎকৃত্য যদি মম ভুজং ধাস্যতি গ্রহীষ্যতি, মম সত্যং শৃণোষি চেৎ অহো বিস্ময়ে তদা অহং মূর্চ্ছামেব শরণং যামি ( বৃন্দাবনেত্যাদি বাক্যেষু স্বাভিলাষ-সঙ্কেতং সূচয়তীতি ভাবঃ )। ছ।

ইত্থং রসবিনির্য্যাসং সরস্বতিপাদ-বর্ণিতং সুবৈদগ্ধিপূর্ণং মনোহরঞ্চ রাধায়া বাগ্বিলাসং সবিলাসং যথা স্যাৎ তথা চিরম্ উপগায়ত। জ।

---

হে সখি ললিতে! নন্দনন্দনকে বারণ কর, রাজার নন্দন হইয়া এইরূপ অসৎ আগ্রহ করা ইঁহার পক্ষে সঙ্গত কি? ইনি কি জানেন না যে জগদ্বিখ্যাত অতি বিশুদ্ধ আমার পিতৃকুল এবং পতিকুল। কখন কোন শত্রু-মুখেও কেহ কুলদ্বয়ের কলঙ্ক শুনিতে পায় না। তৎপর তোমরা ত জান—আমার স্বভাব ও যশ প্রভৃতি সুবিখ্যাত, উঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল, নিশাকালে সূর্য্যের উদয় বরং সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর পরপুরুষে স্পৃহা বা আসক্তি কখনই হইতে পারে না। গোকুলের মঙ্গলকারী বলিয়া ব্রজরাজকুমারের খ্যাতি আছে, তাঁহার পক্ষে

কথয় সখি যশোদানন্দনং রাধিকা তে
পততি চরণমূলে মুগ্ধবালাং ক্ষমস্ব ।
স্মরবশ-কুলজায়াঃ কেলিরঙ্গ-প্রসঙ্গাৎ
বিরম কুরু সরামঃ কাননে নিত্য-খেলাম্ ॥ ৬৯ ॥

হে সখি ললিতে! যশোদানন্দনং কথয় রাধিকা তে তব চরণতলে পততি, মুগ্ধবালাম্ অবলাং ক্ষমস্ব, হে স্মরবশ হে মহাকামুকপ্রবর! কুলবত্যা বিলাস-রস-প্রসঙ্গাৎ বিরম। রামেণ বলরামেণ সহ বর্ত্তমানঃ বনে নিত্য-খেলাং গোচারণাদিকং কুরু যদ্বা কামুক্যা রমণ্যাঃ কেলিরঙ্গাৎ প্রসঙ্গাচ্চ বিরতঃ সন্ সরামঃ রাময়া আত্মসুখবিবর্জিতয়া শ্রেষ্ঠরমণ্যা সহ নিত্যখেলাং নিকুঞ্জবিলাসাদিকমঙ্গীকুর্ব্বিতি ভাবঃ ॥ ৬৯ ॥

এইরূপ পরস্ত্রী-ধর্ষণলীলা কখনই সঙ্গত নহে। উঁহাকে বল যে হে সুরত রসপণ্ডিত! বল দেখি, রাজাও যদি দুশ্চরিত্র হয়, তাহা হইলে কখনও কুলবতী রমণী তাহাকে ভজনা করিয়া থাকে কি?

কি দুঃখের কথা, আমাদের যাতায়াতের পথ অবরোধ করিয়া তিনি দাঁড়াইয়া থাকেন; যদি বা কেহ পাশ কাটাইয়া যাইবার ইচ্ছা করে, তখন বস্ত্রাঞ্চল ধরিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। আর সহ্য করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল, সুতরাং সখি! এই সমস্ত ব্রজেশ্বরীর নিকট নিবেদন কর, তিনি তাঁহার নিজ পুত্রকে এইরূপ দুর্নীতি হইতে রক্ষা করুন; সখি, আরও বলিবে যে ইঁহার উৎপাতে আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে যমুনা-স্নান করিতে পারিতেছি না। ইঁহাকে বুঝাইয়া বল, কেন আমার প্রতি বৃথা শত শত চাটুবাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। তোমরা ত জান, আমার প্রতিজ্ঞা কখনও মিথ্যা হইবার নয়। কি আশ্চর্য্য! এই বৃন্দাবনের বনমধ্যে কত কত নব-মল্লিকা প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, কাজেই দেবপূজার জন্য আমি প্রতিদিনই পুষ্পচয়ন-মানসে এস্থানে আগমন করি; কিন্তু ইনি সর্ব্বদাই বাধা দিয়া থাকেন। গুরুজন-পরিবৃত গৃহে শয়ন করিয়া থাকি, তাঁহারা সকলে নিদ্রা-ভিভূত হইয়া পড়েন, পাড়াপ্রতিবাসীরাও ঘুমাইয়া যায়, যদি সেই নিশান্ত-কালে ইনি আমার গৃহে আগমন করেন, এই ভয়ে আমি গৃহমধ্যে রাত্রি জাগরণ করিয়া থাকি। সখি! আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি, পুনঃ পুনঃ

শ্রবণেন নিপীয় রাধিকা-রস-বৈদগ্ধ্য-গভীর-ভারতীং।
ললিতাথ জগাদ নির্ভর-প্রণয়ানন্দরসাতিপেশলম্ ॥ ৭০ ॥

## গুর্জ্জরীরাগেণ গীয়তে।

নিপততি চরণে, গুঞ্জাভরণে, গোকুল রাজ কুমারে।
বিধুমুখি ভাগ্যং পরমবিমৃগ্যং, কিমপরমিহ সংসারে ॥ ক ॥

অথানন্তরং ললিতা রাধিকায়া রসচাতুর্য্যৈর্গভীরাং গাম্ভীর্য্যপূর্ণাং ভাষাং শ্রবণাঞ্জলিনা নিপীয় আস্বাদ্য অতিশয়-প্রেমানন্দরসেন সুমনোহরং যথা স্যাং তথা জগাদ বক্ষ্যমাণং গীতবতী ॥ ৭০ ॥

হে চন্দ্রাননে গুঞ্জাবিভূষিতে ব্রজনবযুবরাজে চরণে নিপততি সতি অস্মিন্ জগতি অন্যৎ কিং পরমং প্রার্থনীয়ং সৌভাগ্যং স্যাং। ক।

নিষেধ-সত্ত্বেও যদি বলপূর্ব্বক আমার হাত ধরিয়া ফেলে, তবে আমি একমাত্র মূর্চ্ছাদেবীর শরণাগত হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় দেখিতেছি না। [পুষ্পচয়ন প্রভৃতি বাক্যগুলি শ্রীরাধিকার স্বাভিলাষ-সঙ্কেত বলিয়াই মনে হয়।] এই প্রকার রস-নির্য্যাস সুবৈদগ্ধীপূর্ণ অতিমনোহর সরস্বতি-পাদ-প্রণীত শ্রীরাধিকার বচন-বিভঙ্গি রসিকভক্তগণ পরমানন্দে গান করিয়া সুখী হউন।

হে সখি! যশোদানন্দনকে বল যে, শ্রীরাধিকা তোমার চরণতলে পতিত হইতেছে, অবলা সরলা কুলবালাকে ক্ষমা কর, হে কামুক-প্রবর! তোমায় বিনতি করি, কুলবতী সতী রমণীদিগের কদর্থনরূপ বিলাস-প্রসঙ্গ হইতে বিরত হও, বলদেবচন্দ্রের সহিত বনে বনে নিত্য খেলা কর ॥ ৬৯ ॥

অনন্তর শ্রীললিতা দেবী শ্রীরাধিকার রসচাতুর্য্যপূর্ণ পরম গম্ভীরার্থ বাক্য-সকল শ্রবণাঞ্জলি দ্বারা পান করিয়া প্রেমানন্দ-রস-বিহ্বল হৃদয়ে এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ৭০ ॥

হে বিধুমুখি! গুঞ্জাভরণ-বিভূষিত রসময় ব্রজরাজকুমার চরণতলে পড়িয়া কত না কাকুতি মিনতি করিতেছে, বল দেখি এ সংসারে ইহা হইতে আর পরম প্রার্থনীয় সৌভাগ্য কি হইতে পারে?। ক।

| | | |
|---|---|---|
| শ্যাম-শরীরে, | মদনাধীরে, | ন কুরু হঠং সখি রাধে ॥ ধ্রু । |
| নিরবধি সদয়ে, | দুঃখিত-হৃদয়ে, | প্রকটয় করুণাস্তোকং । |
| ন গণয় লোকং, | নাশয় শোকং, | কুরু সস্মিতমবলোকং ॥ খ ॥ |
| পরিহৃত-সকলং | প্রিয়মতিবিকলং, | ঘন-ঘন-কৃতনিঃশ্বাসং । |
| প্রতিপদমধুরং, | স্মর-শরবিধুরং, | জীবয় নিজপদ-দাসং ॥ খ ॥ |
| মা বদ পরুষং, | কুরুময়ি ন রুষং, | বিরচয় ন ভ্রূভঙ্গীং । |
| হরিমুখকমলে, | নবরসবিমলে, | খেলয় লোচনভৃঙ্গীং ॥ ঘ ॥ |
| দর্শয় বদনং, | বিকসিত-মদনং, | রাকাচন্দ্র-মনোজ্ঞং । |
| বঞ্চয় ন জনং, | নিজমতিসুজনং, | ললিতানঙ্গরসজ্ঞং ॥ ঙ ॥ |
| ব্রজপতি-তনয়ে, | কৃতবহুবিনয়ে, | ত্রিভুবন-মোহনরূপে । |
| নেয়মুপেক্ষা, | তব শুভকক্ষা, | জাগ্রতি মন্মথভূপে ॥ চ ॥ |
| নিগদ রহস্যং, | দয়িত-বয়স্যং, | পরিরচয়েঙ্গিতমল্লং । |
| ভ্রমদলিপুঞ্জং, | অনু নবকুঞ্জং, | কুরু সখি কিশলয়তল্লম্ ॥ ছ ॥ |
| শ্রুতিহরচরিতা, | মধুরিম-ভরিতা, | মঞ্জুলরসমঞ্জূষা । |
| রসদ-সরস্বতি | বাগতিমধুমতী | ভবতু সতত-শ্রুতিভূষা ॥ জ ॥ |

হে সখি রাধে কামেনাতিচঞ্চলে শ্যামসুন্দরে হঠং ন কুরু । ধ্রু।

সন্ততং পরমানুকূলে ক্ষুব্ধচিত্তে করুণাকণং বিতর। লোকাপেক্ষাং ত্যজ, অস্য আধিং দূরীকুরু সহাস্যম্ অবলোকয় । খ।

পরিত্যক্ত-সর্ব্বস্বম্ অতিকাতরং মুহুর্মুহুঃ কৃতদীর্ঘশ্বাসং সুমধুরভাষিণং কামবাণ-পীড়িতং চ নিজচরণকিঙ্করং প্রিয়তমং সমাশ্বসীহি । গ।

রুক্ষং ন কথয়, ময়ি ক্রোধং ন কুরু, বক্রদৃষ্টিং মা কুরু। মধুর-রসপূরিতে কৃষ্ণ-মুখপদ্মে নয়নভ্রমরীং খেলয় । ঘ।

পূর্ণ-চন্দ্রাদপি মনোহরং কামোদ্দীপকং মুখং দর্শয়, মনোহর-শৃঙ্গার-রস-ভূপম্ অতি-সুশীলং নিজজনং ন বঞ্চয় । ঙ।

মহা-মন্মথ-রাজ্ঞি জাগরূকে সতি ভুবনসুন্দরে বহুবিনয়ান্বিতে চ নন্দনন্দনে ইয়মবহেলা তব বিষয়ে শুভকরী ন স্যাৎ । চ।

প্রিয়-সুহৃদং হৃদয়-রহস্যং বদ। স্বল্পমপি সঙ্কেতং কুরু, গুঞ্জদলিসমূহং নিভৃতনিকুঞ্জমনু লক্ষ্যীকৃত্য পল্লব-শয়নং বিরচয় । ছ।

শ্রবণাকর্ষিণী মাধুর্য্যপরিপূর্ণা মনোহর-রসপেটিকা সরস্বতিপাদস্থ অতিসুমধুরা রসময়ী বাণী রসিকানাং কর্ণযুগলম্ অলঙ্করোতু। জ।

---

তাই বলি সখি রাধে! কামবাণে প্রপীড়িত কোমলহৃদয় শ্যামসুন্দরে আর হঠ করিও না; তোমারই অনুগত জন, অত দুঃখ ভোগ করিতেছে, ইহা কি ভাল দেখায়?

হে করুণাময়ি! একটু করুণাকণা বিতরণ কর। সামান্য লোকাপেক্ষা-পরিত্যাগপূর্ব্বক হাসিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ইহার সকল প্রকার দুঃখ দূর কর। আহা মরি! মরি!! সকল বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তোমার চরণাশ্রয়-মানসে অতিশয় ব্যাকুলহৃদয় প্রিয়তমের প্রতি একটু লক্ষ্য কর। দেখ দেখ, কামবাণে জর্জ্জরিত হইয়া কেমন ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়িতেছে, অমন পরম মধুর রসিক-মুকুটমণি নিজ দাসকে একবার বাঁচাও, বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আর অমন কটু বচন বলিও না। আমি তোমায় হিতকথা বলি, আমার প্রতি রাগ করিও না। নব রসে ঢর ঢর কৃষ্ণমুখকমলে নিজ নয়ন-ভ্রমরীকে একবার খেলা করাও, তৃষিত চকোরের ন্যায় পরম-চঞ্চল নাগরচন্দ্রকে শারদীয় পূর্ণচন্দ্র হইতেও মনোহর কামসুধা-রসবর্ষি বদনমণ্ডল একবার দর্শন করাও। মনোমোহন মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার-রসরাজে পরম সুশীল নিজজনকে বঞ্চনা করিও না। হে সখি রাধে! শোন, মহামন্মথ-চক্রবর্ত্তী জাগ্রত থাকা সত্ত্বেও অত বিনয়ান্বিত ভুবন-মোহন ব্রজযুবরাজের প্রতি এইরূপ উপেক্ষা তোমার পক্ষে ভাল হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না, পশ্চাতে আবার বিষম দুঃখ ভোগ করিতে হইবে; তাই বলি নিজ প্রিয় বয়স্যকে কিঞ্চিৎমাত্রও রহস্য কথা বল, অতি অল্পমাত্রও ইঙ্গিত করিয়া উহাকে শান্ত কর; শেষ কথা বলি, হে রসময়ি! সম্মুখবর্ত্তী ভ্রমরমালা-পরিশোভিত মধুর নিভৃত নিকুঞ্জ মধ্যে সুকোমল পল্লব-শয্যা রচনা কর। হে রসিক ভক্তগণ, শ্রবণাকর্ষিণী পরম-মাধুর্য্য-রস-পরিপূর্ণা, মনোহররস-পেটিকা-স্বরূপা শ্রীসরস্বতিপাদের অতি সুমধুরা রসময়ী বাণী তোমাদিগের কর্ণযুগল অলঙ্কৃত করুক॥

ত্রসসি কিমু সখি ত্বং নৈব পীতাম্বরাত্তে
কুচযুগমপরস্য স্পর্শযোগ্যং কথঞ্চিৎ।
বদন-কমলগন্ধৈঃ কৃষ্ণভৃঙ্গোঽয়মঙ্ঘ্রৌ
ভ্রমতি তব কথংবা মন্যতাং বারণানি॥ ৭১ ॥
কোঽয়ং দ্বারি বিধুঃ প্রিয়ালি তদসাবালম্বতামম্বরং
বালে নায়ক এষ তে কিল তদা হারান্তরে তিষ্ঠতু।
মুগ্ধে মাধব এষ হন্ত! বিপিন-ন্যস্তঃ কথং নো ভবেদ্
রাধায়া ইতি বাক্ছলেন সহসাশ্লেষী হরিঃ পাতু বঃ॥ ৭২

ইতি সঙ্গীত-মাধবে চতুররাধেশো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

হে সখি রাধে! ত্বং কথং বিভেষি? তব স্তন-যুগলং পীতাম্বরাৎ কৃষ্ণাৎ মত্তঃ অন্যস্য কথঞ্চিদপি স্পর্শনীয়ং ন স্যাৎ। অয়ং কৃষ্ণভ্রমর স্তব মুখকমল-সৌরভে শ্চরণে ভ্রমতি অতস্তব নিষেধং কথং শৃণুয়াৎ। (নবরসোন্মত্তস্য কৃষ্ণস্য স্বাভিলাষং-সগর্ব্ব-বচনমিদম্)॥ ৭১॥

প্রিয়সখি! দ্বারি দ্বারদেশে অয়ং কঃ। [সখী রাধে] অয়ং বিধুঃ কৃষ্ণচন্দ্রঃ। রাধা তু চন্দ্রং মত্বাঽব্রবীৎ—সখি! তর্হি অসৌ অম্বরম্ আকাশং অবলম্বতাম্।

সখী—হে মুগ্ধে অয়ং তে তব নায়কঃ নাগরঃ।

রাধা—(শ্লেষে) যদি নায়কমণিরয়ং তদা হারমধ্যে এব তিষ্ঠতু।

সখী—হে সরলে, এষ মাধবঃ।

ললিতা দেবীর কথা শেষ হইতে না হইতেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধিকার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া গর্ব্বভরে স্বাভিলাষ প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—সখি রাধে! তুমি কেন বৃথা ভীতা হইতেছ? নিজের বক্ষঃস্থলে হাত দিয়া বলিতেছি—এই পীতাম্বর রসময় কৃষ্ণ ভিন্ন তোমার এই উত্তুঙ্গ স্তন-যুগলের স্পর্শাধিকার অন্য কাহারও হইতে পারিবে না, নিশ্চয় জানিও। কি বলিব, এই কৃষ্ণ-ভ্রমর তোমার বদন-কমলের গন্ধে উন্মত্ত হইয়া তোমার চরণের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। বল দেখি, তোমার নিষেধ শুনিবে কেন?॥ ৭১॥

[গ্রন্থকর্ত্তা সরস্বতি-পাদ প্রকরণ প্রসঙ্গ ছাড়া কোনও একটী শ্লেষ-সূচক বাক্যের প্রয়োগ দ্বারা সর্গের শেষ করিয়া থাকেন, তাই এই শ্লোকের অবতারণা]।

রাধা—যদি এষ লক্ষ্মীপতিঃ নঃ অস্মাকং বনে যুষ্মাভিঃ কথং ন্যস্তঃ স্থাপিতঃ ভবেৎ? স্বাভিলাষপক্ষে তু অম্বরশব্দেন উরসো বস্ত্রং সূচিতং, হারান্তরে-শব্দেন চ বক্ষসীতি বোধ্যম্। নঃ অস্মাকং মাধবঃ নাগরশ্চেৎ তদা বিপিনে বহির্দেশে কথং দণ্ডায়মানস্তিষ্ঠেৎ কুঞ্জমধ্যে আগচ্ছতু ইতি ধ্বনিঃ। ইত্থং রাধায়াঃ চাতুর্য্যপূর্ণবাক্‌ছলেন সহসা হঠাৎ মৃদুমধুরহাস্যকৃৎ বা আলিঙ্গনকারী চ হরিঃ বো যুষ্মান্ অবতু আনন্দ-দানেন তোষয়তু॥ ৭২॥

---

শ্রীরাধিকা মৃদু হাসিতে হাসিতে সখীকে প্রশ্ন করিলেন—সখি! দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ও কে? সখী বলিলেন, রাধে! ও বিধু অর্থাৎ কৃষ্ণ। রাধিকা বিধু-শব্দে চন্দ্র ধরিয়া বলিলেন, চন্দ্রই যদি হয়, তবে ভূতলে কেন, আকাশ অবলম্বন করুক। সখী বলিলেন, হে সরলে, এ যে তোমার নায়ক। রাধিকা নায়কশব্দে "হার"-মধ্যগত "মণি" অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, তবে দ্বারে কেন? হারের মধ্যে অবস্থান করুক। সখী বলিলেন, হে মুগ্ধে! এ যে মাধব, রাধিকা 'মাধব' শব্দে 'নারায়ণ' অর্থ-গ্রহণে বলিলেন, হে সখি! যদি ইনি শ্রীনারায়ণ হয়েন, তবে আমাদের বৃন্দাবনের মধ্যে স্থাপিত করিলে কেন? [স্বাভিলাষ-পক্ষে—অম্বর শব্দে স্তনাভরণবস্ত্র বিশেষ এবং হারান্তরে শব্দে বক্ষঃস্থলকেই বুঝাইতেছে এবং আমাদের মাধব অর্থাৎ নাগরই যদি হন, তবে আর বহির্দেশে বনমধ্যে অবস্থান করিতেছেন কেন? কুঞ্জমধ্যেই আগমন করুন না—ইহাই ধ্বনি।] শ্রীরাধিকার এইরূপ বাক্যভঙ্গিদ্বারা সহসা আলিঙ্গনকারী হরি তোমাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করুন॥ ৭২॥

---

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

# শ্রীশ্রীসঙ্গীত-মাধবম্

## সপ্তমঃ সর্গঃ।

### মুগ্ধমাধবঃ

গতায়াং রাধায়াং দ্রুতপদমপি স্বীয়ভবনং
সখী বা ন প্রেষ্ঠং স্বতনুরসমাভাষ্য কিমপি।
প্রবিষ্টঃ শ্রীবৃন্দাবন-বিপিনমানন্দ-সদনং
স গোবিন্দো নাবিন্দত রুচিমপীন্দোরুদয়তঃ॥ ৭৩॥
ন চন্দ্রে নিস্তন্দ্রে ন চ পরমসান্দ্রে মলয়জে
ন কালিন্দীনীরানিলকমলমালাসু স হরিঃ।

---

প্রেষ্ঠং প্রাণবল্লভং সখীং বা কামরস-বিষয়কং কিঞ্চিদপি ন উক্ত্বা রাধায়াং ক্ষিপ্রমেব স্বগৃহং গতায়াং সত্যাং বিরহবিধুরঃ স গোবিন্দ আনন্দধাম শ্রীবৃন্দাবনবনং প্রবিষ্টঃ সন্ চন্দ্রোদয়েঽপি তৃপ্তিং নালভত॥ ৭৩॥

স রাধাবিরহাগ্নিতাপক্লিষ্টো হরিঃ কৃষ্ণঃ ন নিস্তন্দ্রে চন্দ্রে ন নির্ম্মলরাকাবিধৌ ন চ

---

শ্রীকৃষ্ণের স্বাভিলাষপূর্ণ সগর্ব্ব-বচন শ্রবণানন্তর শ্রীরাধিকা, প্রিয়তমকে বা নিজ সখীকে মনসিজ-রস-বিষয়ক কোনও কিছু না বলিয়া অর্থাৎ কোনও রূপ সঙ্কেতাদি না করিয়া যেন কথা-না-শুনা-ভাবে দ্রুতপদে নিজভবনে চলিয়া গেলে শ্রীরাধা-বিরহ-কাতর শ্রীগোবিন্দ পরমানন্দধাম শ্রীবৃন্দাবন-বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু প্রাণে কোনরূপ শান্তি পাইতেছেন না, এমন কি, চন্দ্রোদয় হইয়াছে দেখিয়াও কোনওরূপ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না॥ ৭৩॥

জলার্দ্রং স্বং পীতাম্বরমপি তনৌ ন্যস্য ন জহৌ
মনাগ্ বাধাং রাধাবিরহ-দহন-জ্বাল-বিকলঃ ॥ ৭৪ ॥

লোলৎপল্লবিনীং বিলোক্য মধুপোদ্ঘুষ্টাং বিদূরে লতাং
রাধা মাহ্বয়তীতি হর্ষবিগলৎপীতাম্বরো ধাবিতঃ।
কালিন্দীকলহংস-কোমল-কলধ্বানেন লোলেক্ষণো
বারংবারমভূৎ প্রতারিতমতি বৃন্দাবনে মাধবঃ ॥ ৭৫ ॥

---

গাঢ়-চন্দন-লেপনেন, ন চ যমুনাজলে শীতলপবনে তথা পদ্মশ্রেণীষু চ তথা নিজদেহে জলসিক্তং পীতবসনমপি অর্পয়িত্বা বিরহ-পীড়াং স্বল্পমপি ন জহৌ ন তত্যাজ। (তাপ-নিবারকেষ্বেতেষু হরেবিরহ-বাধা দ্বিগুণতরা বর্দ্ধতে এব) ॥ ৭৪ ॥

মাধবঃ বৃন্দাবনে অতিদূরে ভ্রমরগুঞ্জিতাং চঞ্চলকিশলয়াং লতাং দৃষ্ট্বা "রাধা মামাহ্বয়তি আকারয়তীতি" হেতোঃ হর্ষেণ স্খলৎপীতবসনঃ সন্ ধাবিতঃ। যমুনায়াং কলহংসানাং মৃদুলাস্ফুটমধুরধ্বনিনা চঞ্চল-নয়নঃ সন্ মুহুর্মুহু র্বঞ্চিতাশয়োঽভূৎ বভূব। রাধা-বিরহবৈকল্যাং যেন কেনচিদপি উদ্দীপনেনৈব বিবেক-রহিতঃ সন্ ইতস্ততো বভ্রাম ॥ ৭৫ ॥

---

সুনির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র-কিরণে, গাঢ়-চন্দনাদি-বিলেপনে, যমুনার জলে, সুশীতল মলয়-পবনে, অথবা বিকশিত কমলশ্রেণী-দর্শন-স্পর্শে, এমন কি জলার্দ্র নিজ পীতাম্বর দেহে ধারণ করিয়া পর্য্যন্ত শ্রীরাধার বিরহাগ্নি-জ্বালায় প্রতাপিত-হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-তাপ কিঞ্চিন্মাত্রও প্রশমিত হইল না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইতে লাগিল ॥ ৭৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধাবিরহে একেবারে অধৈর্য্য হইলেন, ক্রমে যেন বিচার-শক্তি পর্য্যন্ত লোপ হইতে লাগিল; পুলিনে বসিয়া শ্রীরাধার রূপ চিন্তা করিতেছেন—এই সময় হঠাৎ কিঞ্চিদ্দূরে গুঞ্জিত-ভ্রমরযুক্ত মন্দ-পবনে আন্দোলিত পত্র-বিশিষ্ট একটি লতা দেখিয়া ঐযে "রাধা" আমায় ডাকিতেছে বলিয়া ব্যস্তসমস্তভাবে হর্ষভরে ধাবিত হইলেন! কি আশ্চর্য্য! আনন্দভরে পরিধেয় পীতাম্বর স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, চৈতন্য নাই। কখনও কালিন্দীর জলে কলহংসগণের মৃদু মধুর ধ্বনি-শ্রবণে শ্রীরাধার ভূষণধ্বনি মনে করিয়া চঞ্চল নয়নে সেই দিকে চলিতেছেন, আবার শ্রীরাধাকে না

বক্ষোজং স্তবকে মুখং হিমকরে নেত্রং কুরঙ্গীগণে
নৃত্যৎকেকিকলাপ এব কবরীং নালীষু দোঃকন্দলীং।
ইত্থং কিঞ্চন তত্র তত্র কথমপ্যধ্যাস্য সংধুক্ষিতো
রাধায়া ললিতাঙ্গকানি স হরি র্বভ্রাম বৃন্দাবনে ॥ ৭৬ ॥
অথ কুচ-পরিরম্ভ-চুম্ববিম্বাধররসপানরতোৎসবে নিমগ্নঃ।
কিমপি হৃদি সমাহিতে পিকালীমদ-কলিতাবরুতৈঃ প্রমুগ্ধ আসীৎ॥ ৭৭ ॥

স্তবকে গুচ্ছে স্তনযুগলং, চন্দ্রে মুখং, হরিণীগণে নেত্রং, নৃত্যন্ময়ূরপুচ্ছে কেশ-কলাপং, মৃণালেষু বাহুদ্বয়ম্, ইত্থং কেনচিদপি সাদৃশ্যলবেন তত্র তত্র স্তবকাদিষু রাধায়াঃ মনোহরাঙ্গ-প্রত্যঙ্গকানি কথমপ্যধ্যাস্য আরোপ্য সন্তাপিতঃ সন্ স হরি র্বৃন্দাবনে ভ্রাম্যতি স্ম ॥৭৬ ॥

অথানন্তরং কিমপি অনির্ব্বচনীয়-হেতুনা হৃদি সমাহিতে ধ্যানস্থে সতি রাধায়াঃ স্তনালিঙ্গন-চুম্বনাধরসুধাপান-সুরতমহোৎসবে নিবিষ্টঃ সন্ কোকিল-ভ্রমরাণাং মত্ততা-জনকধ্বনিভিঃ প্রমুগ্ধো মূর্চ্ছিতোঽভূৎ ॥ ৭৭ ॥

পাইয়া দুঃখিত হৃদয়ে ফিরিয়া আসিতেছেন—এইরূপ রাধা-বিরহে ব্যাকুল মাধব বারংবার প্রতারিত হইতেছেন ॥ ৭৫ ॥

শ্রীরাধাবিরহ-কাতর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বৃন্দাবনের তরুলতা পশুপক্ষী প্রভৃতি সমস্তই শ্রীরাধাময় দর্শন করিতেছেন। পুষ্পগুচ্ছ দেখিয়া তাহাতে শ্রীরাধার স্তন-যুগল, পূর্ণচন্দ্রে মুখমণ্ডল, হরিণীগণের নয়নে নেত্র-যুগল, নৃত্যশীল ময়ূরের পুচ্ছে কেশপাশ, পদ্মের মৃণালে বাহুযুগল এই প্রকার যৎকিঞ্চিন্মাত্র সাদৃশ্য দেখিয়া সেই সেই স্থানে শ্রীরাধার মনোহর অঙ্গসকল আরোপ করিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধহৃদয়ে বৃন্দাবনে ভ্রমণ করিতেছেন ॥ ৭৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে ভ্রমণ করিতে করিতে কদম্বতলায় উপবেশন পূর্ব্বক অনির্ব্বচনীয়রূপে সমাধি অবলম্বন করতঃ ধ্যানে শ্রীরাধার বক্ষোজযুগল আলিঙ্গন, চুম্বন, বিম্বাধর-রস-পান এবং সম্ভোগোৎসবরসে একেবারে নিমজ্জিত আছেন, এই সময় হঠাৎ মদমত্ত কোকিলগণ পঞ্চমতানে গান ধরিলে এবং ভ্রমরগণ ফুলে ফুলে মধুর গুঞ্জন করিতে লাগিলে তিনি শ্রবণমাত্র একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৭৭ ॥

অতঃ কমল-পত্রাক্ষঃ কদম্বতলকেতনঃ।
বিললাপাতিকরুণং বাষ্পগদ্‌গদয়া গিরা ॥ ৭৮ ॥

## শ্রীরাগেণ গীয়তে।

সমভিলষাম্যহমীক্ষিতুমুজ্জ্বল-শ্রীমুখ-হিমকরবিম্বং।
নয়তি চ হন্ত তদন্যদিশং প্রতিনিহিতচেলমবিলম্বম্॥ ক ॥
হরি হরি কথমহমজীবমিদানীং।
রাধা ন বদতি ময়ি বহুবাদিনি কিমপি মিতামপি বাণীম্॥ ধ্রু ॥
সস্পৃহমহমভিযামি নিকটমিয়মহহ চলত্যতিদূরং।
ন চ শৃণুতে মম দুঃখ-নিবেদনমপি পশ্যতি ন হি ক্রুরম্॥ খ ॥
যদি কুসুমাবচয়ায়ৈতা বনয়িত কুসুমমহো চিত্রং।
নৈবাস্পৃশদপি মদুপহৃতং বত কিমিদং মধুর-চ রত্রং ॥ গ ॥

---

ততস্তদনন্তরং পদ্মপলাশলোচনঃ কদম্বতরুতলবাসী হরি র্বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠেন অতিকাতরং যথা স্যাৎ তথা বিললাপ বিলপতি স্ম ॥ ৭৮ ॥

ইদানীং সম্প্রতি রাধাবিরহাতুরোঽহম্ কথং অজীবম্ কথং প্রাণান্ বিভর্ম্মি, হরি হরি অতিখেদে! বহু বহু ভাষিণ্যপি ময়ি রাধা মিতাং পরিমিতাং অল্পামপি বাণীং ন বদতি। ধ্রু।

উজ্জ্বলবদনচন্দ্রমণ্ডলং দ্রষ্টুং সম্যক্ বাঞ্ছামি, হন্ত খেদে, সা তদ্বদনং পিহিতবস্ত্রং যথা স্যাৎ তথা সত্বরমেব অন্যত্র প্রত্যাবর্ত্তয়তি। ক।

সাভিলাষং যথা স্যাৎ তথা অহং তস্যাঃ সমীপে উপগচ্ছামি অহহ অতিখেদে! ইয়মতিবিদূরং গচ্ছতি মম দুঃখ-নিবেদনমপি ন শৃণোতি, কিং বহুনা প্রখরমপি ন পশ্যতি। খ।

---

তদনন্তর পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কিঞ্চিৎ সুস্থতালাভ করতঃ কদম্বতলায় বসিয়া বসিয়া বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে অতি করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৮ ॥

( হায়রে! আমার কাতর ক্রন্দন কাহাকে শুনাইব? কেবা আমার দুঃখ দূর করিবে? শূন্য অরণ্যে রোদন কাহার প্রাণ গলাইবে জানিনা !! )

সহজ-হ্রিয়া লবমপি নোন্নময়তি সুন্দর-হাসমুখেন্দুং।
কিং মনোজনিতমহং নবগাহে* সান্দ্ররসামৃতসিন্ধুম্ ॥ ঘ ॥
নিরবধি-দুঃসহমন্মথলুব্ধকবিদ্ধমনাঃ প্রলপামি।
ন প্রসীদতি বৃষভানু-কিশোরী কিং করবৈ ক নু যামি ॥ ঙ ॥
মণিময়মুদ্রিকয়াঽতিমনোহর-রত্নোজ্জ্বল-নিজবংশ্যা।
পরমপ্রলোভনমহহ কৃতং বহু মনুতে নৈব বয়স্যা ॥ চ ॥
হাহা জীবিত ন ত্রপসে ত্বং কথমিহ দুশ্চরিতেন।
ক্ষণমপি তাং রসধাম বিনা যত্তিষ্ঠসি পরমসুখেন ॥ ছ॥
ইতি বিরহাতুর-হরি-পরিদেবন-রঞ্জিত-গীতমুদারং।
গায়ত সরস সরস্বতি-বিরচিত-মনুপম-রসনিধিসারং ॥ জ ॥

যদি পুষ্পচয়নার্থং ইহ বনে এতা আগতা স্যাৎ, অহো বিস্ময়ে! ময়োপহৃতং বিচিত্রমপি পুষ্পং নৈবাস্পৃশং.বত আশ্চর্য্যে! কিমিদং মনোহর-চরিতম্। গ।

স্বাভাবিক-লজ্জয়া স্মিতমুখচন্দ্রং মনাগপি নোত্তোলয়তি, মনোজনিতমহং কামোৎসবাঢ্যং নিবিড়-রসসুধাসাগরং কিং ন বগাহে ন নিমজ্জামি। ঘ।

সন্ততং সুতীব্র-কামহতকেন ভিন্নচেতাঃ প্রলপামি কিন্তু বৃষভানুনন্দিনী ন প্রসন্না ভবেৎ, কিং কুর্য্যাম্, কুত্র বা গচ্ছামি। ঙ।

রত্নাঙ্গুরীয়কেণ সুন্দর-মণিখচিতোজ্জ্বল-স্বমুরল্যা কৃতং পরমস্তোভমপি প্রিয়া নৈবাদ্রিয়তে অহহ খেদে। চ।

হা হা জীবিত! জীবন! তাং রসময়ীং বিনা যৎ মুহূর্ত্তমপি পরমানন্দেন তিষ্ঠসি ইহ অস্মিন্ বিষয়ে দুঃস্বভাবেন কথং ন লজ্জসে। ছ।

ইতি ইত্থং বিরহবিধুরস্য হরে র্বিলাপপূরিতম্ অতুলনীয়ং রসসাগরসারং রসদ-সরস্বতিবর্ণিতং মনোহরং সঙ্গীতং বুধা গায়ত। জ।

কি দুঃখের কথা, কত সাধ করিয়া শ্রীরাধার উজ্জ্বল মুখচন্দ্রখানি দেখিবার মানসে যেমন সম্মুখবর্ত্তী হইলাম, অমনি রাধা বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা আবৃত করিয়া মুখখানি অন্যদিকে ফিরাইয়া নিল, আবার সেইদিকে গিয়া কত কত কথা কত কত দুঃখ নিবেদন করিলাম, কিন্তু সে একটি কথাও বলিল না, হরি হরি! এত দুঃসহ যাতনা সহ্য করিয়াও যে আমি জীবিত আছি, এই

* কিং মম জাতমহং ন বিগাহে……

পুরো রাধা পশ্চাদপি চ মম রাধা তত ইতঃ
স্ফুরন্ত্যেষা সম্যগ্ বসতি মম রাধান্তরগতা।
অধশ্চোর্দ্ধং রাধা বিটপিষু চ রাধা কিমপরং
সমস্তং মে রাধাময়মিদমহো ভাতি ভুবনম্॥ ৭৯॥

মে মম পুরঃ অগ্রে রাধা বিরাজতি পশ্চাদ্দেশে চ রাধৈব ইতস্ততশ্চতুর্দ্দিক্ষু এষা রাধৈব প্রকাশতে। রাধা মম হৃদ্গতা সতী সম্যক্ নিবসতি অধঃ উর্দ্ধদেশে চ রাধৈব বৃক্ষাদিষু রাধা, কিং বহুনা অহো বিস্ময়ে ইদং সমগ্রমেব জগৎ মে রাধাময়ং প্রতিভাতি॥ ৭৯॥

আশ্চর্য্য! হায়রে কত স্পৃহা কত আশা করিয়া আমি তাহার নিকটে গেলাম, কি দুঃখ! সে কিনা দ্রুতপদে দূরে সরিয়া গেল! কত কত দুঃখ নিবেদন করিলাম, শুনিল ত নাই, একবার প্রখর দৃষ্টিতে পর্য্যন্ত আমার পানে তাকাইল না। কি আশ্চর্য্য! কি মধুর চরিত্র বুঝিবার সাধ্য নাই, ফুল তুলিবার জন্য যদি বৃন্দাবনে আগমন ও করে, আমি আগ্রহ সহকারে কত ভাল ভাল ফুল তুলিয়া নিকটে লইয়া যাই; কিন্তু গ্রহণ করা ত দূরের কথা, একবার স্পর্শও করে না। স্বাভাবিক লজ্জায় অবনত সুমধুর হাস-মাখা মুখখানি আমায় দেখিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও উন্নত করে না। অনঙ্গোৎসব-পূর্ণ নিবিড়-রস-সুধা-সাগরে কি আমি একবারও অবগাহন করিতে পারিব না? নিরন্তর সুতীব্র-মন্মথ-ব্যাধের বাণে বিদ্ধ-হৃদয় হইয়া আমি পাগলের ন্যায় প্রলাপ বকিতেছি; কিন্তু বৃষভানু-নন্দিনী রাধিকা ত কিছুতেই প্রসন্না হইতেছে না, হায় হায়! আমি এখন কি করি, কোথায় যাই!! কোথায় গেলে আমার হৃদয়ের জ্বালা নিবৃত্ত হয়!!! কি দুঃখের কথা, বহুমূল্য রত্নাঙ্গুরী এবং অতি উজ্জ্বল রত্নখচিত নিজ-সর্ব্বস্ব-স্বরূপ মুরলী তাহার প্রসন্নতার জন্য চরণে অর্পণ-করিলাম, অত প্রলোভনের বস্তুকেও প্রিয় সখী একবার আদর করিল না, এমন কি, ফিরিয়াও তাকাইল না। হায়রে নিলাজ প্রাণ! অমন পরম রসময়ী প্রেমের সাগর শ্রীরাধার বিরহে এখনও তুই সুখে কালযাপন করিতেছিস্? এই দুশ্চরিতে কি তোর লজ্জা হইতেছে না? এইরূপে বিরহ-কাতর শ্রীকৃষ্ণের বিলাপপূর্ণ অতুলনীয়

কর্হ্যাকস্মিক উদ্‌ভবিষ্যতি মৃগীনেত্রে তবাত্রাগমো
দৃষ্ট্বা মামতিকাতরঞ্চ করুণা কার্য্যংকরী ভাবিনী।
উত্থাপ্যোস্মি কদা চ বাগ্‌ভিরমৃতৈরাশ্বাস্য ধৃত্বা করে
হা রাধে! বৃষভানুনন্দিনি কদা ত্বামঙ্কমারোপয়ে ॥ ৮০ ॥
বিনা প্রাণৈঃ দেহঃ কথামিহ ভবেৎ কো নু সলিলং
বিনা মীনশ্চন্দ্রো বিলসতি বিনা কো নু রজনীম্।
বিনান্নং কা প্রাণস্থিতিরহহ কৃষ্ণোঽপি নিতরাং
বিনা রাধাং প্রেমোন্মদ-মদন-লীলা-রসনিধিম্ ॥ ৮১ ॥

হে হরিণী-নয়নে! কদা হঠাৎ তব অস্মিন্ স্থলে আগমনম্ উদ্ভবিতা? কদা মাম্ অতিশয়ার্ত্তং দৃষ্ট্বা তব কৃপা সমুদ্ভাবিতা স্যাৎ? কদা চ সুধাবিনিন্দিত-বচোভিঃ সমাশ্বাস্য করে ধৃত্বা ত্বয়া অহং উত্থাপিতোঽস্মি। হে বৃষভানুনন্দিনি রাধে! কদা ত্বাং ক্রোড়দেশম্ আরোহয়ামি? ॥ ৮০ ॥

ইহ জগতি প্রাণৈ র্বিনা দেহঃ কথং তিষ্ঠেৎ? জলমন্তরেণ মৎস্যঃ কথং জীবেৎ? রাত্রিমৃতে কঃ চন্দ্রঃ শোভতে? অন্নং বিনা কা প্রাণরক্ষা স্যাৎ? অহহ খেদে! সন্ততং প্রেমোন্মত্তং মন্মথলীলা-বারিধিং রাধাং বিহায় কৃষ্ণোঽপি কথং জীবেৎ ॥ ৮১ ॥

রস সাগরের সার-স্বরূপ রসময় সরস্বতি-বর্ণিত মনোহর সঙ্গীত রসিক ভক্তগণ সর্ব্বদা গান করুন।

(হায়রে! আমি ত আর কিছুতেই মনকে স্থির করিতে সমর্থ হইতেছি না!!) সম্মুখের দিকে দৃষ্টি করিবামাত্র দেখি "রাধা", আবার পশ্চাৎ ভাগেও "রাধা", যেদিকে চাহিতেছি চতুর্দ্দিকেই "রাধা" স্ফুরিত হইতেছে; কি বলিব, আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া "রাধা" বাস করিতেছে, তবে কি "রাধা" কোনও যাদুবিদ্যা জানে? অধোদিকে চাই "রাধা", উর্দ্ধ দিকে "রাধা"; বৃক্ষে, লতায়, পাতায়, "রাধা", বেশী কি বলিব, সমস্ত জগৎ একমাত্র রাধাময় প্রতিভাত হইতেছে ॥ ৭৯ ॥

হে হরিণী-নয়নে রাধে! আমার এমন সৌভাগ্য কি হইবে যে হঠাৎ এইস্থলে তোমার আগমন সম্ভব হইবে? কেবল আগমন নহে, আসিয়া আমাকে অত্যন্ত আর্ত্ত জানিয়া কৃপার্দ্র-হৃদয়ে সুধা-বিনিন্দিত-বাক্যে আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক হাতে ধরিয়া উঠাইবে। হে বৃষভানুনন্দিনী রাধে!

যোগীন্দ্রা মৃগয়ন্তি যৎপদরজ স্তেনাপি যন্মৃগ্যতে
বিশ্বং যেন বিমোহিতং চলদৃশা তস্যাপি যন্মোহনম্।
পূর্ণানন্দময়োঽপি যদ্রসলবাস্বাদেন ধন্যায়তে
তদ্ধাম স্ফুট-চম্পক-চ্ছবি চিরং রাধাভিধং পাতু বঃ ॥ ৮২ ॥

ইতি সঙ্গীত-মাধবে মুগ্ধমাধবো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ।

যোগীন্দ্রাঃ অপি যস্য চরণ-পরাগম্ অন্বিষ্যন্তি, তেনাপি যৎ অন্বিষ্যতে। যেন জগৎ সম্মোহিতং চঞ্চল-কটাক্ষেণ তস্যাপি বিমোহনং পূর্ণসুখ-স্বরূপোঽপি যঃ যস্য রসলেশাস্বাদনেন কৃতার্থম্মন্যো ভবতি। তৎ বিকসৎ-কনক-চম্পককান্তি রাধাখ্যং ধাম চিরং বঃ পাতু সেবা-দানেন কৃতার্থীকরোতু ॥ ৮২ ॥

আমি তোমার করস্পর্শে পুনর্জীবন লাভ করতঃ তোমাকে কবে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া জীবন যৌবন ধন্য করিব ? ॥ ৮০ ॥

হে রাধে! আমি তোমাকেই প্রশ্ন করি, বলদেখি, প্রাণ-ভিন্ন এ জগতে দেহ থাকিতে পারে কি? জল ভিন্ন মৎস্য জীবিত থাকিতে পারে কি? আরও বলি রজনী-ব্যতিরেকে চন্দ্র শোভা পায় কি? অন্ন-বিনা প্রাণ থাকিতে পারে কি? এ সমস্ত সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু অহহ! প্রেমমদোন্মত্ত মদনলীলারস-সাগর "শ্রীরাধা" বিনা "কৃষ্ণ" কোনও প্রকারেই বাঁচিতে পারে না!! ॥ ৮১ ॥

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ যাঁহার চরণের ধূলি অন্বেষণ করিয়াও প্রাপ্ত হইতে পারেন না, তিনিও যাঁহাকে অন্বেষণ করেন, ত্রিজগৎ মোহনকারীকেও একটিমাত্র চঞ্চল কটাক্ষেতে যিনি মুগ্ধ করেন, স্বয়ং পূর্ণানন্দ-স্বরূপ যাঁহার একবিন্দু রসাস্বাদনে নিজেকে পরমকৃতার্থ মনে করেন—সেই বিকশিত কনকচম্পককান্তি "রাধা" নামক বস্তু তোমাদিগকে নিজপ্রিয় সেবাদানে পরম সুখী করুন ॥ ৮২ ॥

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

# শ্রীশ্রীসঙ্গীত-মাধবম্

## অষ্টমঃ সর্গঃ।

### রসোদ্ধতমাধব।

অথ ব্যচয়দুচ্চকৈ শ্চতুর-চক্রচূড়ামণি-
র্বিচিন্ত্য রুচিরং চিরং মদচলচ্চকোরীদৃশং।
তদুচ্চকুচকাঞ্চনাচলমুদঞ্চিতেনোরসা
নিপীড্য মহিমোচ্চয়ং বিরচয়ন্নুপায়াবলীম্ ॥ ৮৩ ॥
কদাচিৎ কালিন্দীজলবিলসদিন্দীবরবনে
নিলীনো মজ্জন্ত্যা মদকলভলীলো মধুপতিঃ।
অনর্ঘ্যং রাধায়া বিবৃতকুচকুম্ভোভয়তটী-
পরীরম্ভং রম্ভাবিজয়িলসদূরোরলভত ॥ ৮৪ ॥

---

অথ চতুর-চক্রবর্ত্তী মনোহরং যথা স্যাৎ তথা বহুকালং চিন্তয়িত্বা মত্তখঞ্জন-নয়নাং তথা তস্যাঃ উত্তুঙ্গ-স্তন-হেম-গিরিঞ্চ বিশালেন বক্ষসা সুদৃঢ়ম্ আলিঙ্গ্য মাহাত্ম্যভরং কৌতুকাতিশয়মিতি যাবৎ বিরচয়ন্ সৃজন্ উপায়াবলীং উপায়সমূহমুচ্চকৈঃ সুষ্ঠু ব্যচয়ৎ মৃগয়তে স্ম ॥ ৮৩ ॥

অথ কদাচিৎ যমুনাজলে বিকশন্নীল-কমলবনে প্রচ্ছন্নো মত্তকরিশাবকলালঃ রাধাপদ্ম-মধুকরঃ নিমজ্জন্ত্যাঃ সুরম্ভোরোঃ রাধায়াঃ নিরাবৃত-কুচকলসোভয়তটয়োরমূল্যম্ আলিঙ্গনং প্রাপ ॥ ৮৪ ॥

---

অনন্তর চতুরকুল-চূড়ামণি শ্রীনাগর-শেখর অতিমনোহরভাবে বহুকাল বিশেষ চিন্তা করিয়া মদোন্মত্ত চঞ্চল-খঞ্জন-নয়না শ্রীরাধাকে এবং তাঁহার অতি উন্নত স্তনরূপ হেম-গিরিকে নিজের অতি বিশাল বক্ষঃদ্বারা দৃঢ়ভাবে নিপীড়ন করিয়া আনন্দাতিশয় উৎপাদন করিবার মানসে নানারূপ উপায় বিশেষভাবে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮৩ ॥

পুরঃস্থিত্বৈকান্তে রচিতমথ নির্ব্বাপ্য-সপদি
প্রদীপং ফুৎকারৈঃ সতমসি গৃহে নীলবসনঃ।
বিমুদ্র্যাস্যাম্ভোজং ন পরিধৃত-রত্নাভরণকঃ
কদাচিদ্রাধায়া অকৃত পরিরম্ভোৎসবমসৌ ॥ ৮৫ ॥
ক্বচন নব-নিকুঞ্জে কৃষ্ণ আলক্ষ্য সখ্যা
তরলিতমতিখেলাং কৃষ্যমাণঃ কদাচিৎ।
তদতিনিভৃতবল্লীমন্দিরান্তর্নিলীনাং
সহসিতমুপগৃহ্যানন্দকাষ্ঠাং স লেভে ॥ ৮৬ ?

---

অথ কদাচিৎ অসৌ নাগরঃ সম্মুখে নির্জ্জনে স্থিত্বা প্রজ্বলিতং প্রদীপং হঠাৎ ফুৎকারৈর্নির্ব্বাপ্য অন্ধকারে গৃহে নীলাম্বরঃ পরিহৃতরত্নভূষণো বদন-কমলমপি নিমীল্য রাধায়াঃ আলিঙ্গন-রসাতিরেকমলভত ॥ ৮৫ ॥

অথ কদাচিৎ স কৃষ্ণঃ কস্মিংশ্চিৎ নিভৃত-নিকুঞ্জে সখ্যা সহ চঞ্চলচিত্তেন খেলন্তীম্ অতি-নিভৃত-লতা-মন্দিরাভ্যন্তরে প্রচ্ছন্নাং রাধাং দৃষ্ট্বা কৃষ্যমাণঃ আকর্ষন্ সহসিতং যথা স্যাৎ তথা আলিঙ্গ্য আনন্দাতিশয্যং লেভে অলভত ॥ ৮৬ ॥

---

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যমুনা-পুলিনে বসিয়া নানা উপায় অন্বেষণ করিতে করিতে হঠাৎ একদিন যমুনার জলে প্রস্ফুটিত নীলকমল বনমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া মদমত্ত করি-শাবকের ন্যায় বিলাসী মধুসূদন নিঃসঙ্কোচে স্নান-পরায়ণা, রামরম্ভাবিজয়ী-সুন্দর উরুদেশ-বিশিষ্টা অর্থাৎ পরমাসুন্দরী শ্রীরাধার নিরাবৃত কুচকুম্ভের অতি বহুমূল্য আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৮৪ ॥

কোনও একদিন নীলাম্বরধারী, পরিত্যক্ত-সমস্ত-রত্নভূষণ সেই রসিক নাগর অতি নির্জ্জনে শ্রীরাধার মহলে উপস্থিত হওতঃ উহার অগ্রে দাঁড়াইয়া প্রজ্বলিত প্রদীপটী ফুৎকার দ্বারা নির্ব্বাপনপূর্ব্বক অন্ধকার গৃহে দশন-পঙ্‌ক্তির জ্যোতি-প্রকাশের ভয়ে মুখখানি মুদ্রিত করতঃ শ্রীরাধাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া সুখ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৮৫ ॥

কোনও একদিন শ্রীবৃন্দাবনের কোনও নিভৃত নিকুঞ্জ-মধ্যে সখীদিগের সহিত অতি চঞ্চল ভাবে খেলায় নিমগ্না হঠাৎ নিভৃত লতাগৃহাভ্যন্তরে

নবযুবতি-সুবেশং কারয়িত্বা কদাচিৎ
পরমচতুর-সখ্যা প্রেষিতং প্রাণনাথং।
তদতিমধুররূপেণোচ্ছলৎ প্রেমসিন্ধুঃ
স্বনিকটমুপযাতং প্রাহ রাধা বিমুগ্ধা ॥ ৮৭ ॥

## রামকিরীরাগেণ গীয়তে।

নীলনলিনদল কোমলমুজ্জ্বল-
মঙ্গমধিকসুকুমারং।
মোহনরূপমিদং তব বল্লবি হরতি
মমান্তর-সারম্। ক।

---

কদাচিৎ কয়াচিৎ অতিচতুর-সহচর্য্যা নবনাগরীবেশং কারয়িত্বা প্রেরিতং নিজ-সমীপাগতং প্রাণবন্ধুং তস্য সুমধুর-রূপেণ বর্দ্ধিতপ্রেমসাগরা বিমুগ্ধা মোহিতা রাধা প্রাহ ॥ ৮৭ ॥

অহো বিস্ময়ে হে মধুরে! হে মনোহরে! হে চন্দ্রবদনি! ত্বং কাসি ভবসি? হে সুন্দরতরে! মম প্রাণসহচরী ভব ॥ ধ্রু ॥

হে গোপি! নীলকমলদলবৎ মৃদুলং কান্তিমৎ অতিমনোহরং তব শরীরং তথা ইদং মোহনরূপং চ মম মর্ম্মস্থলং বলাৎ কর্ষতি। ক।

---

লুক্কায়িতা শ্রীরাধাকে দেখিয়া কৃষ্ণ বলপূর্ব্বক উহাকে আকর্ষণ করতঃ মৃদু হাসিতে হাসিতে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া পরমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৮৬ ॥

একদিন কোনও চতুরিণী সহচরী কর্ত্তৃক মনোমোহিনী নাগরীবেশে সুসজ্জিত এবং প্রেরিত প্রাণবল্লভকে নিজ সম্মুখে দেখিয়া নাগরী-জ্ঞানে উহার ভুবনমোহনরূপ দর্শনে উচ্ছলিত প্রেমসাগরে নিমগ্না হওতঃ শ্রীরাধা প্রেমগদ্‌গদ কণ্ঠে উহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৮৭ ॥

"চন্দ্রবদনি! তুমি কে গো? কি আশ্চর্য্য! তুমি যে মধুর হইতেও সুমধুর, নব নীল-কমলের দল হইতেও সুকোমল অতি উজ্জ্বল এবং পরম সুকুমার তোমার অঙ্গখানি; আহা মরি মরি!! এত রূপের রমণী জগতে

বিধুমুখি কা ত্বমহো মধুরে !
প্রিয়সখী ভব মম চারুতরে ॥ ধ্রু ॥

কেয়মহো তব বিশ্ববিমোহন ললিতাপাঙ্গ-বিভঙ্গী।
জনয়তি খঞ্জন- গর্ব্ববিভঞ্জন- মতিভয়মেতি কুরঙ্গী। খ।
কস্য সুতাসি চলন্মণিকুণ্ডল- মণ্ডিতমৃদুল-কপোলে।
মত্তমতঙ্গজ- গামিনি নবরতি- কেলিকলাসু বিলোলে। গ।
মা কুরু বঞ্চন- মিহ সখি কিঞ্চন তব পৃচ্ছামি রহস্যং।
ত্বামপি চকিত- মুদৈক্ষত কিমু হরিরিতি মম বাচ্যমবশ্যম্। ঘ।
লোচনতাপহরে সুখবর্ষিণি দেহি নিবিড়-পরিরম্ভং।
ত্বৎপ্রাপ্ত্যেক- রসেন মনো মম ভজতি হরেরুপলম্ভম্। ঙ।
হাস্যমহো তব লাস্যমহো তব বচনমহো মধুধারং।
স্নান-শয়ন- ভোজন-গমনাদিষু বিহর ময়া ত্বমুদারম্। চ।
ইতি বরযুবতি- বেশধরো হরি- রতিরসসিন্ধুমগাধাম্।
পুলকিতবাহু সহাসমমোদত চিরমুপগৃহ্য স রাধাম্। ছ।
মুগ্ধ-সরস্বতি- গীতমহাদ্ভুত- মাধব-কেলি-বিলাসং।
কণ্ঠতটে কুরু- তাতিরসং কিল শিথিলযুবতিভুজপাশম্। জ।

---

অহো আশ্চর্য্যে ! ইয়ং তব জগন্মনোমোহিনী মনোহর-কটাক্ষভঙ্গী কা অদৃষ্টপূর্ব্বা ইত্যর্থঃ, যা খঞ্জনানাং গর্ব্বং নাশয়তি—যাং দৃষ্ট্বা হরিণী সাতিশয়ং বিভেতি। খ।

হে চঞ্চল-মণিময়-কুণ্ডল-শোভিত-কোমলগণ্ডে ! ত্বং কস্য সুতাসি ? হে মত্তগজ-গামিনি ! হে সুরতি-বিলাস-বৈদগ্ধ্যেষু সুচপলে ! । গ।

হে সখি ! ত্বদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ গোপ্যং পৃচ্ছামি, ইহ বিষয়ে কপটং মা কুরু ; হরিঃ কৃষ্ণঃ চকিতং যথা স্যাৎ তথা ত্বামপি অপশ্যৎ কিমু ইতি মম অবশ্যমেব কথনীয়ম্। ঘ।

হে নয়ন-রসায়নে ! হে সুখদায়িনি গাঢ়ালিঙ্গনং দেহি। মম মন স্তৎপ্রাপ্তি-মাত্রেণৈব কৃষ্ণস্য সান্নিধ্যং প্রাপ্নোতি। ঙ।

অহো বিস্ময়করং ! তব হাস্যম্ অতিচমৎকারং তব লাস্যং নটদ্গমনং। অহো আশ্চর্য্যকরং মধুবর্ষি তব বাক্যং। স্নান-শয়ন-ভোজন-গমনাদিষু ত্বং ময়া সহ নিঃশঙ্কং বিহার। চ।

ইত্থং মুগ্ধরমণীবেশধারী স হরিঃ পুলকিতবাহুঃ সন্ অতলস্পর্শাং মধুররস-সাগরাং রাধাং সহাসং যথা স্যাৎ তথা আলিঙ্গ্য চিরং মুমোদ। ছ।

মহাদ্ভুত-মাধবস্য কেলি-বিহারপূর্ণং মহারসময়ং মুগ্ধ-সরস্বতি-গীতং কণ্ঠে কুরুত গায়ত যস্মাৎ রমণী-ভুজপাশবন্ধনং শ্লথং ভবতি। ক্ষ।

---

আছে, ইহা ত জানি না; হে গোপিনি! তোমার এই ভুবন-মোহনরূপে যে আমার মন প্রাণ হরণ করিয়া নিল! তুমি যে আমার মরমের দেবতা হইলে, আমি যে ক্ষণমাত্রও তোমা হইতে চোখ ফিরাইতে পারিতেছি না। হে ভুবন-সুন্দরি! তুমি আজ হইতে আমার প্রিয়সখী হও; [আমার এই বাসনা]। তোমার অনির্ব্বচনীয় বিশ্ববিমোহন-কারী মনোহর কটাক্ষ-ভঙ্গিতে মত্ত খঞ্জনের গর্ব্ব বিনাশ করিয়া থাকে, এবং হরিণীগণও ভয় পাইয়া থাকে। চঞ্চল মণিময় কুণ্ডলের দোলনীতে তোমার সুকোমল গণ্ডস্থল দুইটীর কি শোভাই হইয়াছে!! সখি! বল দেখি, তুমি কার মেয়ে? হে মত্ত-গজেন্দ্রগামিনি! নবরতি-বিলাস-কলায় তোমার অঙ্গ সকল যে ডগমগ হইতেছে!! হে সখি! আমি তোমার বিষয় একটী পরম রহস্য কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার শপথ, কপটতা বা লজ্জা করিয়া আমার নিকট যেন কিছু গোপন করিও না, বা আমায় বঞ্চনা করিও না। বল দেখি, রমণী-মনচোর "কৃষ্ণ" কখনও কি চকিত নয়নে তোমাকে দেখিয়াছিল? ভাই, একথাটী আমাকে অবশ্য অবশ্য বলিবে, কোনও কপটতা করিবে না। হে নয়নানন্দ-দায়িনি! হে সুখময়ি! এস একবার আমায় দৃঢ় আলিঙ্গন-দানে আমার হৃদয়ের তাপ দূর কর, একটিবার তোমার আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইলে আমার যে নব-নীরদকান্তি প্রাণবল্লভের স্পর্শ উপলব্ধি হইবে। আহা মরি! তোমার মৃদু হাসিখানি কি মধুর! তোমার ঠমকি ঠমকি গমনভঙ্গিটী যে আরও মনোহর!! তোমার সুধা-বিনিন্দিত মধুর বচন শুনিলে যে কর্ণ মন প্রাণ জুড়াইয়া যায়। আমি আর কি বলিব, সখি! স্নান, শয়ন, ভোজন, গমন প্রভৃতিতে তুমি নিঃসঙ্কোচে আমার সহিত বিহার কর,—এই আমার বাসনা।" শ্রেষ্ঠ-যুবতী-বেশধারী কৃষ্ণ এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে প্রেম-পুলকিত শরীরে অগাধ রতি-রস-সাগর-স্বরূপা শ্রীরাধাকে বহুক্ষণ গাঢ় আলিঙ্গন করতঃ পরমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

বিতত্য নিজমুজ্জ্বলং কপিশমুত্তরীয়ং তলে
তদেকদিশি বংশিকামপি নিধায় রাধেরিতঃ।
বিচিত্রকুসুমান্যপাতয়ত নীপমারূঢ়বান্
হৃদা কিমপি ভাবয়ন্ রসিকশেখরঃ কর্হিচিৎ ॥ ৮৮ ॥
সখ্যা তত্র পুরঃস্থিতাং কুলবধূ-সম্মোহিনীং শ্রীহরে
র্বংশীমাত্মহিতায় গোপয় তদেত্যুক্তে করে ন্যস্য তাং।
নীপৈস্তৈঃ পরিমণ্ডিতাং নিজপটাচ্ছন্নাঞ্চ শাখান্তরে
লীনাং বীক্ষ্য ততোঽবতীর্য্য সহসা যান্তীমবারুন্ধ সঃ ॥ ৮৯ ॥

---

কদাচিৎ রসিকমুকুটমণিঃ হরিঃ মনসি কিমপি চিন্তয়ন্ স্বকীয়মুজ্জ্বলং পীতমুত্তরীয়ং তলে বিস্তার্য্য তস্যৈকপার্শ্বে বংশিকামপি সংস্থাপ্য রাধয়া প্রেরিতঃ সন্ কদম্বতরুং আরুরোহ। মনোহরাণি পুষ্পাণি অপাতয়চ্চ ॥ ৮৮ ॥

"তত্র সম্মুখস্থাং কুলবতী-মনোহারিণীং শ্রীহরে মুরলীং নিজমঙ্গলায় অপনয়' তদা সহচর্য্যা ইত্থম্ উক্তে সতি তৈঃ কদম্বকুসুমৈঃ পরিশোভিতাং পীতোত্তরীয়াচ্ছাদিতাং চ তাং বংশীং হস্তে সংস্থাপ্য বিটপান্তরে প্রচ্ছন্নাং গচ্ছন্তীং রাধাং দৃষ্ট্বা স কৃষ্ণঃ বৃক্ষাৎ সহসা অবতীর্য্য তাম্ অবারুণৎ ॥ ৮৯ ॥

---

হে রসিক ভক্তগণ! রাধা-মাধবের কেলি-বিলাসপূর্ণ মহা-রসময় মুগ্ধ-সরস্বতী-বিরচিত এই গানটী কণ্ঠতটে করুন, অর্থাৎ সর্ব্বদা গান করুন—যাহার প্রভাবে যুবতী-ভুজ-পাশ-বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে।

কোনও একদিন শ্রীবৃন্দাবন-মধ্যে রসিকমুকুটমণি শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে কি চিন্তা করিয়া কদম্ব তরুতলে নিজের অতি উজ্জ্বল পীত উত্তরীয়খানি বিছাইয়া তাহার এক পার্শ্বে মুরলীটি রাখিয়া শ্রীরাধার ইঙ্গিতে কদম্ববৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক অতি অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব কুসুম-সকল চয়ন করিয়া সেই উত্তরীয়ের উপর ফেলিতে লাগিলেন ॥ ৮৮ ॥

তখন সখীগণ শ্রীরাধাকে বলিলেন—"সখি রাধে! কুলবতী-সতী-রমণী-বিমোহিনী- সম্মুখস্থিত শ্রীকৃষ্ণের এই মুরলীটি নিজের মঙ্গলের জন্য অপহরণ কর" সখীদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করতঃ সেই অদ্ভুত কদম্ব কুসুম-পরিশোভিত পীত উত্তরীয় দ্বারা আচ্ছাদিত বংশীটি হস্তে লইয়া

অথাতিমধুরানঙ্গরঙ্গভঙ্গী-গভীরয়া।
গিরা মদ-স্খলিতং প্রাহ রাধাং রসাকুলাম্॥ ৯০ ॥

**শ্যাম গুর্জ্জরীরাগেণ গীয়তে।**

মণিময়বেণুমুদক্ষিপদথ মম নব-সংব্যান-মুদারং।
নীপমনল্পকমপি চ সুদূরত ইয়মকৃতাতিবিসারম্॥ ক ॥
কেয়ং ব্রজপুর-চতুর-সুচৌরী।
ভ্রমতি বনে মম ললিতকিশোরী॥ ধ্রু ॥
মুঞ্চ মমাঞ্চলমিতি বহু চঞ্চল! লোচন-কমলবিভঙ্গং।
নিগদতি হন্ত মৃষা পরিরোদিতি কলিত-মহাদ্ভুতরঙ্গং॥ খ॥
সোঢ়ুমখিলমথ বত কঞ্চুকগত-দ্বিতয়কদম্বমুদারং।
কিমু ন দদাতি বিশঙ্কমথাপি তু রচয়তি বিবিধ-বিকারম্॥ গ॥
প্রথয়তি বত চতুরঙ্গমহো বরযুবতিশ্ছদ্মমতীয়ং।
ইদমধুনাপি শ্লেষ্য পৃথুকুচভর ইতি কথমিব কথনীয়ম্॥ ঘ॥
ধেনুগণো মম দূরগতো বত বিকলমখিলমপি মিত্রং।
দ্রুতমর্পয় মম পরমরসপ্রদ-কুট্মলযুগমতিচিত্রং॥ ঙ॥
তব যদি নিশ্চয় এষ ন দেয়ো হরিরপি দৃঢ়মভিমানী।
অস্য কৃতেঽপি চ হাস্যতি জীবনমিতি মম নানৃতবাণী॥ চ॥

---

অথানন্তরম্ অতি সুমধুর-মনসিজ-রঙ্গ-ভঙ্গিম-গম্ভীরয়া বাচা রসাকুলাং রসলোলুপাং রাধাং মত্ততাপূর্ণং যথা স্যাৎ তথা অবদৎ॥ ৯০ ॥

শ্রীরাধা বৃক্ষের শাখান্তরে নিজেকে গোপন করিয়া গমন করিতেছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্যস্তসমস্ত-ভাবে সেই বৃক্ষ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক উঁহার পথ অবরোধ করিলেন॥ ৮৯॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অতি সুমধুর মনসিজ-কৌতুক-রঙ্গ-ভঙ্গি-হেতু পরম-গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বাক্যে গর্ব্বসহকারে অদ্ভুত রস-লোলুপ শ্রীরাধাকে বলিতে লাগিলেন॥ ৯০॥

ইতি হঠপাটিত-নবকঞ্চুকপট-উল্লসিতো বনমালী।
লব্ধমহো ইতি বিবিধমমোদত রাধাকুচযুগশালী ॥ ছ ॥

ইতি রসসার-সরস্বতি-বর্ণিত মাধব-মধুরবিলাসং।
বিশতু গুরোঃ পদভক্তিপরশ্চিরমুজ্জ্বলভাববিকাশম্ ॥ জ ॥

মম বনে বৃন্দাবনে ব্রজপুরস্থ সুবিদগ্ধ-চৌরী মনোহর-নবকিশোরী কেয়ং ভ্রমতি পর্য্যটতি। ধ্রু।

ইয়ং মণিখচিত-মুরলীম্ অথ মনোহরং নবীনোত্তরীয়ঞ্চ উদক্ষিপৎ ন্যক্ষিপৎ। সুবহুল-কদম্ব-কুসুমঞ্চ বহুদূরে প্রসারিতবতী। ক।

পুন র্নিজচাতুর্য্যঞ্চ প্রকাশয়তি। নয়নকটাক্ষ-বিভঙ্গং যথা স্যাৎ তথা 'হে চপল মম পটাঞ্চলং ত্যজ' ইত্থং বহু বদতি। হন্ত বিস্ময়ে! প্রকাশিতকৌতুকাতিশয়ং যথা স্যাৎ তথা মিথ্যা রুদিতবতী। খ।

বত খেদে অথ অখিলং মম কৃতং বহুধর্ষণম্ ইত্যর্থঃ। সোঢ়ুং কঞ্চুকস্থং মনোহরং কদম্বদ্বয়ং নিঃশঙ্কং যথা স্যাৎ তথা ন দদাতি কিমু? অথাপি তু পক্ষান্তরে বহুবিধ-বিকারং প্রকটয়তি। গ।

বত খেদে অহো আশ্চর্য্যম্ ইয়ং কুটিলবুদ্ধি র্বররমণী চাতুর্য্যং বিস্তারয়তি। অধুনা সম্প্রত্যপি শ্লেষঃ সংযুক্তঃ পরিরম্ভণীয়ো বা পৃথুকুচভরঃ স্থূল-স্তনবরঃ ইত্থং কথমিব কথনীয়ং ইদং কথমেব বক্তব্যম্ অনয়েতি শেষঃ। ঘ।

মম ধেনুগণঃ সুদূরং গতঃ, বত দুঃখে, মম সর্ব্বে সখায়ঃ ব্যাকুলাঃ ভবন্তি। মম অতি রসালং পরমসুন্দরং কোরকযুগলং তূর্ণং সমর্পয়। ঙ।

এষঃ কৃষ্ণঃ ন দানপাত্রম্ ইত্থং যদি তব নিশ্চয় এব স্যাৎ হরিরপি মহাভিমানী। অস্য কৃতে কুট্মলযুগার্থে জীবনমপি পরিত্যক্তুং শক্তঃ, মম বাণী ন মৃষেতি বিদ্ধি। চ।

ইত্যুক্ত্বা হঠেন উৎপাটিতঃ বিদারিতো নব-কঞ্চুকপটঃ নবকঞ্চুলিকেত্যর্থঃ যেন তাদৃশো বনমালী উল্লসিতঃ আনন্দিতঃ সন্ রাধা-কুচযুগবিলাসী 'অহো লব্ধং লব্ধম্' ইতি বহুশঃ অমোদত মুমোদ। ছ।

ইত্থং সরস্বতিপাদেন রচিতং রসবিনির্য্যাসময়ং মধুরভাবাঢ্যং মাধবস্য সুমধুরবিহারং শ্রীগুরুভক্তিপরায়ণশ্চিরং বিশতু নিত্যং প্রবিশতু নিমজ্জতু ইত্যর্থঃ। জ।

এই ব্রজপুরের মধ্যে পরম চতুরা চৌরী নবকিশোরী কে গো আমার এই বৃন্দাবনের মধ্যে বিচরণ করিতেছে? দেখ দেখ আমার অমন সাধের

মণিখচিত বংশী এমন সুন্দর নূতন উত্তরীয় কোথায় ফেলিয়া দিয়াছে? কত কষ্ট করিয়া মনোহর কদম্বফুল তুলিয়াছিলাম, তাহাকে কিনা চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিয়াছে; আবার কত রকম চতুরতা প্রকাশ করিতেছে; কি আশ্চর্য্য! নয়ন-কমল নানারূপ ভঙ্গি করিয়া বলিতেছে—"হে অতি চপল! আমার বস্ত্রাঞ্চল ছাড়",। মরি মরি!! আবার মিথ্যা রোদন করিতেছে; ইহার পর আমাকৃত বহু কদর্থনা সহ্য করিতে হইবে—ইহা জানিয়াও নিঃশঙ্ক ভাবে কঞ্চুক-মধ্যস্থ অদ্ভুত কদম্বপুষ্পদ্বয় কেন দিতেছে না, বুঝিতেছি না; কি দুঃখ! আবার নানাবিধ বিকার প্রকাশ করিতেছে!! কি আশ্চর্য্য! এ অতিশয় কপটবতী রমণী দেখিতেছি! এখনও কতরকম চতুরতা বিস্তার করিতেছে। কি বিস্ময়ের বিষয়; "ইহা আলিঙ্গনযোগ্য (সংযুক্ত) উন্নত স্তনযুগল কিন্তু কদম্ব-কোরক নহে" এইরূপ বাক্য এখনও পর্য্যন্ত কেমন করিয়া বলিতেছে!! এইবার আমি পরিষ্কার বলিতেছি, আমার ধেনুগণ সুদূর বনে চলিয়া গিয়াছে, দুঃখের কথা কি আর বলিব? সখাগণ আমার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে; অতএব আমার পরম রসময় অতি সুন্দর কদম্ব-কোরকদ্বয় শীঘ্র অর্পণ কর। আর তুমি যদি নিশ্চয় করিয়া থাক যে আমি সহজে দিব না, তবে শুন—এই কৃষ্ণও দৃঢ় অভিমানী, এই দুইটী কদম্ব-কোরকের জন্য নিজপ্রাণপর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারে; কিন্তু উহা কখনও ছাড়িবে না; এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ইহা কখনও অন্যথা হইবার নহে—এই বলিয়া হঠপূর্ব্বক অভিনব কঞ্চুলিকা উৎপাটন করতঃ শ্রীরাধার স্তনযুগল ধারণ করিয়া পরম উল্লসিতচিত্তে "হাঁ হাঁ পেয়েছি পেয়েছি" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে সরস্বতিপাদ-বিরচিত রস-বিনির্য্যাসময় মধুর ভাবাঢ্য রাধাগোবিন্দের সুমধুর বিলাস শ্রীগুরুচরণ-ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তির হৃদয়ে চিরকাল প্রবেশ করুক।

কোনও একদিন, শ্রীরাধা আনমনে প্রাণবল্লভের লীলাবিলাসাদি-স্মরণে নিমগ্না, এই সময় হসিতবদন শ্রীকৃষ্ণ ধীরপদে পশ্চাৎ ভাগ হইতে কর-যুগল দ্বারা উহার নয়নদ্বয় আচ্ছাদন করিবামাত্র শ্রীরাধিকা "ললিতে!

পাণিভ্যাং পিদধৎ কদাপি সুদৃশঃ পশ্চাদ্গতো লোচনে
স্মের স্তৎকরপল্লবেন ললিতে মুঞ্চেতি চোক্ত্বা ধৃতঃ।
সুপ্তায়াশ্চ শনৈঃ শনৈর্জঘনতং ক্ষিপ্ত্বোরসশ্চাম্বরং
সংশ্লিষ্য প্রলিখন্নখৈঃ স মুমুদে বোধেঽপি মীনীদৃশঃ॥ ৯১॥

রাধেঽহং ললিতা গতাস্মি কপটাদুক্ত্বেতি পত্রাবলীঃ
তদ্বাসাঃ কুচয়োশ্চিরং বিরচয়ন্নাপীড়য়ন্নুন্মদঃ।

---

কদাচিৎ সঃ কৃষ্ণঃ সুনয়নায়াঃ পশ্চাদ্গতঃ সন্ করাভ্যাং নেত্রে আচ্ছাদয়ন্ স্মিতমুখঃ "হে ললিতে মুঞ্চ মুঞ্চ" ইত্যুক্ত্বা তস্যাঃ করপল্লবেন ধৃতশ্চ আসীৎ। কদাচিৎ নিদ্রিতায়া মীনীদৃশো মীননেত্রায়াঃ রাধায়াঃ জঘনাদ্বক্ষসশ্চ বস্ত্রং শনৈঃ শনৈর্নিক্ষিপ্য তস্যা জাগরণেঽপি নখৈরালিখংশ্চ স্তনযুগমিতি শেষঃ অমোদত জহর্ষ॥ ৯১॥

হে রাধে "ললিতাহম্ আগতাস্মি" তব সন্নিধাবিতি শেষঃ, ছলাদিত্থমুক্ত্বা তদ্বাসাঃ পরিহিত-ললিতাবসনঃ রাধায়াঃ স্তনয়োরুপরি বহুক্ষণং পত্রাবলীং বিরচয়ন্ ধৃতপুম্ভাবঃ গৃহীত-পুরুষাচারঃ অতঃ উন্মত্তঃ সন্ স্তনযুগং সংমর্দ্দয়ন্ নিশিতৈর্নখাগ্রৈরঙ্কয়ন্ "হে সখি ললিতে

---

ছাড় ছাড়, আমি তোমায় চিনিয়াছি", বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে উহার হাত দুইটী ধরিলেন।

আবার কোনও একদিন, নির্জ্জন স্থানে রাধিকা শয়নে ছিলেন, নাগর ধীরে ধীরে কাছে গিয়া উহার জঘনের এবং বক্ষস্থলের বসন আস্তে আস্তে ফেলিয়া দিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন করামাত্র রাধা জাগিলেও নখাঘাতের দ্বারা তাহার বক্ষোজ-যুগল অঙ্কিত করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন॥ ৯১॥

কোনও একদিন, পরম কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ ললিতার বসন পরিধানপূর্ব্বক তাহার মত সাজিয়া কপটভাবে "রাধে" আমি ললিতা তোমাকে শিঙ্গার করিবার মানসে আসিলাম" এই বলিয়া উহায় স্তনযুগলের উপর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত পত্রাবলী রচনা করিতে করিতে নিজের পৌরুষ-ভাব ধারণ পূর্ব্বক মদোন্মত্ত-ভাবে শ্রীরাধার স্তনযুগল সংমর্দ্দন এবং তীক্ষ্ণ নখাগ্রদ্বারা চিহ্নিত করিতে দেখিয়া, "সখি ললিতে! এ কি কর, এ কি কর! "এইরূপ

তীক্ষাগ্রৈ বিলিখন্নখৈশ্চ ধৃতপুংভাবোঽতিমুগ্ধং হসন্
রাধায়াঃ সখি কিং কিমেতদিতি তদ্বাণ্যা হরিঃ পাতু বঃ ॥ ৯২ ॥

ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে রসোদ্ধতমাধবো নাম অষ্টমঃ সর্গঃ।

এতৎ কিং কিমিতি” তস্যাঃ রাধায়া বচনেন অতিমুগ্ধম্ অতিমনোহরং যথা স্যাৎ তথা হসন্ স্ময়ন্ হরিঃ কৃষ্ণো বঃ পাতু তত্তল্লীলাদি-দর্শনদানেন কৃতার্থীকরোতু ॥ ৯২ ॥

শ্রীরাধার বিস্ময়জনক বাক্য শ্রবণ করতঃ অতি মনোহর-ভাবে হাস্য-পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে লীলাদি-দর্শন দানে সুখী করুন ॥ ৯২ ॥

**অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।**

# শ্রীশ্রীসঙ্গীত-মাধবম্

## নবমঃ সর্গঃ।

### মুদিতরাধামাধবঃ

একদা বিরচিতাদ্ভুতক্রমং মাধবেন রমিতা যথাসুখং।
রাধিকা রসনিমগ্নমানসা শোকভাগিব সখীমভাষত ॥ ৯৩ ॥

**মালব-গৌড়রাগেণ গীয়তে।**

ক্বাপি গতেঽখিলগৃহজন একল ঈদৃশ-মন্দিরগায়াঃ।
মম সমক্ষমলক্ষিত আগত আকুল-বাহুলতায়াঃ ॥ ক।
সখি হে শৃণু মম গতদিনবৃত্তং।

---

একদা কদাচিৎ বিরচিত উদ্ভাবিতঃ অদ্ভুতক্রমো বিস্ময়কর-পরিপাটি র্যত্র যথাসুখং যথেচ্ছং মাধবেন সহ রমিতা বিলসিতা অতো রসময়চিত্তা রাধিকা শোকভাগিব দুঃখাকুলেব প্রিয়সহচরীমকথয়ৎ ॥ ৯৩ ॥

হে সখি মম গতদিনবৃত্তান্তং শৃণু। হরি হরি খেদে! চতুরচূড়ামণি-কৃষ্ণেন মে বহুদুঃখং দত্তং বত বিস্ময়ে। ধ্রু।

অখিলগৃহজনে সকলগুরুজনে কুত্রাপি গতে সতি ঈদৃশমন্দিরস্থিতায়াঃ কম্পিত-ভুজলতায়াঃ মম সমক্ষং সম্মুখম্ একাকী অন্যৈরদৃশ্যঃ সন্ আগতঃ। ক।

---

কোনও একদিন নিশিযোগে শ্রীরাধিকা প্রাণবল্লভের সহিত নানাবিধ চাতুর্য্যপূর্ণ অভিনব প্রকার উদ্ভাবন করতঃ যথেচ্ছভাবে বিলাস করিয়া রসসাগরে নিমজ্জিত হইয়া পরদিন প্রাতে শ্যামলাকে দেখিবামাত্র ঠিক শোকযুক্তের ন্যায় ভাণ করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৯৩ ॥

সখি শ্যামলে! কাল যে কি বিপদেই রাত্র কাটিয়াছে তাহা আর তোকে কি বলিব! হরি হরি! ধূর্ত্তশিরোমণি নাগরেন্দ্রচন্দ্র স্বপ্নের অগোচর-

হরি হরি ধূর্ত্ত-শিরোমণি-হরিণা দুঃখং বত বহু দত্তং ॥ ধ্রু ॥
দ্বারি তদৈব বহির্নিজগৃহপতিমভিসমুদীক্ষ্য বিহস্তা।
প্রাবেশয়মিমমন্তর্গৃহমহমাত্ত-সকঙ্কণহস্তা ॥ খ ॥
তত্র মহামদনোন্মদমতিরয়মারভতাতিকুচেষ্টাং।
অস্থ সনূপুরকাঞ্চিমপানয়মপি বিষমধ্বনিদুষ্টাং ॥ গ ॥
কঞ্চুকমচ্ছিনদলিখদুরোরুহমথ নখরেণ নিকামং।
দৃঢ়পরিরম্ভণমকৃত তথাধরদংশমহো অবিরামম্ ॥ ঘ ॥
শিথিলিতনীবিমবেষ্টত দুর্জরমদনমদোন্মদভাবং।
কথমপি নাকরবং কর-বারণমহহ ন নেতি চ রাবম্ ॥ ঙ ॥
চঞ্চলতরমথ পূর্ণমনোরথমতিকাতর-মৃদুবাচং।
বিরচিত-কাকুক্রিয়াং রস-সম্বৃত-তনুরতনোদ্রসপাচম্ ॥ চ ॥
অহমপি বিপুল-নিচোল-সুসম্বৃত-সুরত-সুলক্ষণ-দেহং।
আশুগমেনমপনীয় ভুজগং গৃহকোণ-গতা বিরতেহম্ ॥ ছ ॥
মন্দতমসি জব-ঝংকৃতনূপুরমস্য বহিঃ প্রতিযানে।
কোঽয়মিতি শ্রুতজনগদিতাঽপতমহমতিভীতি-বিতানে ॥ জ ॥
ইতি নব-মধুর-রসামৃতশেবধি-রাধাবচনবিলাসং।
কলয়িতুমহহ সরস্বতি-মানস মনুদিনমিহ বিধৃতাশম্ ॥ ঝ ॥

---

তদৈব বহির্দ্বারি আগতং নিজ-দয়িতং দৃষ্ট্বা বিহস্তা ব্যাকুলা সতী গৃহীতাভরণ-হস্তা অহমিমং কৃষ্ণং অন্তর্গৃহম্ অন্তঃপ্রকোষ্ঠং প্রাবেশয়ম্। খ।

তত্র গৃহমধ্যে মহাকামোন্মত্তোয়ম্ অতিশয়কুক্রিয়ামারভত প্রাচক্রমে। অস্য অতিশয়-শব্দায়মানাং নূপুরসহিত-মেখলাম্ অপানয়ং দূরীকৃতবতী। গ।

অথ কঞ্চুলিকাং মমেতি শেষঃ অভিনৎ নখরৈর্নিকামং নিতরাং বক্ষোজং অঙ্কয়তি স্ম। অহো আশ্চর্য্য! অনবরতং গাঢ়ালিঙ্গনমধরদংশনঞ্চ অকরোৎ। ঘ।

দুর্দ্ধর-মদন-মদোন্মদভাবং দুর্দ্ধর্ষ-কামোন্মত্তং যথা স্যাৎ তথা শ্লথ-নীবীং মাম্ আলিঙ্গত। অহহ! খেদে কথমপি কৃচ্ছ্রেণাপি হস্তপ্রতিরোধং তথা ন ন ইতি শব্দঞ্চ গৃহপতি-ভয়াদিতি যাবৎ নাকরবম্ কর্ত্তুংনাপনারয়ম্। ঙ।

রস-সম্বৃত-তনুঃ রসপূরিত-বিগ্রহঃ সঃ পূর্ণাভিলাষং তথা সুচঞ্চলং যথা স্যাৎ তথা রসপাচং রসবর্ষিণীং কাকুক্তিযুক্তামতিশয়-কাতরতা-পূর্ণাং কোমলবাণীমতনোৎ বিস্তারয়ামাস। চ।

বৃহদ্বস্ত্রাচ্ছাদিত-রতিচিহ্নাঙ্কিত-দেহং শীঘ্রগমনশীলমেনং বিটং বহিষ্কৃত্য বিরতেহং বিগতচেষ্টং যথা স্যাৎ তথা অহমপি গৃহকোণগতা। ছ।

অল্পান্ধকারে বেগেন শব্দায়মান-নূপুরং যথা স্যাৎ তথা অস্য বহির্গমনে অয়ং কঃ ইতি শ্রুতলোকবার্ত্তাহং মহাভীতি-সমূহে অপতং পতিতা। জ।

অহহ প্রেমোৎকণ্ঠায়াম্! ইত্থং নবনবায়মানোজ্জ্বলরসামৃত-সাগর-রূপায়াঃ শ্রীরাধিকায়াঃ বাগ্‌বিভঙ্গীং শ্রোতুং সরস্বতিপাদস্য চিত্তমনুক্ষণমিহ অস্মিন্ বিষয়ে আশাবদ্ধং ভবতি। ঝ।

ভাবে কত যে দুঃখ প্রদান করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কি বলিব, গুরুজনগণ কার্য্যবশতঃ কোথাও চলিয়া গেলে আমি অতি নির্জ্জন গৃহে রহিয়াছি, এই সময় একাকী হঠাৎ আমার সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া আমি ব্যাকুল হওয়ায় গা হাত পা কম্পিত হইতে লাগিল। ঠিক্ এই সময় বাহিরের দরজায় নিজ গৃহপতি উপস্থিত দেখিয়া প্রাণ কণ্ঠাগত, ব্যস্ত-সমস্তভাবে পাছে শব্দ হয় এই ভয়ে হাতের কঙ্কণ বলয়া প্রভৃতির সহিত হাত ধরিয়া একেবারে উহাকে ভিতরের ঘরে প্রবেশ করাইয়া দিলাম, পাছে গুরুজন জানে, এই ভয়ে উহার কাছেই রহিলাম। আমি ভয় পাইলে কি হইবে, তাহার স্বভাব ত জানিস্, সে মদন-মদে উন্মত্ত হইয়া সেই গৃহমধ্যেই নানারূপ কুচেষ্টা আরম্ভ করিল। তাহার নূপুর এবং কিঙ্কিণীর ভয়ানক শব্দ হইতেছে দেখিয়া আস্তে ব্যস্তে উহা খুলিয়া ফেলিলাম, কিন্তু ধৃষ্ট নাগর বলপূর্ব্বক আমার কাঁচুলি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া খর নখরের দ্বারা উরোজ-যুগলে কিরূপ চিত্র বিচিত্র করিয়াছে দেখ; তাহাতেই কি শান্তি! অনবরত দৃঢ় আলিঙ্গন, অধর-দংশন প্রভৃতি করিতে লাগিল; আবার দুর্দ্ধর মদন-মদে আত্মহারা হইয়া আমার নীবি-বন্ধন খুলিয়া জঘন দ্বারা এরূপ বেষ্টন করিল যে গৃহপতির ভয়ে কোনরূপ নিষেধ বাক্য বা হস্তের দ্বারা পর্য্যন্ত বারণ করিতে না পারিয়া অগত্যা তাহার মনোমত কার্য্য করিতে লাগিলাম। রসময় শ্যামসুন্দর কতক্ষণে পূর্ণমনোরথ হওতঃ অতি চঞ্চলতাবে কাতরতা-সহকারে নানারূপ কাকুক্রিয়া প্রকাশ পূর্ব্বক অর্থাৎ অবনত মস্তকে করযোড়ে রসবর্ষিণী অতি মৃদু বাণী বলিতে লাগিলে আমিও তখন চারিদিকে তাকাইয়া একখানি বৃহদ্বস্ত্র দ্বারা সুরত-চিহ্নাঙ্কিত-দেহ সেই মহাকামুক-প্রবরকে আচ্ছাদিত করতঃ

কৃতা দৃষ্টিঃ ক্রূরা কটুবচন-কোটি র্বিরচিতা
হসত্যেবোন্মত্তঃ কলয়তি পুন র্মান্তত ইতঃ।
অহো ধন্যং ধন্যং কলিত বহুলীলাম্বুজহতিঃ
ক যামঃ কিং কুর্ম্মঃ সখি মম কিমেতন্নিপতিতম্ ॥ ৯৪ ॥

কটাক্ষা নাক্ষিপ্তাঃ কৃতমপি ন সাকূতললিত-
স্মিতেনোচ্ছৎকামং কিমপি ভুজমূলং প্রকটিতম্।
ন চানেন স্বৈরং হসিত-পরিহাসাদি বিহিতং
কৃতং কিং মে গোপীততিষু যদয়ং খেদয়তি মাম্॥ ৯৫ ॥

---

ময়া বহুতরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিঃ নিক্ষিপ্তা, কর্কশবচনকোটিরপি কথিতা, কলিতা প্রদত্তা বহু যথা স্যাৎ তথা লীলাকমলেন হতিঃ আঘাতো যস্মৈ তথাভূতোঽপি উন্মত্তঃ এব হসতি, পুনঃ-মাং চতুর্দ্দিক্ষু পশ্যতি, অহো আশ্চর্য্যং। ধন্যং ধন্যং বিপরীত-লক্ষণয়া মহাপ্রমাদকরং হে সখি! বয়ং কুত্র গচ্ছামঃ, কিং বা কুর্ম্মঃ, মম কিমেতৎ কষ্টম্ আপতিতং ॥ ৯৭ ॥

হে সখি! ময়া কদাপি কটাক্ষাঃ সাভিলাষ-বক্রদৃষ্টয়ঃ ন বিক্ষিপ্তাঃ, সাভিপ্রায়সুমধুর

---

শীঘ্রগতি বাহির করিয়া দিয়া নিঃশব্দে সেই গৃহের কোণে অবস্থান করিতে লাগিলাম। কি বলিব সখি! অল্প অল্প অন্ধকারে দ্রুতগতি চলিয়া যাইতে উহার নূপুরের শব্দে 'কেগা কেগা' বলিয়া চারিদিকের লোক যেমন বলিতে লাগিল—শুনিয়া আমি একেবারে ভয়সাগরে নিপতিত হইলাম। এইরূপ নিত্য নবনবায়মান উজ্জ্বল রসামৃত-সাগরের রত্নস্বরূপা শ্রীরাধার বচন-বিভঙ্গি শ্রবণ করিবার জন্য সরস্বতিপাদ অনুদিন আশা করিতেছেন।

সখি শ্যামলে! বল আমরা কি করি, কোথায় যাই, কি এক বিষম বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল!! যদি গুরুজন জানিতে পারে, তবে আমি কি করিয়া সমাধান করিব। কি বলিব, কত কত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, কোটি কোটি কটুবচন দ্বারা তাহাকে তিরস্কার করিলাম—এমন কি লীলা-কমল দ্বারা কত আঘাত করিলাম, কিন্তু সেই বারণ কে শুনে, সে ঠিক উন্মত্তের ন্যায় হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেবল আমাকেই দেখিতে লাগিল ॥ ৯৪ ॥

সানন্দং পরিচুম্বিতং হরি হরি শ্রীমন্মুখং নেক্ষিতং
সংপীড্যোল্লিখিতং নখৈঃ স্তনতটং শোভা ন সা লোকিতা।
নীবী দূরমুদাসি হন্ত ন মনাগ্ দৃষ্টা তদূরুচ্ছবিঃ
শোচন্নিত্থমলক্ষিতোঽপি রমিতো রাধাং হরিঃ পাতু বঃ॥ ৯৬ ॥

ইতি শ্রীসঙ্গীত-মাধবে মুদিতরাধামাধবো নাম নবমঃ সর্গঃ।

---

মৃদু হাস্যমপি ন কৃতং, ন বা কামোদ্দীপকং বাহুমূলং কথঞ্চিদপি প্রকাশিতম্, অনেন সহ যথেচ্ছং হাস্যপরিহাসমপি ন কৃতং। সখি! বদ ময়া কিং কৃতং যস্মাৎ অয়ং গোপী-মণ্ডলিষু মাং বিড়ম্বয়তি॥ ৯৫ ॥

হরি হরি প্রেমখেদে! রাধায়াঃ পরমসুন্দরং বদনং সানন্দং যথা স্যাৎ তথা পরিচুম্বিত-মপি ন দৃষ্টং, স্তনতটং তুঙ্গকুচদ্বন্দ্বং সংমর্দ্দ্য নখরৈঃ অঙ্কিতং তথাপি সা শোভা সৌন্দর্য্যং ন দৃষ্টা। হন্ত বিষাদে! নীবী কটিবন্ধনং সুদূরম্ উৎক্ষিপ্তা তথাপি তস্যাঃ জঘন-কান্তিঃ মনাক্ ঈষদপি ন অবলোকিতা। ইত্থং শোচন্ অনুতপন্ অলক্ষিতোঽপি সখীভিঃ ইতি শেষঃ রাধাং রমিতঃ রাধারমণ ইত্যর্থঃ হরিঃ বঃ যুষ্মান্ পাতু স্বসেবাদানেন কৃতার্থয়তু॥ ৯৬ ॥

---

যদি বল তুমি কিছু সঙ্কেত না করিলে কি সে এরূপ করিতে পারে? সখি! আমি সত্য বলিতেছি—কখনও স্বাভিলাষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করি নাই, তাহাকে দেখিয়া সাভিপ্রায় মৃদু মধুর হাস্যপর্য্যন্ত করি নাই। তাহার কামো-দ্দীপক কোনওরূপ কলা বা বাহুমূল প্রকাশ কিছুই ত করি নাই, কি আর বলিব, কোন সময় তাহার সহিত হাস্যপরিহাসাদিও করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না; আমি তাহার কাছে এমন কি দোষ করিয়াছি, বল দেখি যাহার জন্য গোপীমণ্ডলীর মধ্যে সে আমায় এমন বিড়ম্বনা করে॥ ৯৫ ॥

হায় হায়!! শ্রীরাধার পরম সুন্দর বদনখানি আনন্দের সহিত কতবার চুম্বন করিলাম বটে, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলাম না। তুঙ্গ স্তনদ্বয় সংমর্দ্দন এবং খর-নখরাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিলাম, কিন্তু তাহার শোভা একবার ভাল করিয়া দেখিলাম না। নীবিবন্ধন খুলিয়া সুদূরে নিক্ষেপ করিলাম, কিন্তু তাহার জঘনের কান্তি ঈষন্মাত্রও অবলোকন করিলাম না। হরি হরি! আমার জীবনে ধিক্!! এইরূপ সখীদিগের অলক্ষিতভাবে শোকাকুল শ্রীরাধারমণ হরি তোমাদিগকে নিজসেবাদানে কৃতার্থ করুন॥ ৯৬ ॥

**নবম সর্গ সমাপ্ত।**

# শ্রীশ্রীসঙ্গীত-মাধবম্

## দশমঃ সর্গঃ ।

### উজ্জ্বল-মাধবঃ

ভূয়োভূয়ঃ স্মুরতসুধয়া মাদয়িত্বা স রাধাং
চিত্রোপায়ৈ শ্চতুরতিলকোঽজ্ঞাত-সারল্যভাবাং ।
বৃন্দাটব্যাং পুনরপি তয়া রংস্যমানো যথেষ্টং
প্রেষ্যাংচক্রে নিজমুরলিকা-কাকলীমেব কৃষ্ণঃ ॥ ৯৭ ॥
সাঽপি শ্রুত্বা তমথ বিকলা মোহনং বেণুনাদং
নিষ্ক্রামন্তী পুনরথ গুরূন্ দ্বারি দৃষ্ট্বা বিশন্তী ।
পূর্ব্বং বজ্রায়িতমপি মনো মার্দ্দবেনাতিঘূর্ণদ্
বিভ্রাণাথ প্রিয়সহচরীং ক্বাপি সোৎকণ্ঠমূচে ॥ ৯৮ ॥

---

স চতুর-চূড়ামণিঃ কৃষ্ণঃ অজ্ঞাত-সারল্যভাবাং পরমবাম্যভাবাপন্নাং রাধাং চিত্রোপায়ৈঃ অদ্ভুত-কৌশলৈঃ সুরত-সুধয়া সম্ভোগামৃতেন পুনঃপুনঃ উন্মাদ্য পুনশ্চ বৃন্দাবনে তয়া সহ নিতরাং রংস্যমানঃ রিরংসুঃ নিজমুরলী-কাকলীং স্বকীর বংশীকলধ্বনিং এব প্রেষ্যাঞ্চক্রে দূতীরূপেণ প্রেষয়ামাস ॥ ৯৭ ॥

অথানন্তরং মোহনং মনোহরং বংশীরবং শ্রুত্বা ব্যাকুলা চ সা রাধা নিষ্ক্রামন্তী গৃহান্নির্গচ্ছন্তী অথ দ্বারি গুরুজনান্ দৃষ্ট্বা পুনঃ অন্তঃ প্রবিশন্তী প্রাক্ কঠিনায়িতমপি অথ মৃদুতয়া অতিঘূর্ণৎ পরিভ্রমি মনঃ বিভ্রাণা ধারয়ন্তী কুত্রাপি উৎকণ্ঠয়া প্রিয়সখীম্ উবাচ ॥ ৯৮ ॥

---

চতুর-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ পরমবাম্য-ভাবাপন্না শ্রীরাধাকে নানাবিধ বিস্ময়-জনক কলা-কৌশল প্রকাশ-পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ সম্ভোগ-রসামৃতের দ্বারা উন্মত্ত করিয়া চিত্তের ক্ষোভ না নিবৃত্ত হওয়ায় পুনর্বার শ্রীবৃন্দাবনবনমধ্যে যথেচ্ছ রমণ-মানসে নিজের মুরলীধ্বনিরূপ দূতীকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৯৭ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা শ্যামসুন্দরের সেই মোহন মুরলীধ্বনি শ্রবণ করতঃ

## দুঃখী বরাড়িরাগেণ গীয়তে ॥

দিশি দিশি শিখিকুলমতিমদ-বিহ্বল-মবলোকয় নটলীলং।
তেন মনো মম বাদক-পুরুষং মনুতে নবঘননীলং। ক।
প্রাণসখি কুরু মম জীবন-দানং।
ত্বরিততরং নয় মামতিবিধুরাং যত্র মুরলী-কলগানম্। ধ্রু।
উচ্চাটনমতিমোহন-মাদন-মন্ত্রমিবাতিসুসিদ্ধং।
পঠতি যুবতিজন-বৈরি-মদন ইব হৃদি কুরুতে শরবিদ্ধং। খ।
যস্য মধুরতর-রসভরিতাধরসীধু-সুধা-লহরীয়ং।
ধ্বনিরূপিণী মম শ্রুতিপুট-পূরিণী লুম্পতি গৃহকরণীয়ম্। গ।
নিরবধি হৃদ্ বিকলীকুরুতে মম জনয়তি বিষমিব গেহং।
তৎপদমূলে দ্রুতমধুনৈব হি ন্যস্যমিদং নিজদেহং। ঘ।
প্রেম-মহাম্বুধিরুচ্ছলিতো মম যন্মুরলী-রস-পানে।
প্রাণাধিকতম এষ প্রিয়ো মম পরমিহ কিমপি ন জানে। ঙ।
কিং মম শীলং কীর্ত্তিকুলস্বা কা মম গুরুজন-লজ্জা।
বিষমকুসুমশর-বিষশর-বর্ষণ-জর্জরিতা মম মজ্জা। চ।
চতুরতয়া যদি নয়তি ন ভবতী পশ্য চলাম্যহমেষা।
তাদৃশমেব বিলক্ষ্য নিরঙ্কুশমতিমদ-বিহ্বল-বেশা। ছ।
রাধাপদ-গতি-দীনসরস্বতি রন্তুর্বহতি সদাশাং।
স্বপ্রিয়মিথুন-মিলন-করুণোৎসুকমতিরতিভাববিকাশাং। জ।

---

হে প্রাণ-সহচরি! মম প্রাণ-দানং কুরু, যত্র বংশীকলনাদো ভবতি, তত্র অতি বিকলাং মাং সত্বরতরং নয় প্রাপয়। ধ্রু।

দিশি দিশি চতুর্দ্দিক্ষু পরম-মদাকুলং নৃত্য-পরায়ণং ময়ূর-সমূহং পশ্য, এতেন মম মনঃ নবঘনশ্যামং বংশীবাদকং অনুমন্যতে। ক।

সঃ অতিসুসিদ্ধং মহাসিদ্ধং উচ্চাটনমতিমোহন-মাদন-মন্ত্রং ইব পঠতি, তথা যুবতী-জনানাং পরমশত্রুঃ কামঃ ইব হৃদয়ে বাণ-বিদ্ধং কুরুতে করোতি। খ।

হে সখি! যস্য ইয়ং সুমধুর-রস-পরিপূর্ণা অধরামৃততরঙ্গ-মালা-নাদস্বরূপা শ্রুতি-পরিপূর্ত্তিকারিণী সতী গৃহকার্য্যং বিনাশয়তি। গ।

পুনঃ নিরন্তরং মম হৃদয়ং বিহ্বলীকুরুতে। গৃহং বিষমিব কটুতরং কুরুতে। অধুনৈব ঝটিতি তস্য পদমূলে ইদং স্বদেহং সমর্পণীয়ং স্যাৎ। ঘ।

যস্য বংশীরবামৃত-পানমাত্রেণৈব মম প্রেম-মহাসাগরঃ উদ্বেলিতো ভবতি, স এব এব মম প্রাণকোটি-প্রিয়তমঃ, ইহ অস্মিন্ বিষয়ে অন্যৎ কিমপি ন বেদ্মি। ঙ।

মম শীলং সৌশীল্যং পাতিব্রত্যমিত্যর্থঃ কিং তুচ্ছং কীর্ত্তিকুলং যশঃসমূহো বা কিং নগণ্যং, মম গুরুজন-লজ্জা, কা? বরাকস্য কামদেবস্য বিষময়-বাণ-বর্ষণাৎ মম মজ্জা মর্ম্মস্থলঃ জর্জ্জরিতা জীর্ণা। চ।

যদি ভবতী চাতুর্য্যেণ তত্র মাং ন নয়তি, তদা তাদৃশং বাদক-পুরুষমেব লক্ষ্যীকৃত্য পরম-মদোন্মত্তা এষা অহং নির্ব্বাধং যথা স্যাৎ তথা যাতাস্মি ইতি পশ্য। ছ।

রাধাচরণ এব গতি র্যস্য তাদৃশঃ দীনঃ সরস্বতিঃ নিজপ্রিয়তম-যুগল-মিলনায় লুব্ধচিত্তঃ সন্ অন্তঃ অন্তঃকরণে অতি-ভাব-বিকাশাং মধুর-রসপ্রকাশিনীং আশাং সদা নিরন্তরং বহতি পুষ্ণাতি। জ।

---

অতিশয় ব্যাকুলিত হৃদয়ে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গমনোন্মুখ হইবামাত্র দ্বারদেশে গুরুজন অবস্থিত দেখিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে বাম্য বশতঃ বজ্রের ন্যায় কঠিন হইলেও কিন্তু সম্প্রতি বেণু-নাদ শ্রবণমাত্র দ্রবীভূত হওতঃ সাতিশয় চঞ্চল হইলেন, আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া কোনও নির্জ্জন স্থানে নিজ প্রিয়সহচরীকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৯৮ ॥

প্রাণসখি! অতিশয়কাতর আমাকে যেখানে সেই মনপ্রাণ-মাতান মুরলীর মনোহর গান হইতেছে, অতি শীঘ্র আমাকে সেই স্থানে লইয়া গিয়া আমার জীবন দান কর, নতুবা আমার আর উপায় নাই। কেবল আমি একা নয়, ঐ দেখ বংশীধ্বনি-শ্রবণমাত্র চারিদিকে ময়ূরগণ কেমন মদ-বিহ্বল ভাবে নৃত্য করিতেছে। এই সব দেখিয়া আমার মনে হয় এই বংশীর বাদক পুরুষ একমাত্র নবজলধর-কান্তি শ্যামসুন্দর ছাড়া আর কেহই নয়। কি বলিব, উচ্চাটন মোহন মাদন প্রভৃতি সে সুসিদ্ধ মন্ত্রের সদৃশ পাঠ করিতেছে, আর ব্রজযুবতী-জনের পরম শত্রু মদনের ন্যায় হৃদয়ে বাণ বিদ্ধ করিতেছে। যাহার মধুর হইতেও সুমধুর রস-পরিপূর্ণ অধরামৃত সুধা-সাগরের তরঙ্গমালা-সদৃশী ধ্বনি কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করতঃ আমার

দন্তে করোমি তৃণকং চরণে পতামি
ক্রীতাং কুরু প্রিয়সখি প্রণয়েন রাধাম্।
ত্বং শ্যামসুন্দর-কিশোরবরং প্রদর্শ্য
মজ্জীবিতং গতমিবাদ্য নিবর্ত্তয়েথাঃ ॥ ৯৯ ॥

হে প্রিয়সখি ! দশনে তৃণকং করোমি তব চরণে নিপতামি প্রীতিপণেন রাধাং ক্রীণু। হে সখি ত্বং নবকিশোরবরং শ্যামসুন্দরং দর্শয়িত্বা গতপ্রায়ং মম জীবনং ইদানীং পরাবর্ত্তয় ॥ ৯৯ ॥

গৃহকর্ম্মসকল একেবারে বিলুপ্ত করিতেছে, নিরন্তর হৃদয়কে ব্যাকুল করিতেছে, এমন কি আমার ঘর যেন বিষের মত বোধ হইতেছে, সখি গো! আমার মন প্রাণ ত সে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেই, এখন এই নিজ দেহখানি তোরা তাহার চরণ-তলে সমর্পণ করিয়া আমার বন্ধুর কার্য্য কর সখি! শেষ কথা তোকে বলি—যাহার মুরলীধ্বনি-রূপ রস পান করিবা মাত্র আমার মহাপ্রেম-সাগর উচ্ছলিত হইয়াছে, একমাত্র সেই আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম এবং আশ্রয়-স্বরূপ, ইহা ছাড়া আমি আর কিছুই জানি না। আমার সুশীলতা বা সতীত্ব কি করিবে? আমার যশের পরি-বর্ত্তে অপযশ হউক, আর গুরুজনের ভয় এবং লজ্জা আমার কি করিবে? সখী গো! আমাতে আর আমি নাই, অখণ্ড প্রতাপশালী মন্মথচক্রবর্ত্তীর বিষময় বাণ-বর্ষণে আমার মর্ম্মস্থল একেবারে জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছে। তুমি যদি বিশেষ চাতুর্য্যের সহিত সেই মনোমোহন মুরলী-বাদক পুরুষের নিকট আমাকে এখনই লইয়া না যাও, তবে দেখ অতি মদোন্মত্ত পাগলের বেশে এই আমি একাকীই নির্ব্বাধে চলিলাম। শ্রীরাধাচরণই একমাত্র সর্ব্বস্ব যাহার, এমন দীনহীন সরস্বতি নিজপ্রিয়তম রসিক-যুগলের মিলন করাইবার জন্য লুব্ধচিত্ত হইয়া অন্তঃকরণে মধুর-ভাব-প্রকাশিনী আশা নিরন্তর বহন করিতেছে।

প্রিয়সখি শ্যামলে! আমি দশনে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক তোমার চরণে পতিত হইলাম, তুমি প্রণয়ের দ্বারা এই দুঃখিনী রাধাকে চিরদিনের মত কিনিয়া লও। সেই নবকিশোরবর শ্যামসুন্দরকে সম্প্রতি একটিবার

অয়ি সখি ! কতি নোক্তং পূর্ব্বমেতন্ময়া তে
হরিরয়ভিমানী কীদৃশো নাদ্য জানে।
ভবতু তদপি যামি ত্বৎকৃতে প্রাণসারে !
প্রথমমিমমুদীক্ষ্য ত্বাং ততোঽহং নয়ামি। ১০০।

ইতি নিগদ্য সখী সুখদায়িনী
হরিমুপেত্য কদম্বতলে স্থিতম্।
ন পরিলোক্য পুরেব কৃতাদরং
রসিকমৌলিমভাষত কাতরং ॥ ১০১ ॥

---

সখী উবাচ 'অয়ি সখি রাধে ! প্রাক্ বত তুভ্যং এতৎ ময়া কতিধা ন উক্তং কথিতং, অয়ং কৃষ্ণঃ মহাভিমানী, ইদানীং কীদৃশঃ কিম্ভূতঃ বর্ত্ততে ন জানামি। অস্তু তাবৎ তদপি তথাপি হে প্রাণ-সর্ব্বস্বে ! ত্বৎকৃতে তব প্রিয়ার্থং যামি গচ্ছামি। অহং প্রথমং ইমং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা ততঃ ত্বাং নয়ামি নেষ্যামি' ॥ ১০০ ॥

ইতি এবং উক্ত্বা পরম-সুখপ্রদা সখী কদম্বতরুতলে অবস্থিতং হরিং প্রাপ্য পরন্তু প্রাগিব কৃত-সমাদরং ন দৃষ্ট্বা কাতরতয়া রসিক-শেখরং অকথয়ৎ ॥ ১০১।

---

মাত্র দর্শন করাইয়া আমার গতপ্রায় জীবনকে তুমি পরাবৃত্ত কর ॥৯৯॥

শ্রীরাধিকার এইরূপ কাতরতা-শ্রবণে পরম দুঃখিতচিত্তে শ্যামলা বলিতে লাগিলেন—"সখি রাধে ! আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে বহুবার বলিয়াছি যে সখি, এই কৃষ্ণ বড়ই অভিমানী, তখন আমার কথা গ্রাহ্য কর নাই। যাহা হউক এখন সে যে কি ভাবে আছে, তাহা ত জানি না, হে প্রাণকোটি প্রিয়তমে রাধে ! তথাপি তোমার প্রিয় কার্য্যের জন্য আমি একবার যাই। প্রথমে সে কি অবস্থায় আছে একবার দেখিয়া পরে তোমায় লইয়া যাইব ॥ ১০০॥

পরম সুখময়ী শ্যামলা শ্রীরাধার নিকট এইরূপ বলিয়া বৃন্দাবনে গমন করতঃ কদম্ব-বৃক্ষমূলে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় বিশেষ আদর করিতে না দেখিয়া রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণকে কাতর ভাবে বলিতে লাগিলেন—॥১০১॥

## দেশাখ্যরাগেণ গীয়তে।

উদয়তি শীতকরে বররামা।
মুখমুন্নময়তি চুম্বিতুকামা। ক।
রাধিকা রমতে ত্বয়ি মাধব। ধ্রু।
যদি কলয়তি তব বেণু-নিনাদম্।
গণয়তি নৈব তদা জনবাদম্। খ।
ভবতি কলিত-নবমেঘ-বিলাসা।
উদ্যত-কৃত-পরিরম্ভণ-ভরাশা। গ।
যদি দৃশি নিপততি চন্দ্রকমালা।
পরম-চমৎকৃতিমঞ্চতি বালা। ঘ।
লিখতি রহসি তব রূপমুদারম্!
মুহুরিহ ঘটয়তি নিজ-কুচভারম্। ঙ।
বহিরধিগত-ভবদমৃতস্তনামা।
বিকলবিকলমিব ধাবতি বামা। চ।
প্রপততি চাতিতরামতিমুগ্ধা।
তব রতিকেলি-সমাধিনিরুদ্ধা। ছ।
ত্বয়ি পরমামৃত-বপুষি বিলগ্না।
প্রণয়-সুধারস-সিন্ধু-নিমগ্না। জ।
ইতি রস-বলিত-সরস্বতি-গীতম্।
জনয়তি হরি-পদভাবমধীতম্। ঝ।

---

হে মাধব! রাধিকা ত্বয়ি রমতে। চন্দ্রে উদীয়মানে সতি রমণীশিরোমণিঃ সা চুম্বনার্থং মুখং উত্তোলয়তি। ক।

তব বংশীধ্বনিং যদি শৃণোতি, তদা লোকাপবাদং নৈব মন্যতে। খ।

দৃষ্টাভিনব-মেঘ-বিহারা সা সুদৃঢ়ালিঙ্গনে কৃতোদ্যমা মহাভিলাষিণী চ ভবতি। গ।

যদি দৈবাৎ ময়ূর-চন্দ্রক-সমূহং পশ্যতি, তদা মুগ্ধা সা অতিচমৎকারং ভজতি। ঘ।

নির্জ্জনে তব মনোহরং স্বরূপং চিত্রয়তি। ইহ লিখিতচিত্রে স্বকীয়-স্তনভারং পুনঃপুনঃ অর্পয়তি। ঙ।

বহিঃ শ্রুতং ভবতোঽমৃতায়মানং সুন্দরং নাম যয়া তাদৃশী বামা সা মহাব্যাকুলং যথা স্যাত্তথৈব ধাবতি। চ।

ত্বয়া বিহারেষু পরম-ধ্যানমগ্না অতঃ অতিবিমূঢ়া সা নিতরাং প্রপততি। ছ।

স্ফূর্ত্তৌ পরমসুধাবর্ষিণি তব দেহে সুমিলিতা সতি প্রেমামৃত-সাগরে নিমজ্জিতাঽভূৎ। জ।

এবং সরস্বতিপাদস্য রসপূর্ণং সঙ্গীতং পঠিতং সৎ হরি-চরণকমলে ভাবং উৎপাদয়তি প্রকটয়তীত্যর্থঃ॥

---

হে মাধব! প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা গৃহে বা বনে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, সর্ব্বত্র কেবল তোমাকেই দর্শন করিয়া তোমাতেই রমণ করিতেছে। কি বলিব, ঠিক পাগলের ন্যায় হইয়াছে। পূর্ণচন্দ্র উদিত হইতেছে দেখিয়া রমণী-মুকুটমণি তোমার মুখমণ্ডল মনে করিয়া চুম্বন করিবার জন্য ঊর্দ্ধদিকে মুখ উত্তোলন করিতেছে। যদি তোমার বংশী-ধ্বনি একবার শ্রবণ করিল, অমনি লোকলজ্জা গুরুজন-ভয় কুলশীল প্রভৃতির কথা ভুলিয়া গিয়া একেবারে পাগলিনীর ন্যায় ঘরের বাহির হইয়া পড়িল। যদিবা আকাশে নব মেঘের উদয় দেখিল, অমনি দৃঢ় আলিঙ্গনের অভিলাষিণী হইয়া উদ্যম করিতে লাগিল! যদি কোনও প্রকারে ময়ূরের পাখা দৃষ্টিগোচর হইল অমনি তোমার চূড়া মনে করিয়া বিমুগ্ধভাবে পরম চমৎকৃতি লাভ করে। নির্জ্জনে বসিয়া তোমার পরম মোহন চিত্র করতঃ পুনঃ পুনঃ সুদৃঢ় আলিঙ্গন করিতে থাকে। প্রসঙ্গক্রমে বাহিরে তোমার সুধামাখা নামশ্রবণ মাত্র অতিশয় ব্যাকুল হইয়া সেই দিকে ছুটিয়া যায়। তোমার সহিতবিলাসাদির চিন্তা করিতে করিতে একেবারে চৈতন্য-রহিত হইয়া যায়, এমন কি কখনও বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যায়। আবার কখনও বা স্ফূর্ত্তিতে তোমার এই অমৃতময় দেহকে আলিঙ্গন করিয়া প্রণয়-সুধাসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়। আমি আর কত বলিব, শয়নে স্বপনে দিবানিশি সেই মুগ্ধা রাধা একমাত্র তোমাছাড়া আর কিছুই জানে না, এখন তোমার যাহা ভাল বোধ হয়, কর! এইরূপ পরম রসপূর্ণ শ্রীসরস্বতিপাদের রচিত সঙ্গীত যিনি পাঠ করিবেন, শ্রীহরিচরণ-কমলে তাঁহার পরম মধুর ভাব প্রকটিত হইবে।

রাধা রাধেত্যসকৃদধুনৈবাত্র গায়ং স্তমাসীঃ
কিং মমারাদহহ কলয়ন্ কৃষ্ণ! তূষ্ণীং স্থিতোঽসি?
রাধায়াং তে সহজ-মধুর-প্রেম-সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীঃ
খ্যাতৈবাতো ন কুরু কপটং দর্শয়াস্যং সহাস্যম্। ১০২।
নবনিভৃতনিকুঞ্জং সোঽথ সঙ্কেতয়িত্বা
দয়িত-সহচরীং তাং প্রাহিণোদ্রাধিকায়াঃ।
স্খলিত-পদমমন্দানন্দবেগাত্তয়াপি
দ্রুততরমভিগম্য প্রাণসখ্যৈ ন্যবেদি ॥ ১০৩ ॥

হে কৃষ্ণ! ত্বং অধুনৈব অত্র কদম্বতলে রাধা রাধা ইতি পুনঃ পুনঃ গায়ন্ আসীঃ গায়সি স্ম। অহহ বিস্ময়ে! আরাৎ সমীপে মাং পশ্যন্ কথং নীরবোঽসি। রাধা-বিষয়ে তব স্বাভাবিকোজ্জ্বল-প্রেম-মহাসম্পত্তিঃ খ্যাতা এব আস্তে, অতঃ ছলং মা কুরু, সস্মিতং বদনং দর্শয় ॥ ১০২ ॥

অথ সখ্যাঃ প্রেমপূর্ণবচন-শ্রবণানন্তরং সঃ কৃষ্ণঃ নবনিভৃত-বিলাসকুঞ্জং সঙ্কেতয়িত্বা মিলনার্থং সঙ্কেতং কৃত্বা রাধায়াঃ পরম-প্রিয়-সখীং প্রাহিণোৎ প্রেষয়ামাস। তয়া সখ্যাঽপি অতিশয়হর্ষবশাৎ স্খলিতপদং গমনবেগেন বিস্রস্তপদং যথা স্যাৎ তথা দ্রুততরং অতিশীঘ্রং অভিগম্য আগত্য প্রাণসখ্যৈ রাধায়ৈ ন্যবেদি নিবেদিতবতী ॥ ১০৩ ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি এইমাত্র মুরলীতে "রাধা,' "রাধা" বলিয়া গান করিতেছিলে, কি আশ্চর্য্য, আমাকে নিকটে দেখিবামাত্রই একেবারে নীরব হইলে কেন বল দেখি? তুমি যতই গোপন কর না কেন, "রাধা" বিষয়ে তোমার যে স্বাভাবিক উজ্জ্বল প্রেম-সম্পত্তি, ইহা বিখ্যাতই আছে, তাই বলি নাগর! কপটতা-পরিত্যাগ পূর্ব্বক একবার হাসিমাখা বদনখানি দেখাও ত॥ ১০২ ॥

এইরূপ প্রেমপূর্ণ বাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অতিউৎকণ্ঠিতভাবে-মিলনের জন্য নব নিভৃত নিকুঞ্জ সঙ্কেত করিয়া শ্রীরাধার প্রিয়সহচরীকে প্রেরণ করিলেন; সেই সখীও অত্যন্ত আনন্দবেগে অধৈর্য্য হওতঃ স্খলিত-পদে অতি শীঘ্র প্রাণসখী শ্রীরাধার নিকট উপনীত হইয়া যথাযথ বৃত্তান্ত-নিবেদন করিলেন॥ ১০৩ ॥

নাম্নৈবোত্তরলং করোতি পরমোন্মত্তঞ্চ কাঞ্চীরবো
রাধায়া শ্চকিতেক্ষতাং প্রকুরুতে মুগ্ধা তদঙ্গচ্ছটা।
তেনৈকান্তগতং চরিষ্যতি পরং চাক্রম্য হৃদ্বাধতে
সা মাং ত্বং ললিতে চলেতি নিগদন্ সাস্রো হরিঃ পাতু বঃ॥ ১০৪॥

ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে উত্তরলমাধবো নাম দশমঃ সর্গঃ।

---

"হে ললিতে! রাধায়াঃ নামৈব মাং সুচঞ্চলং করোতি, তস্যাঃ মেখলাধ্বনিশ্চ মাং অত্যুন্মত্তং করোতি, মনোহরা তস্যাঃ অঙ্গকান্তিঃ মাং চঞ্চল-নয়নত্বং জনয়তি; সা রাধা একান্ত-গতং নির্জ্জনবাসিনমাপ মাং পরং অতিশয়ং আক্রম্য বিহরিষ্যতি হৃদয়ঞ্চ তুদতি; তেন হেতুনা হে সখি! ত্বং তূর্ণং গচ্ছ" ইতি বদন্ সাশ্রুঃ অশ্রুপূর্ণনয়নঃ হরিঃ বঃ যুষ্মান্ পাতু রমতাং॥ ১০৪॥

---

কোন এক সময় ললিতার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-কাতরতাপূর্ণ বচন বর্ণন করিয়া কবি সর্গ সমাপ্তি করিতেছেন। হে ললিতে! শ্রীরাধার নাম আমাকে পরম চঞ্চল করিতেছে, তাহার সুমধুর কাঞ্চিধ্বনি আমাকে একেবারে জ্ঞান-শূন্য করিয়া ফেলিতেছে। কি বলিব তাহার মনোহর অঙ্গকান্তি আমাকে এমন চঞ্চল-নয়ন করিতেছে যে, যে দিকে দৃষ্টি পড়িতেছে—কেবল রাধাময়ই দেখা যাইতেছে; তাহার ভয়ে যদি নির্জ্জনে যাইতেছি, সেইখানেই আমাকে আক্রমণ করিয়া বিহার করিতেছে এবং আমার হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা প্রদান করিতেছে; অতএব আর আমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। ললিতে! তুমি শীঘ্র তথায় গমন কর। সাশ্রুনয়নে গদগদকণ্ঠে এইরূপ উক্তিশালী হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন অর্থাৎ লীলাদি দর্শনদানে পরিতুষ্ট করুন॥ ১০৪॥

দশম সর্গ সমাপ্ত।

# শ্রীশ্রীসঙ্গীত-মাধবম্

## একাদশঃ সর্গঃ।

### বিহ্বল-রাধিকঃ।

অথ বিহিত-বিলম্বে দুর্ব্বহ-শ্রোণি-বিম্বে
পরিজনবতি রাধানাম্নি জীবাবলম্বে।
প্রমদ-মদনবেগোদ্‌ভ্রান্তচেতা বিচিন্বন্
উপনিজগৃহমাসীন্নীপখণ্ডে বিষণ্ণঃ॥ ১০৫॥

সখ্যা চ নীতা গুরু-মধ্যতোঽপি
কেনাপি চাতুর্য্যরসেন রাধা।
সঙ্কেতকুঞ্জে মুদিতালিপুঞ্জে
প্রিয়ং ন দৃষ্ট্বা বিকলাবভূব॥ ১০৬॥

---

অথ সখ্যা গমনান্তরং জীবাতৌ সহচরী-বেষ্টিতে রাধানামকে গুরু-নিতম্বিনি অতঃ কৃত-বিলম্বে সতি দুর্দ্ধর্ষ-কামবেগাৎ বিকলমনাঃ কৃষ্ণঃ ইতস্ততঃ অন্বিষ্যন্ নিকুঞ্জ-গৃহ সমীপে কদম্বখণ্ডে দুঃখিত আসীৎ॥ ১০৫॥

কেনাপি অনির্ব্বচনীয়-চাতুর্য্যরসেন কৌশলবিশেষেণ গুরুজনমধ্যাৎ তান্ বঞ্চয়িত্বেত্যর্থঃ সখ্যা গুঞ্জদ্ভ্রমর-সমূহে সঙ্কেত-কুঞ্জে নীতা রাধা তত্র প্রিয়তমং ন দৃষ্ট্বা ব্যাকুলা আসীৎ॥ ১০৬॥

---

এইরূপ সঙ্কেতবাক্যে সখীকে প্রেরণ করিয়া শ্রীরাধার আগমন-প্রতীক্ষায় নিকুঞ্জমধ্যে কৃষ্ণ অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু জীবনরক্ষার একমাত্র অবলম্বন-স্বরূপা বৃহন্নিতম্বিনী সহচরীগণ-বেষ্টিতা শ্রীরাধার আগমনের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলে সুদুর্দ্ধর্ষ মনসিজ-মর্দবেগে ব্যাকুল-চিত্ত হইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিতে করিতে নিকুঞ্জ-গৃহসমীপে কদম্বখণ্ডে অতিশয় দুঃখিত-হৃদয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ১০৫॥

এদিকে সখী-কর্ত্তৃক কোনও অনির্ব্বচনীয় চাতুর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক গুরুজন-

কৃত্বাথ তস্যাঃ পরিসান্ত্বনং সখী
সদ্যঃ প্রকোষ্ঠ-চ্যুতকঙ্কণায়াঃ।
গত্বা নটদ্বর্হি-কদম্ব-দর্শিনং
কদম্বগণ্ডে হরিমাবভাষে ॥ ১০৭ ॥

**দুঃখী বরাড়ি রাগেণ গীয়তে।**

পশ্যতি দিশি দিশি শ্যামলসুন্দর বেণুরবং ক্বণয়ন্তং।
স্মরতরলং শিখি-পিঞ্ছধরং মুহুরলমালিঙ্গ্য হসন্তং ॥। ক।
মাধব প্রাণসখী মম রাধা।
অহহ বিষীদতি নিরবধি-বর্ধিত-দুঃসহমন্মথ-বাধা ॥। ধ্রু।
ক্ষণমপি যাতি বহিঃ ক্ষণমন্তঃ প্রবিশতি কুঞ্জ-কুটীরং।
উচ্চাটনমপি ভজতি প্রিয়া তব সংবৃণুতে ন চ চীরং। খ।

---

অথ সখী ললিতা বিরহ-বৈকল্যাৎ তৎক্ষণাদেব মণিবন্ধাৎ গলিত-কঙ্কণায়াঃ তস্যাঃ রাধায়াঃ সম্যক্ সান্তনং কৃত্বা কদম্বখণ্ডে গত্বা নৃত্যন্ময়ূর-সমূহ-দর্শকং কৃষ্ণং অকথয়ৎ ॥ ১০৭॥

অহহ পরমখেদে! হে মাধব মম প্রাণ-সখী রাধা নিরন্তরবৃদ্ধিশীলাসহ্য-কামপীড়িতা সতী বিষীদতি বিষণ্ণা ভবতি। শ্যামসুন্দর! বংশীধ্বনিং কুর্ব্বন্তং কামোন্মত্তং ময়ূরপিঞ্ছচূড়ং হসন্তং ত্বাং স্ফুর্ত্তৌমুহুর্মুহু রত্যর্থমালিঙ্গ্য চতুর্দ্দিক্ষু পশ্যতি। ক।

ক্ষণঞ্চ বহিঃ কুঞ্জাদ্বহির্দ্দেশে গচ্ছতি, ক্ষণং নিকুঞ্জাভ্যন্তরে প্রবিশতি, তব প্রেয়সী মহা ব্যাকুলতাং প্রাপ্নোতি। স্খলিত-বসনমপি ন সংগৃহ্ণাতি। খ।

---

মধ্য-হইতে ভ্রমরগণ-গুঞ্জিত সঙ্কেত-কুঞ্জে অভিসারিতা রাধা কুঞ্জ-মধ্যে প্রবেশ-করতঃ প্রাণবল্লভকে না দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলা হইলেন ॥ ১০৬ ॥

কমলিনী শ্রীরাধা বিরহতাপে এতই কৃশ হইলেন যে-মণিবন্ধ হইতে তখন তখনই কঙ্কণ খসিয়া পড়িতে লাগিল দেখিয়া সখী বিশেষভাবে তাহার সান্ত্বনা করতঃ কৃষ্ণের অন্বেষণে বাহির হইয়া অদূরে কদম্বখণ্ডে নৃত্যপরায়ণ ময়ূরবৃন্দ-দর্শনকারী কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন—॥ ১০৭ ॥

সাতিশয় খেদের সহিত সখী ললিতা বলিতেছেন—"হে মাধব!

হা নাথেতি মহাকরুণং মুহুরতিবিকলং বিলপন্তী।
সিঞ্চতি নেত্রজলেন লতাতরুনিকরং ক্ষিতিষু লুঠন্তী। গ।
ক্ষণমপি ধাবতি নিপততি মূর্চ্ছতি বিলুলিত-কুন্তল-ভারং।
পটমবপাট্য ভনক্তি চ বলয়ং ত্রোটতি মণিময়হারং। ঘ।
মৃগয়তি কামপি বল্লীমথেচ্ছতি যমুনা-গমনমজস্রং।
গচ্ছ গৃহং সখি তচ্চরণে কুরু রতিমিতি গদতি চ সাস্রং। ঙ।
ত্বৎপদ-নিবিড়প্রেমরসবিহ্বল-হৃদয়া হন্ত ন জানে।
জীবতি নাথ! চিরাগমনে মম নেতি চ বাধা-যানে। চ।
মোহন নিত্যমহারসদং কিল যুবয়ো র্বেদ্মি স্বভাবং।
যদি নিজ-জীবকলাং কলয়িষ্যসি চঞ্চল! চল কৃতভাবং। ছ।
ইতি রসলোল-সরস্বতি-বর্ণিত-রাধা-প্রিয়-সখীভাষা।
বিলসতি মাধব-জনিত-মহাদ্ভুত-প্রেমোৎকণ্ঠবিলাসা। জ।

মহার্ত্তস্বরেণ অতিব্যাকুলতয়া চ বারংবারং 'হা নাথ' ইত্থং রুদন্তী মহীতলে বিলুঠন্তী চ সতী অশ্রুধারয়া বৃক্ষলতা-সমূহং স্নাপয়তি। গ।

আলুলায়িত-কেশকলাপাক্ষণং ধাবতি, অঙ্গ-বৈকল্যাৎ নিপততি, অতি-বিরহ-বাধয়া বিমুহ্যতি চ; বস্ত্রং ছিত্বা বলয়ং করভূষণং বিভনক্তি, নানামণিময়হারং ছিনত্তি চ। ঘ।

কামপি লতাং কণ্ঠে (ধৃত্বা প্রাণপরিত্যাগায়) অন্বিষ্যতি, তথা পুনঃপুনঃ যমুনাং জিগমিষতি। হে সখি ললিতে! গৃহং যাহি, তস্য 'চরণে মম রতিং রাগং বিধেহি, সাশ্রং যথা স্যাৎ তথা ইত্থং মাং বদতি। ঙ।

হন্ত খেদে, হে নাথ মম বহুক্ষণং ইহাগমনে সতি তব চরণে প্রগাঢ়-প্রণয়-রসোন্মত্ত-চিত্তা সা বিরহ-বৈকল্যে জীবতি ন বা ইতি ন বেদ্মি। চ।

হে মোহন! যুবয়োঃ স্বভাবং নিত্যমহাপ্রেমরসপ্রদং ইত্যহং জানে। হে চপল! যদি স্ব-জীবিতেশ্বরীং দ্রক্ষ্যসি, তদা সানুরাগং চল আগচ্ছ। ছ।

ইতি ইত্থং রসলোলুপেন সরস্বতিপাদেন বিরচিতা রাধায়াঃ প্রিয়-সখী-ললিতায়াঃ কথা, মাধবে জনিতঃ উৎপাদিতঃ মহাশ্চর্য্যকরঃ প্রেমোৎকণ্ঠায়াঃ বিলাসঃ যয়া তাদৃশী সতী শোভতে। জ।

আমার প্রাণসখী রাধা নিরন্তর বৃদ্ধিশীল কামবাণে প্রপীড়িতা হইয়া খেদ করিতেছে। ধ্রু।

রুদন্তি মৃগপক্ষিণো ন বিকশন্তি বল্লিদ্রুমাঃ
শরদ্বিমল-চন্দ্রমা মলিনভাবমালম্বতে ।
বহন্তি ন সমীরণাঃ সহজশীতলামোদিনঃ
ক্ষণাদ্বিরহকাতরে নবরসপ্রদে ধামনি ॥ ১০৮ ॥

নব-রস-প্রদে মধুর রসদায়িনি ধামনি লাবণ্যালয়ে শ্রীরাধায়ামিত্যর্থঃ ক্ষণং ক্ষণকালং বিয়োগ-বিধুরে সতি পশু-পক্ষিণঃ ক্রন্দন্তি, লতাতরবঃ ন মুকুলয়ন্তি, সুনির্মল- শরদ্রাকাশশী মলিনায়তে স্বভাব-শীতল-সুগন্ধা বায়বশ্চ ন প্রবহন্তি। ১০৮।

হে শ্যামসুন্দর ! বংশীবাদন-তৎপর, কামোন্মত্ত, পরম চঞ্চল, ময়ূর-মুকুট-ধারী হাস্যপরায়ণ তোমাকে স্ফূর্ত্তিতে মুহুর্মুহু অতিশয় আলিঙ্গন করতঃ চতুর্দ্দিকে দর্শন করিতেছে। কখনও বা উৎকণ্ঠাবশতঃ দ্রুতগতি বাহিরে যাইতেছে, আবার কখনও সেখানে না পাইয়া কুঞ্জকুটীরে প্রবেশ করিতেছে। তোমার প্রেয়সী মহাব্যাকুলা হইয়াছে, এমন কি অঙ্গের বসন স্খলিত হইলে তাহাকে সংবরণ করিতেছে না। অতিশয় ব্যাকুলভাবে আর্ত্তস্বরে "হা নাথ, প্রাণবল্লভ" বলিয়া বারবার বিলাপ করিতে করিতে ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া এত অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছে যে লতাতরু প্রভৃতি পর্য্যন্ত সিক্ত হইতেছে। আবার কখনও আলুলায়িত-কেশে ধাবিত হইতেছে, বিরহ-ভরে অঙ্গ-বৈকল্যহেতু ভূতলে পতিত হইতেছে, কখনও বা মূর্চ্ছিত হইতেছে, আবার উন্মত্তের ন্যায় পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। হাতের বলয় প্রভৃতি ভূষণ ভাঙ্গিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেছে, গলার বহুমূল্য হারগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। প্রাণ পরিত্যাগ করিবার জন্য কোনও লতা অন্বেষণ করিতেছে, কখনও বা ছুটিয়া যমুনার জলে ঝাঁপ দিতে যাইতেছে, কখনও বা সাশ্রুগদ্‌গদকণ্ঠে বলিতেছে—সখি ! তুই গৃহে চলে যা,' তাহার চরণে যেন আমার রতি থাকে' এই আশীর্ব্বাদ কর"। হে নাথ ! আমি বহুক্ষণ তাহার কাছছাড়া, সে তোমার চরণে যেরূপ প্রগাঢ় প্রেমরসে বিহ্বল-হৃদয়, জানি না এতক্ষণ জীবিত আছে কি না। হে মোহন ! তোমাদের উভয়েরই হৃদয় অতিকোমল এবং নিরন্তর মহারসপ্রদ, ইহা আমি বেশ জানি। তোমাদের অসাধ্য কিছুই নাই। হে চপল ! সঙ্কেত করিয়া

সহসা সমুপেত্য মাধব স্তত উদ্বেল ইবামৃতাম্বুধিঃ।
পরিরম্ভণ-চুম্বনাদিনা রমণীং তাং রময়াম্বভূব সঃ॥ ১০৯॥

লজ্জা-সঙ্কুচিতা-ভৃশং তরলয়ো র্মৌনৈকবৃত্তিপ্রিয়া
লাপৈকোৎসুকয়োঃ সুপত্রশয়না-সংস্পৃগ্ বলাৎকর্ষিণোঃ।
প্রত্যাখ্যান-পরায়ণাগ্রহবতো র্দৈন্যোক্তি-নিষ্পীড়িনো
রাধামাধবয়ো র্নবে নিধুবনে কোঽপি ক্রমঃ পাতু বঃ॥ ১১০॥

ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে বিহ্বলরাধিকঃ নামৈকাদশঃ সর্গঃ।

---

ততঃ কদম্বখণ্ডাৎ উচ্ছলিতসুধাসাগরঃ ইব সঃ মাধবঃ অকস্মাৎ সমীপ আগত্য আলিঙ্গন-চুম্বনাদিনা বিলাসিনীং তাং রাধাং রময়াঞ্চক্রে॥ ১০৯॥

নবনবায়মানে প্রশংসনীয়ে বা নিধুবনে রতিক্রীড়ায়াং কোঽপি অনির্ব্বচনীয়ঃ ক্রমঃ পরিপাটী কৌশলমিতি যাবৎ বঃ যুষ্মান্ পাতু বঃ পুষ্ণাতু। কিম্ভূতয়োঃ লজ্জয়া হ্রিয়া সঙ্কুচিতা চ ভৃশং অত্যর্থং চঞ্চলশ্চ তয়োঃ; তূষ্ণীম্ভূতা চ সুমধুর-প্রিয়সম্ভাষণে এব সোৎকণ্ঠশ্চ, সুকিশলয়-শয়না চ সংস্পর্শেন বলাদাকর্ষকশ্চ তয়োঃ, উপেক্ষণশীলা চ অত্যাগ্রহবাংশ্চ তয়োঃ, কাতর-বচনা চ নিষ্পীড়কশ্চ তয়োঃ॥ ১১০॥

---

এইরূপ করা কি তোমার উচিৎ হইয়াছে? যাহা হউক, যদি নিজ জীবিতেশ্বরীকে দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তবে পরম অনুরাগ-ভরে আমার সহিত আগমন কর। এইরূপ রসলোভী-সরস্বতি-বর্ণিত শ্রীরাধার প্রিয়-সখীর শ্রীমুখের কথা মাধবে পরম প্রেম-রসোৎকণ্ঠা জন্মাইয়া দিয়া থাকে।

মধুর-রসদায়িনী লাবণ্যের-মূর্ত্তি শ্রীরাধা ক্ষণকাল বিরহে কাতরা হইলে পশুপক্ষিগণ রোদন করিতেছে, বৃক্ষলতা সকল বিকশিত হইতেছে না, সুনির্ম্মল শারদীয় পূর্ণচন্দ্র মলিনভাব অবলম্বন করিয়াছে, স্বভাবতঃ সুগন্ধি এবং সুশীতল বায়ু একেবারেই প্রবাহিত হইতেছে না; কি আর বলিব শ্রীরাধিকার কাতরতায় সমস্ত বৃন্দাবন আজ বিষাদিত॥ ১০৮॥

এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া উচ্ছলিত-সুধাসাগরের ন্যায় রসিক-নাগর শ্রীকৃষ্ণ কদম্ব-খণ্ড হইতে অতি দ্রুতগতি নিকুঞ্জ-মধ্যে আগমন পূর্ব্বক হঠাৎ আলিঙ্গন ও চুম্বনাদিদ্বারা বিলাসিনী শ্রীরাধাকে পূর্ণরূপে সম্ভোগ করিলেন॥ ১০৯॥

শ্রীরাধামাধবের নবনবায়মান অদ্ভুত রতিক্রিয়ার কোনও অনির্ব্বচনীয় ক্রম সকল অর্থাৎ কলা কৌশল তোমাদিগকে পরিতুষ্ট করুক্। কি ক্রম শ্রবণ কর, অকস্মাৎ এইরূপ বিলাসাবসানে শ্রীরাধা লজ্জায় অতি সঙ্কুচিতা, কিন্তু নাগরেন্দ্র পরমচাঞ্চল্য-প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীরাধা মৌনাবলম্বন করিয়া আছেন, কিন্তু নাগর নানা প্রিয় আলাপের জন্য পরম উৎকণ্ঠিত এবং ব্যগ্র। শ্রীরাধা পল্লব-শয্যায় শয়নেচ্ছুকা, কিন্তু নাগরেন্দ্র বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করতঃ নিজবক্ষঃস্থলে স্থাপন করিতেছেন। রাধা প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, নাগর অতিশয় আগ্রহসহকারে মিলিত হইতেছেন। শ্রীরাধা যতই দৈন্যোক্তি প্রকাশ করিতেছেন, ধৃষ্ট নাগর ততই নিষ্পীড়ন সংমর্দ্দনাদি দ্বারা নিজ অভিলাষ পূরণ করিতে ব্যগ্র হইতেছেন ॥ ১১০ ॥

একদশ সর্গ সমাপ্ত।

---

# শ্রীশ্রীসঙ্গীত-মাধবম্

## দ্বাদশঃ সর্গঃ ।

### রাসবিলাসঃ

তত্তদ্বিচিত্র-রতি-কেলিভি রুল্লসন্তী
স্মিত্বা কদাচিদিতি কান্তমুবাচ রাধা ।
আকৃষ্য বেণুবিরুতৈ ব্রর্জভূ-কিশোরী
র্মদ্দাসিকা বিরচয় প্রিয় ! রাসগোষ্ঠীং ॥ ১১১ ॥
অথ গায়তি মাধবে ভুজং দয়িতাংসে বিনিধায় বেণুনা ।
পরমাদ্ভুত-দর্শনোচ্ছলৎকুতুকেন প্রিয়মাহ রাধিকা ॥ ১১২ ॥

---

কদাচিৎ কস্মিংশ্চিৎ সময়ে তৈ স্তৈঃ পূর্ব্বানুচরিতৈঃ বিচিত্রৈঃ অদ্ভুতৈঃ বিলাস-কৌতুকৈঃ উল্লসন্তী পরমানন্দিতা রাধা স্মিত্বা প্রাণনাথং কৃষ্ণং ইত্থং প্রাহ 'হে প্রিয় ! বংশীধ্বনিভিঃ ব্রজাঙ্গনাঃ মৎসহচরীঃ সমাকৃষ্য রাস-গোষ্ঠীং রাসমণ্ডলমিত্যর্থঃ বিরচয় নির্ম্মাহি' । ১১১ ।

অথানন্তরং প্রিয়াস্কন্ধে ভুজং ন্যস্য বেণুনা মুরল্যা মাধবে গায়তি সতি অত্যপরূপ-দর্শনাৎ সঞ্জাত-কৌতুহলেন রাধা প্রিয়ং বল্লভং উবাচ । ১১২ ।

---

কোনও সময় এই প্রকার বিবিধ বিলাস-কৌতুকাদি দ্বারা পরমানন্দিতা শ্রীরাধা মৃদু হাসিতে হাসিতে প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন—"হে প্রিয়তম ! তুমি কেমন মুরলীবাদ্যে পারদর্শী—একবার দেখাও ; বংশীরবে কেবল আমার সহচরী ব্রজনবকিশোরী-গণকে আকর্ষণ-পূর্বক সুমধুর রাস-মণ্ডলী রচনা করিয়া নৃত্যভঙ্গিতে পরম চাতুর্য্য-প্রকাশে এককালে সকলের সহিত বিলাস কর" ॥ ১১১ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রাণেশ্বরীর স্কন্ধদেশে ভুজ আরোপণ করিয়া বংশীবাদন করিতে লাগিলেন ; চারিদিকে অতি অপরূপ দর্শন করতঃ শ্রীরাধা পরম কৌতুহল-সহকারে প্রাণবল্লভকে বলিলেন—॥ ১১২ ॥

## ললিতরাগেণ গীয়তে।

ন বহতি সরিদপি সহজ-জবেন।
স্থগতি শশী দিবি নিজবিভবেন। ক।
প্রিয় ! গান-রসে তব বেণুনা। ধ্রু।
দ্রবময়বপুরিহ ধৃতমুপলেন।
জনয়তি বিস্ময়মতিকঠিনেন। খ।
সকল-ভুবনমিদমমৃত-ভরেণ।
ভবতি ভরিতমিব মধুরতরেণ। গ।
তব পদ-সরসিজ-কৃতভবনেন।
চলতি গৃহং নহি যুবতিজনেন। ঘ।
ধৃত-তৃণ-কবল-মুকুল-নয়নেন।
লসতি বনং তব সুরভি-গণেন। ঙ।
বিসৃজতি কলকলমতুল-রসেন।
প্রমদ-খগাবলিরলমলসেন। চ।
স্থিরং চরমিহ ভবতি কলনেন।
হৃদি পরমসুখামৃত-মিলনেন। ছ।
পরপদরত মুনিরনুতপনেন।
ভবতি কৃতী তব পদনয়নেন। জ।
মুদিত-সরস্বতি-গীত মুখেন।
বিশত মহিম্নি হরেঃ স্বসুখেন। ঝ।

---

হে প্রিয় ! বেণুনা মুরল্যা তব গান-রসে সঙ্গীতরসে নদী অপি স্বাভাবিক-বেগেন ন চলতি, চন্দ্রমা নিজ-বিভবেন স্ববিভূত্যা কলাভিরিত্যর্থঃ আকাশে স্থিরী-ভবতি। ক।

ইহ অতিকঠিনেন প্রস্তরেণ ধৃতং তরলত্বং আশ্চর্য্যমুৎপাদয়তি। খ।

ইদং জগত্রয়ং মধুরতরেণ অতিমধুরেণ সুধাতিরেকেণ পূর্ণমিব প্রতিভাতি। গ।

যুবতিজনেন তব পাদপদ্ম-কৃতাশ্রয়েণ হেতুনা গৃহং ভবনং ন চলতি গচ্ছতি। ঘ।

তৃণগ্রাসধারিণা নিমীলিত-নেত্রেণ চ তব ধেনু-গণেন বনং শোভতে। ঙ।

উন্মত্ত-পক্ষিসমূহঃ পরমালস্য-ভরেণ অনুপমরসেন কাকলিং পরিহরতি। চ।

অন্যোন্যাবদ্ধহস্তৈ রধিকৃতবলয়ৈ র্গোপবালাকদম্বৈঃ
কালিন্দীয়ে বিরাজৎসুবিপুল-পুলিনে মন্দসদ্গন্ধবাহে।
এ্রকৈকস্যাঃ স একোঽপ্যতিচতুরতয়া কণ্ঠসংশ্লেষিবাহু
র্মধ্যে মুগ্ধঃ স রাধারতিরভসপর স্তত্র রাসে ননর্ত্ত॥ ১১৩॥

হৃদয়ে পরমানন্দসুধা-মিশ্রিতেন বংশীধ্বনি-স্পর্শেন হেতুনা ইহ অত্র স্থিরং স্থাবরং চরং ভবতি, কম্পনাদিনা জঙ্গমায়তে। ছ।

ব্রহ্মানন্দ-নিমগ্নঃ মুনিঃ অনুতাপেন তব চরণ-প্রাপ্ত্যা কৃতার্থো ভবতি। জ।

আনন্দিত-সরস্বতিপাদস্য গীত-প্রবরেণ বুধাঃ স্বসুখেন আত্মানন্দেন হরেঃ কৃষ্ণস্য মহিম-সাগরে বিশত নিমজ্জত।

মিথঃ সংসক্তকরৈঃ মণ্ডলাকারৈঃ গোপী-সমূহৈঃ সহ মন্দমলয়ানিল-সেবিতে যমুনায়াঃ শোভমান-সুবিশাল-পুলিনে একোঽপি স কৃষ্ণঃ অতিচাতুর্য্যভরেণ এ্রকৈকস্যাঃ গোপিকায়াঃ কণ্ঠালিঙ্গিত-বাহুঃ অতঃ মুগ্ধঃ মনোহরঃ সন্ মধ্যস্থলে রাধয়া সহ কেলিবিলাস-শীলঃ তত্র রাসমণ্ডলে ননর্ত্ত অনৃত্যৎ। ১১৩।

হে প্রিয়তম! বেণু দ্বারা তোমার মধুরতর গানরসে বিমুগ্ধ হইয়া যমুনা নিজ স্বাভাবিক বেগে প্রবাহিত হইতেছে না, ঐ দেখ, পূর্ণচন্দ্র আকাশে নিজ ষোল কলার সহিত স্থির হইয়া রহিয়াছে। তোমার মুরলী-রবে অতি কঠিন পাষাণ সকল দ্রবময় বপু ধারণ করিয়া অর্থাৎ গলিত হইয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া দিতেছে। তোমার বেণুরবে এই ত্রিভুবন মধুর হইতেও সুমধুর অমৃতরসভরে যেন পরিপূর্ণের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। ধ্বনি-শ্রবণে ব্রজনব-কিশোরীগণ বিমুগ্ধ হওতঃ আর গৃহে গমন করিতে সমর্থা হইতেছেনা। মুরলী-শ্রবণে তোমার ধেনুবৎসগণ তৃণকবল মুখে করিয়া অর্দ্ধমুদ্রিত নয়নে কেমন বৃন্দাবনের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, দেখ! মধুর রসে নিমগ্ন উন্মত্ত পক্ষিগণ অত্যন্ত আলস্যভরে নীরব হওতঃ তোমার মুখপানে চাহিয়া আছে। প্রাণবল্লভ! দেখ দেখ, তোমার বংশীধ্বনি-রূপ পরমানন্দামৃত হৃদয়ে স্পর্শ হওয়ায় বৃন্দাবনের বৃক্ষলতা প্রভৃতি স্থাবরগণও ঠিক জঙ্গমের ন্যায় হইতেছে। উহার শ্রবণে অনুতপ্ত ব্রহ্মানন্দ-নিমগ্ন মুনিগণও তোমার চরণ-দর্শনে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছে।

একা গোপী রাধিকা-সখ্যহীনা
ভর্ত্রারুদ্ধা তৎক্ষণোজ্জৃম্ভিতার্ত্তিঃ।
সিদ্ধা রাধামাধব্-ধ্যান-যোগাদ্
রাসে বিষ্টা* নির্গতাথৈবমূচে ॥ ১১৪ ॥

**বসন্তরাগেণ গীয়তে।**

বাদয়তে মণিবেণু মুদারং।
গলিত-মধুর-রব-নবরস-সারং। ক।

রাধিকায়াঃ সখ্যহীনা যুথান্তরবর্ত্তিনী কাচিৎ গোপী ভর্ত্রা গৃহপতিনা অবরুদ্ধা তৎক্ষণাদেব আর্ত্তিযুক্তা রাধামাধবয়োঃ ধ্যানেন সিদ্ধা সিদ্ধদেহং প্রাপ্তা, রাসে প্রবিষ্টা অথ অনন্তরং মণ্ডলাৎ নির্গতা সতী এবং উবাচ। ১১৪।

রসিকরমণীগণেন সহ বিহিত-বিলাসে ইহ অস্মিন্ মনোহর-রাসে হরিঃ নৃত্যতি উচ্চারিতঃ মোহনধ্বনি-রূপোজ্জ্বলরস-বিনির্য্যাসঃ যস্মাৎ তথাভূতং মনোহরং মণিময়-বংশং বাদয়তে। ক।

হে রসিক ভক্তগণ! পরমানন্দিত সরস্বতিপাদের এই সুন্দর সঙ্গীতটী আস্বাদনে আত্মানন্দে নিমগ্ন হওতঃ শ্রীহরির মহিমাসাগরে ডুবিয়া যাও।

মৃদু-মন্দ-সুগন্ধি-মলয়-পবন-পরিসেবিত সুবিস্তৃত সুন্দর-যমুনা-পুলিনে পরস্পর কর ধরাধরি করিয়া মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যপরায়ণ গোপীগণের সহিত একা হইয়াও নৃত্যচাতুর্য্যভরে সমকালীন প্রত্যেকের কণ্ঠ আলিঙ্গন করতঃ অতি মনোহর ভাবে শ্রীরাধার সহিত কেলিবিলাসশীল শ্রীকৃষ্ণ সেই রাস-মণ্ডলীমধ্যে নৃত্য করিতেছেন। ১১৩॥

ভিন্ন যূথের কোনও গোপী নিজ পতি-কর্ত্তৃক গৃহে অবরুদ্ধ হইয়া অত্যন্ত আর্ত্তিভরে রাস-মধ্যস্থ রাধামাধবের ধ্যান করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ দেহ প্রাপ্ত হওতঃ রাস-মণ্ডলিতে প্রবিষ্ট হইলেন। ক্ষণকালপরে রাস হইতে নির্গত হইয়া এই প্রকার বলিলেন—॥ ১১৪ ॥

আহা মরি মরি, রসিক যুবতী মণ্ডলীর সহিত নানারূপ বিলাসরসপরি-পূর্ণ এই মনোহর রাসমধ্যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নৃত্য করিতেছেন। এরূপ ভাবে

* দধ্যৌ

নৃত্যতি হরিরিহ মোহন-রাসে।
রসিক-যুবতিততি-রচিত-বিলাসে। ধ্রু।

দর্শয়তে বহুবিধহস্তক-ভেদং।
চলতি ললিতগতি চিত্রমখেদং। খ।
মধ্য-বিলম্বিত-দ্রুতপদ-চালং।
কলয়তি গীতপদোচিত-তালং। গ।
রত্নখচিত-পটবলয়-পটীরং।
ভ্রময়তি নবঘনশ্যাম-শরীরং। ঘ।
সহ নর্ত্তক-রাধা মুখবিম্বং।
চুম্বতি চারু রচিত-পরিরম্ভং। ঙ।
ললিতার্পিত-তাম্বূল-কর্পূরং।
রসয়তি বিহিত-প্রিয়া-মুখপূরং। চ।
গীত-বাদিত্র-কলাগত-পারং।
কিমপি প্রশংসতি বরতনুবারং। ছ।
মধুর-সরস্বতি-গীতমুদারং।
গণয় রসিকজন হরিরসসারং। ঝ।

---

বহুবিধ-হস্তক-নৃত্য-প্রভেদং প্রদর্শয়তি—মনোহর-গমনভঙ্গিভিঃ আশ্চর্য্যং সানন্দঞ্চ যথা স্যাৎ তথা চলতি। খ।

মধ্য-বিলম্বিত-দ্রুতপদ-চালনেন গীতস্য পদোপযোগি-তালং কলয়তি প্রকাশয়তি। গ।

রত্নজটিত-পট্টবস্ত্র-বলয়-চন্দনাদি-ভূষিতং নবজলধর-শ্যামাঙ্গং ভ্রময়তি নৃত্যভঙ্গ্যা পরিঘূর্ণয়তি। ঘ।

কৃতালিঙ্গনং যথা স্যাৎ তথা স্বেন সহ নর্ত্তন-শীলায়াঃ রাধায়াঃ মুখমণ্ডলং সুষ্ঠু চুম্বতি। ঙ।

ললিতয়া অর্পিতং তাম্বূলকর্পূরং দত্তরাধা-মুখপূরং যথা স্যাৎ তথা রসয়তি আস্বাদয়তি। ললিতা-দত্ত-নিজবদনস্থং তাম্বূলং রাধামুখে দত্ত্বা দত্ত্বা পুনঃ পুনরাচ্ছিদ্য আস্বাদয়তীতি ভাবঃ। চ।

সঙ্গীত-বাদ্যকলা-পারদর্শিনং বরাঙ্গনা-সমূহং কিমপি সাতিশয়ং প্রশংসতি। ছ।

হে রসিকজন! মনোহরং সরস্বতিপাদস্য মধুরং গীতং হরিরস-বিনির্য্যাসং বিদ্ধি। জ।

হৃত্বা কঞ্চুকমৌক্তিকং খরনখৈঃ কস্যাশ্চিতুচ্চস্তনং
চুম্বন্ কামপি সংস্বজন্নপি পরাং নীবীং পরস্যা হরন্।
নীত্বৈকামপি মণ্ডলাদ্ বহিরহো তন্বন্ বিচিত্রাং রতিং
রাধা-সৌরত উন্মদো বিজয়তে রাসে রসজ্ঞো হরিঃ ॥ ১১৫ ॥

কস্যাশ্চিৎ গোপ্যাঃ কঞ্চুক-মৌক্তিকহারং হৃত্বা তস্যাঃ তুঙ্গস্তনং খরনখরৈঃ অঙ্কন্ ইতি শেষঃ। কামপি চুম্বন্, পরাং আলিঙ্গন্, অন্যস্যাঃ কটিবন্ধং মোচয়ন্, একাং মুখ্যাং রাধাং রাসমণ্ডলাৎ বহির্নীত্বা অদ্ভুতং বিহারং বিস্তারয়ন্ রাধা-বিলাসোন্মত্তঃ রসময়ো হরিঃ রাসে সুশোভতে। ১১৫।

মণিময় মোহন বংশী বাজাইতেছেন যাহার প্রতি শব্দটী উচ্চারণমাত্র মাধুর্য্য-রসের সার প্রকাশ করিতেছে। বহু বহু রকমের হস্তক-নৃত্য বিশেষ প্রদর্শন করাইতেছেন। অতি আনন্দ সহকারে আশ্চর্য্যভাবে মনোহর নৃত্যভঙ্গি প্রকাশ করিতেছেন। মধ্য বিলম্বিত এবং দ্রুত পাদচালনের দ্বারা সঙ্গীত-পদোপযোগী তাল প্রকাশ করিতেছেন। নানা রত্ন-খচিত পট্টবস্ত্র এবং বলয় চন্দনাদি-বিভূষিত নবজলদ-শ্যামাঙ্গ নৃত্যভঙ্গি দ্বারা চারিদিকে ভ্রমন করাইতেছেন। মনোহরভাবে রাধাকে আলিঙ্গন করিয়া নৃত্য করিতে করিতে চাতুর্য্য-সহকারে এক একবার উঁহার মুখচুম্বন করিতেছেন। নৃত্যকালে ললিতা-কর্ত্তৃক নিজবদনে অর্পিত কর্পূর তাম্বূল প্রাণপ্রিয়ার মুখে অর্পণ করতঃ পুনর্ব্বার তাঁহার মুখ হইতে নিজ রসনা দ্বারা আদান প্রদান করিয়া আস্বাদন করিতেছেন। সঙ্গীত-বাদ্যকলা পারদর্শী বরাঙ্গনাগণকে সাতিশয় প্রশংসা করতঃ চুম্বনালিঙ্গন-রূপ পারিতোষিক প্রদান করিতেছেন। হে রসিক ভক্তগণ! সরস্বতিপাদের মধুর ও মনোহর এই গীতটিকে মাধুর্য্য রসের বিনির্য্যাস বলিয়াই জানিবেন।

রসময় শ্রীহরি রাসমণ্ডল-মধ্যে নৃত্য করিতে করিতে পরম চাতুর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীরাধার সুরত-রসে উন্মত্ত হওতঃ কাহারো কাঁচুলি ও মুক্তা-হার প্রভৃতি অপহরণ করিয়া উন্নত স্তনোপরি খর নখর দ্বারা অঙ্কণ, কাহাকে চুম্বন, কাহাকে আলিঙ্গন, কাহারও বা নীবী অপহরণ এবং প্রধানা শ্রীরাধাকে মণ্ডলের বাহিরে লইয়া অতি অদ্ভুতভাবে বিলাস প্রকাশ করতঃ শোভিত হইতেছেন ॥ ১১৫ ॥

ততঃ স্মেরমুখৌ রাধামাধবাবভিবীক্ষ্য তাঃ।
প্রবিশ্য মণ্ডলে তস্মিন্ সহসা মজ্জতাং রসে ॥ ১১৬ ॥
স্থানূনঙ্কুরয়ন্ মহাজব-সরিৎ স্রোতাংসি সংস্তম্ভয়ন্
আভীরীদধি-মন্থনং বিকলয়ন্ গ্রাবাবলীং দ্রাবয়ন্।
সিঞ্চন্ প্রেমরসৈ র্দিশঃ কুলবধূনীবীশ্চ বিশ্রংসয়ন্
গোবিন্দস্য কবীন্দ্র-বিস্ময়করো বংশীরবঃ পাতু বঃ ॥ ১১৭ ॥

ইতি শ্রীসঙ্গীত-মাধবে রাসবিলাসো নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ।

---

ততঃ তদনন্তরং স্মেরমুখৌ ঈষদ্ধসিত-বদনৌ রাধা-রাধারমণৌ তাঃ প্রিয়াঃ সহচরীঃ দৃষ্ট্বা অকস্মাৎ তস্মিন্ রাসমণ্ডলে প্রবিশ্য রসে অমজ্জতাং নিমগ্নৌ বভূবতুঃ। ১১৬।

কবীন্দ্রানাং বিবুধবরাণাং বিস্ময়জনকঃ গোবিন্দস্য বংশীধ্বনিঃ স্থানূন্ মৃততরূন্ মুকুলয়ন্ মহাবেগবতী-নদীনাং প্রবাহান্ স্তম্ভয়ন্ অবরুন্ধন্ গোপীনাং দধিমন্থনং বিহ্বলয়ন্ পাষাণ-সমূহং তরলীকুর্ব্বন্ দিশঃ দশ দিশঃ প্রেমানন্দৈঃ আপ্লাবয়ন্ কুলবতীনাং নীবিবন্ধং শ্লথয়ন্ বঃ যুষ্মান্ পাতু রসে নিমজ্জয়তু। ১১৭।

---

ক্ষণকালপরে শ্রীরাধা-রাধারমণ সখীগণকে দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে সেই রাস-মণ্ডল-মধ্যে সহসা প্রবেশ-পূর্ব্বক রস-সাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥ ১১৬ ॥

পরম পণ্ডিত-মণ্ডলীরও বিস্ময়কারী শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি মৃত তরুলতা দিগকে মুকুলিত, মহাবেগবতী নদীগণের স্রোতকে স্তম্ভিত, গোপীগণের দধিমন্থনকে বিফল, পাষাণসমূহকে দ্রবীভূত, দশদিক্‌কে প্রেমরসে আপ্লাবিত, কুলবতীদিগের নীবিবন্ধন শ্লথ করিতে করিতে তোমাদিগকে পরম-রসে নিমগ্ন করুক্ ॥ ১১৭ ॥

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

# শ্রীশ্রীসঙ্গীত-মাধবম্

## ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

### বিধুরমাধবঃ।

তাদৃঙ্-নর্ত্তনগানমত্ত-যুবতী-সন্মণ্ডলান্মাধবো
নিষ্ক্রান্তঃ সহকান্তয়া দ্রুতপদং দুর্গং প্রবিষ্টো বনম্।
রাধায়াং কৃপয়াতিমুগ্ধদয়িতা কাচিন্মুদাসীত্তয়োঃ
কিঞ্চিদ্দূরত এব বীক্ষ্য ললিতং ধন্যা নিলীনান্বগাৎ॥ ১১৮॥
আসীনৌ ক্বচ কুত্রচিচ্চ শয়িতৌ কুত্রাপি পুষ্পোচ্চয়ং
চিন্বানৌ সুরতোৎসবায় রুচিরং কুঞ্জং প্রবিষ্টৌ ক্বচিৎ।
অন্যোন্যাংসবলদ্ভুজৌ সহসিতৌ যাতৌ ক্বচিল্লীলয়া
শ্রীরাধা-মধুসূদনৌ রসনিধী সা কাপি ধন্যান্বগাৎ॥ ১১৯॥

---

তাদৃশাৎ নৃত্যগীতোন্মত্ত-যুবতীনাং সুন্দর-মণ্ডলাৎ মাধবঃ নিজপ্রিয়য়া সহ নির্গতঃ সন্ ক্ষিপ্রং গহনং বনং প্রবিবেশ। শ্রীরাধায়াঃ করুণয়া অতিবিমুগ্ধা কাপি স্নিগ্ধা গোপী কিঞ্চিৎ দূরত এব মুদা হর্ষেণ আসীৎ অতিষ্ঠৎ। তয়োঃ রাধামাধবয়োঃ ললিতং শৃঙ্গার-ভাবজ-ক্রিয়া-বিশেষং দৃষ্ট্বা ধন্যা পরমসৌভাগ্যবতী সতী নিলীনা অলক্ষিতা অন্বসরৎ॥ ১১৮॥

ক্বচ কস্মিংশ্চিৎ স্থলে উপবিষ্টৌ, কুত্রাপি শয়ানৌ কুত্রচিৎ কুসুম-সমূহং বিচিন্বতৌ কাপি সংপ্রয়োগ-মহোৎসবায় মনোহরং কুঞ্জং প্রবিষ্টবন্তৌ, কুত্রাপি কৌতুকাৎ প্রহসদ্বদনৌ

---

নাগরমণি শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ নৃত্যগীত-রসোন্মত্ত যুবতীগণের পরমসুন্দর মণ্ডলী হইতে নিজপ্রাণপ্রিয়া শ্রীরাধার সহিত দ্রুতপদে নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অতিমুগ্ধা কোনও গোপবালা শ্রীরাধার কৃপায় পরমানন্দের সহিত কিঞ্চিৎ দূর হইতে শ্রীযুগলকিশোরের শৃঙ্গার-ভাব জনিত-নানা-ক্রিয়া বিশেষ দর্শন করতঃ নিজেকে পরম সৌভাগ্যবতী মনে করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবেই উঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন॥ ১১৮।

তত্র ক্ষণং কীরগণেরিতানি
প্রিয়াণি রাধাচরিতানি শৃণ্বন্।
যদা হরি র্মীলিতলোচনোঽভূৎ
তদৈব রাধা কুতুকাত্তিরোধাৎ ॥ ১২০ ॥

অথো গতায়াং ললিতং হসন্ত্যাং
লতান্তরে মাধব-জীবিতায়াম্।
নিমেষমাত্রং কলয়ন্ননন্তং
কল্পং হরি র্ব্যাকুল এবমূচে ॥ ১২১ ॥

সন্তৌ মিথঃ স্কন্ধে ন্যস্ত-ভুজৌ গচ্ছন্তৌ রস-সাগরৌ শ্রীরাধাগোবিন্দৌ কাঁপি সা ভাগ্যবতী অন্বগাৎ অনুজগাম ॥ ১১৯ ॥

তত্র কুঞ্জে ক্ষণকালং শুকগণ-পঠিতানি শ্রুতিসুখকরাণি রাধায়াঃ লীলাবিলাসা-দীনি শৃণ্বন্ যদা আনন্দেন হরিঃ নিমীলিত-নয়নঃ অভবৎ, তদৈব কৌতুকাৎ রাধা অন্তরধাৎ ॥ ১২০ ॥

অথ অনন্তরং মধুরং যথা স্যাৎ তথা হসন্ত্যাং গোবিন্দ-জীবাতৌ লতান্তরালে গতায়াং সত্যাং অতিকাতরঃ হরিঃ ক্ষণমাত্রং অপি বহুকল্পং মানয়ন্ এবং বক্ষ্যমাণং উবাচ ॥ ১২১ ॥

সেই শ্রীরাধার কৃপাপাত্রী মুগ্ধা গোপী নিজেকে ধন্য মনে করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবেই-উহাদের অনুগমন করিতেছেন আর দেখিতেছেন—রস-সাগর শ্রীরাধা-মাধব বনে ভ্রমণ করিতে করিতে কোথাও পরস্পর অঙ্গে অঙ্গ হেলন দিয়া উপবেশন করিতেছেন, কোথাও দৃঢ়ালিঙ্গিতভাবে শয়ন করিতেছেন। কোথাও নানাবিধ কুসুম চয়ন করতঃ পরস্পরকে সাজাইতেছেন, কোথাও বা সুরতমহোৎসবের মানসে মনোহর কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক অভীষ্ট পূরণ করিতেছেন, কোথাও পরম কৌতুকবশতঃ হাসিমুখে পরস্পরের স্কন্ধ-দেশে ভুজ আরোপণ-পূর্ব্বক বনশোভা দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে-ছেন ॥ ১১৯ ॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোনও কুঞ্জমধ্যে নানাবিধ-বিলাসান্তে কীরগণ-মুখো-দ্গীর্ণ পরম-প্রিয় শ্রীরাধার গুণ-গান শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে

## দেশবরাড়ীরাগেণ গীয়তে।

তব ললিত-কুন্তলং বিধৃত-বিধুমণ্ডলং
চারুমুখমমৃত-নিধিসারং।
স্মরতি মম মানসং কিমপি রতিলালসং
স্যন্দি মৃদুহসিত-মধুধারং। ক।
প্রিয়ে ক্বাসি রাধে দেহি ময়ি কিমপি শুভদৃষ্টিং।
তব নিমেষ-কৌতুকে কিরতি ময়ি দারুণো
বিষমশর উগ্রশর-বৃষ্টিং। ধ্রু।
স্ফুরতি তব লোচনং কমল-মদমোচনং
প্রেমরস-লহরী-কৃতদোলং।
কলিত-নবকুন্তলং চলদলক-সঙ্কুলং
ভাতি মম তদপি সুকপোলং। খ।
দেহি তব দর্শনং রক্ষ মম জীবনং
চন্দ্রমুখি! কলয় নিজদাসং।
ময়ি পরম-কাতরে প্রকৃতি-মৃদুলান্তরে
কল্পয়সি কতি নু পরিহাসং। গ।
ক্ষণ-বিরহ-দুঃখতো মম ভবতি বিক্ষতো
ধৈর্য্যগিরিরতনু-জয়কেতো!
নবকনক-চম্পক- প্রকর-রুচি-কম্পক
শ্রীলতনু-সকল-সুখহেতো। ঘ।

---

যেমন একটু মুদিত-নয়ন হইয়াছেন, অমনি শ্রীরাধা কৌতুহলক্রমে ধীরপদে সেস্থান হইতে অন্তর্হিতা হইলেন॥ ১২০॥

অনন্তর মাধবের প্রাণ-কোটিসর্ব্বস্বরূপা শ্রীরাধা মৃদু মধুর হাসিতে হাসিতে লতান্তরালে গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রিয়তমাকে না দেখিয়া এক নিমিষ মাত্র সময়কেও অনন্ত কল্প মনে করিয়া কাঁতরভাবে বক্ষ্যমাণ গানটী গাহিয়াছিলেন—॥ ১২১॥

মিলতি কঠিনায়সে মযি পরম-সদ্বশে
পীনঘন-কঠিন-কুচভারে।
বিবৃণু হসদাননং দীপ্তনবকাননং
কণ্ঠতট-লুলিত-মণিহারে। ঙ।
মম মনসি নাপরা তব তু গুণ-তৎপরা
কীরবর-ততিভিরুপগীতা।
ক্ষণমরমতাত্র মে হৃদয়মতিবিভ্রমে
তত্র কিমু নু ভব বিপরীতা। চ।
কলয় বরচন্দ্রকিন্ রুচির রুরুশাব হে
ত্বঞ্চ মম মিত্র ভব সাক্ষী।
ত্যজতি বত জীবনং হরিরতুল-যৌবনং
নাত্র যদি মিলতি হরিণাক্ষী। ছ।
ইতি বদতি রাধিকা মধুজিতি রসাধিকা
প্রাদুরভূদতিমধুরলীলা।
বেত্তি ন সরস্বতিঃ কিমপি পরমং ততো
বুদ্ধিরিহ ভবতি শুভশীলা। জ।

হে প্রিয়ে রাধে! কুত্র বর্ত্তসে? ময়ি কিমপি অনির্ব্বচনীয়াং শুভদৃষ্টিং সাভিলাষ-দৃষ্টিং বিতর। তব লবমাত্র-পরিহাসে ভীষণঃ কামঃ ময়ি তীক্ষ্ণবাণবর্ষাং করোতি। অদ্ভুত-রতি-লোলুপং মম চিত্তং সুন্দর-লোলকুণ্ডলযুক্তং নির্জিত-চন্দ্রবিম্বং সুধাসাগর-বিনির্য্যাসং স্মিতমধুধারাবর্ষি চ তব সুন্দর-বদনং স্মরতি। ক।

পদ্মগর্ব্বহারি প্রেমরসতরঙ্গৈঃ চঞ্চলং চ তব নয়নং মে স্ফুরতি। বিলাস-বিশেষাৎ উন্মুক্ত-কেশকলাপ-শোভিতং চঞ্চলায়মানালকাবলি-সংব্যাপ্তং তৎ সুন্দরং গণ্ডস্থলঞ্চ মে প্রতিভাতি। খ।

হে চন্দ্রবদনে! তব দর্শনং দেহি, মম প্রাণান্ জীবয়, মাং তব নিজ-কিঙ্করং বিদ্ধি, ভোঃ হে সহজ-কোমলহৃদয়ে! পরম-দুঃখিতে ময়ি কতি পরিহাসং কৌতুকং রচয়সি। গ।

হে অনঙ্গ-জয়-পতাকা-স্বরূপিণি! রাধে! অভিনব-স্বর্ণ-চম্পকসমূহানাং কান্তি-বিনিন্দি-শ্রীমদ্দেহ এব সকলসুখানাং আকরঃ যস্যাঃ হে তথাভূতে! তব লবমাত্র বিয়োগ-বৈকল্যাৎ মম ধৈর্য্য-পর্ব্বত চূর্ণী-ভবতি। ঘ।

হে স্থূল-বিপুল-কঠোর-স্তনভারে! রাধে! পরমাধীনে ময়ি মিলতি সতি ত্বং কঠিনায়সে অতিকঠোরাভবসি। কণ্ঠদেশে আন্দোলিতঃ মণিময়হারো যস্যাঃ হে তথাভূতে! এতেন বিপরীত-বিলাস-বিশেষো ধ্বনিতঃ। অভিনব-বন-প্রকাশকং স্মিতমুখং বিকাশয় দর্শয় ইতি যাবৎ। ঙ।

অত্র অস্মিন্ সময়ে তব গুণ-পরিপূরিতা শুকবর-সমূহৈঃ কৃতা গীতিকা এব মম হৃদয়ং অরমত বিহরতি স্ম। ক্ষণমপি অপরা ন নু ভোঃ হে পরমভ্রান্তিশীলে! তত্র বিষয়ে কথং বিপরীতা ভবসি। চ।

হে মিত্র পরমবান্ধব! হে কলাপিন্ হে মনোহর মৃগশাবক! কলয় পশ্য ত্বং মম সাক্ষী চ ভব, যদি অন্ত সংপ্রত্যেব মৃগনয়না রাধা ন মিলতি আগচ্ছতি ইতি যাবৎ, তদা হরিঃ অতুলনীয়ং যৌবনং যত্র তাদৃশং জীবনং ত্যজতি পরিহরতি, বত খেদে। ছ।

মধুজিতি মধুসূদনে ইতি ইত্থং বদতি সতি রসাধিকা পরম-রসময়ী অতিবিচিত্র-লীলাকারিণী রাধিকা প্রাদুরভূৎ আবির্ব্বভূব। সরস্বতিপাদঃ ততঃ যুগলকিশোরয়োঃ উক্ত লীলায়াঃ পরমং পরতরং কিঞ্চিদপি ন জানাতি। ইহ অস্যাং লীলায়ামেব বুদ্ধির্মতিঃ পরমশুভশীলা পরম-কল্যাণময়ী ভবতি।

---

'হে প্রিয়তমে রাধে! তুমি কোথায় আছ? তোমার অদর্শনে আর ত আমি স্থির থাকিতে পারিতেছিনা। এস একবার আমার প্রতি কোনও অনির্ব্বচনীয় সাভিলাষ-দৃষ্টি বিতরণ কর। কি বলিব জীবিতেশ্বরি! তোমার লবমাত্র পরিহাসে অতিভীষণ কামদেব আমার উপরে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ-বর্ষণ করিতেছে। তোমার অদ্ভুত বিলাসরস-লোলুপ আমার মন তোমার মনোহর চঞ্চল কুণ্ডল-যুক্ত সুধা-সাগরের সাররত্ন-স্বরূপ স্মিত-সুধাধারা-বর্ষি পূর্ণচন্দ্রবিম্ব-বিজয়ী মুখচন্দ্রখানি স্মরণ করিতেছে। হে প্রিয়ে! নীল-কমল-দর্প-হারী প্রেমরস তরঙ্গাঘাতে পরম চঞ্চল তোমার সেই নয়ন দুইটী আমার স্ফুর্ত্তি পাইতেছে। বিলাস-বিশেষে উন্মুক্ত, কেশ-কলাপ-শোভিত চঞ্চল-অলকাবলি-পরিব্যাপ্ত তোমার সুন্দর গণ্ডদ্বয় আমার প্রতি-ভাত হইতেছে। হে চন্দ্রবদনে! একাটবার দর্শন দাও, আমার জীবন রক্ষা কর, রাধে! আমাকে তোমার নিজ দাস বলিয়া জান। হে সহজ-কোমল-হৃদয়ে! রাধে! তোমার দারুণ বিরহে অতিশয় কাতর-হৃদয় আমাকে আর কত পরিহাস করিবে, বল দেখি! হে মহামন্মথ-চক্রবর্ত্তীর জয়-

যং বিক্রেতুমপি ক্ষমাসি কৃপয়া যোঽয়ং নিজাঙ্কে কৃতো
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু ত্বয়ি রতো জানাতি যো নাপরাং।
সোঽয়ন্তে মৃদুলাঙ্গি কর্কশহৃদি ন্যস্তাঙ্‌ঘ্রিপঙ্কেরুহো
লোকানাঞ্চ নিমেষয়োঃ ক্ষণমপি ক্ষোভায় পক্ষীয়তি * ॥ ১২২ ॥

হে প্রাণাধিদেবতে! রাধে! যং জনং বিক্রেতুমপি ক্ষমা শক্তা অসি করুণয়া যোঽয়ং জনঃ নিজাঙ্কে নিজ-বক্ষসি কৃতঃ ধৃতঃ। যো জনঃ জাগরণ-স্বপ্ন-গাঢ়নিদ্রা বস্থাস্বপি ত্বয়ি অনুরক্তঃ, অন্যাং ন জানাতি হে কোমলাঙ্গি! কঠিনহৃদয়ে ধৃতং চরণ-পঙ্কজং যেন তথাভূতোঽয়ং কৃষ্ণঃ তে তব লোকানাং দর্শনানাং সম্বন্ধে মে নিমেষয়োঃ পলকদ্বয়স্য ক্ষণমপি ক্ষোভায় পক্ষীয়তি পক্ষমিব সুদীর্ঘং মন্যত ইতি ভাবঃ। ১২২।

পতাকা-স্বরূপিণি রাধে! অভিনব কনক চম্পক সমূহেরও কান্তি-বিনিন্দি সকল প্রকার সুখের আকর তোমার ঐ সুমধুর দেহখানি আমি ত কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না, কি বলিব, তোমার ক্ষণকাল বিরহ-দুঃখেতে আমার ধৈর্য্য-পর্ব্বত একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। হে সুতুঙ্গ-কঠোর-কুচভারে রাধে! তোমার চির কৃতদাস পরমাধীন আমি, তোমার সহিত মিলিতে যাইতেছি, আর তুমি অত কঠোরতা অবলম্বন করিতেছ কেন? হে রাধে! সময়-বিশেষে তোমার কণ্ঠদেশে মণিময় হার দোলিত হইয়া থাকে, অভিনব-কানন-বিকাশ-কারি অতি উজ্জ্বল হাসিমাখা বদনখানি একবার দর্শন করাও। এই সময় শুকপ্রবর-মুখোচ্চারিত তোমার লীলাগুণ চরিতপূর্ণ গানটাই মাত্র আমার সম্পূর্ণ হৃদয় অধিকার করিয়া বিহার করি-তেছে, অন্য কোনও স্মৃতি হৃদয়ে নাই বা ছিল না। হে ভ্রান্তিশীলে! মিথ্যা বিপরীত ধারণা কেন করিতেছ?' এইরূপ বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণ রাধার বিরহে একেবারে অধৈর্য্য হইয়া মৃগ ও ময়ূরদিগকে বলিতেছেন—হে পরম বান্ধব ময়ূরসকল, হে মনোহর মৃগ-শিশুসকল! একবার আমার কথা শুন, তোমরা আমার সাক্ষী থাক, যদি মৃগনয়না শ্রীরাধা সম্প্রতি আগমন না করে বা আমার সহিত মিলিত না হয়, তবে এই কৃষ্ণ অতুলনীয় রূপ-যৌবন-পূর্ণ দুঃখিত জীবন এখনই পরিত্যাগ করিবে। মধুসূদনের এইরূপ বাক্যে শ্রবণ করিবামাত্র পরম রসময়ী অতিবিচিত্রলীলাকারিণী শ্রীরাধা ব্যস্ত

* ক্ষেমায় পক্ষায়তে, ক্ষোভায় পক্ষায়িতং বা পাঠভেদঃ।

যদ্ দেবর্ষি-শুকাদি-মৃগ্যমনিশং যদ্বাঞ্ছনীয়ং শ্রিয়া
কৃষ্টা যেন বিঘূর্ণিতাঃ প্রিয়গণা মাদ্যন্তি মত্তা ইব।
শম্ভু র্যন্মৃগয়ন্ সুখঞ্চ সকলং ত্যক্ত্বাভবদ্ভিক্ষুকো
রাধামাধবয়ো স্তদদ্ভুতরস-প্রেমা চিরং পাতু বঃ॥ ১২৩॥

ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে বিধুরমাধবো নাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

যৎ প্রেম নারদ-শুকাদিভিঃ অনিশং মৃগ্যং সর্ব্বদা অন্বেষণীয়ং। শ্রিয়া লক্ষ্ম্যা বাঞ্ছনীয়ং অভীষ্টং, যেন প্রেম্না আকৃষ্টা বিঘূর্ণিতা ভ্রমিশীলা অতো মত্তাঃ উন্মত্তাঃ ইব প্রিয়গণাঃ সখাগণাঃ মাদ্যন্তি মোদন্তে। যৎ প্রেম অন্বিষ্যন্ শিবঃ সর্ব্বং সুখং পরিত্যজ্য ভিক্ষুকঃ ত্যাগী বভূব। শ্রীরাধাগোবিন্দয়ো স্তৎ প্রসিদ্ধং অদ্ভুতরস-প্রেমা বিচিত্র-রসময়-প্রেম অচিরং শীঘ্রং বঃ যুষ্মান্ পাতু হৃদি স্ফুর্ত্তিমায়াতু। ১২৩।

সমস্ত ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! শ্রীসরস্বতিপাদ শ্রীযুগলকিশোরের এই লীলা-বিলাসরস ব্যতীত অপর কিছুই পরমতম বলিয়া অবগত নহেন। এই লীলা-কৌতুকের আলোচনায় বুদ্ধি অতি নির্ম্মল ও পরম কল্যাণময়ী হইয়া থাকে।

হে জীবিতেশ্বরী রাধে! যাহাকে তুমি ইচ্ছা করিলে যেখানে সেখানে বিক্রয় করিতে পার, কৃপা করিয়া যাহাকে নিজ বক্ষে ধারণ করিয়াছে, শয়নে স্বপনে জাগরণে যেজন কেবল তোমাতেই অনুরক্ত; কখনও তোমাভিন্ন অন্য কাহাকেও জানে না, হে কোমলাঙ্গি! যে জন স্মরতাপ-দগ্ধ-কঠিন হৃদয়ে একমাত্র তোমার দর্শনের ব্যাঘাতকারী নিমেষের এক লবকেও যুগসম মনে করিয়া ক্ষুভিত হয়, সেই এই কৃষ্ণ—ইহাকে এইরূপ পরিহাস করা উচিৎ কি? ১২২॥

যে প্রেম শুক-নারদাদি সর্ব্বদা অন্বেষণ করিয়াও পায় না, যে প্রেম লক্ষ্মীও বাঞ্ছা করেন, যে প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া বিঘূর্ণিতচিত্তে প্রিয়সখীগণও উন্মত্তের ন্যায় আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন, যে প্রেম অন্বেষণ করিতে গিয়া শিব সকল সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষুক সাজিয়াছেন, শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেই অদ্ভুত রসময় বিচিত্র প্রেম অচিরে তোমাদিগকে রক্ষা করুন অর্থাৎ তোমাদিগের হৃদয়ে স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন॥ ১২৩॥

# শ্রীশ্রীসঙ্গীত-মাধবম্

## চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ।

### রাধামাধববিলাসঃ

অথ বিরহ-বিহস্তা স্তাঃ সমুদ্বীক্ষ্য ভূয়ঃ
পরম-দয়িতরাধামাধবৌ কীর্ত্তয়ন্ত্যঃ ।
তদতিকরুণধামদ্বন্দ্বমানন্দকন্দং
রসময়মুপলভ্য প্রেমমগ্না বভূবুঃ ॥ ১২৪ ॥

কাশ্চিন্ মৌক্তিক-মাল্য-কজ্জলবরালঙ্কার-কাশ্মীরজা-
লেপালক্তক-কঞ্চুকৈঃ প্রিয়তমাং রাধাং মুদা মণ্ডয়ন্ ।
গুঞ্জাহারবতংস-পিঞ্ছমুকুট-স্রগ্‌গন্ধ-পীতাম্বরৈ
রন্যাঃ সাধু হরিং প্রসাধ্য দয়িতাং সন্তোষয়াঞ্চক্রিরে ॥ ১২৫ ॥

অথানন্তরং বিয়োগ-ব্যাকুলাঃ তাঃ সখ্যঃ ভূয়ঃ পুনরপি পরমপ্রিয়তমৌ রাধামাধবৌ সমুদ্বীক্ষ্য নিরীক্ষ্য কীর্ত্তয়ন্ত্যঃ গায়ন্ত্যঃ আনন্দকন্দং রসময়ং তং অতিকরুণ-বিগ্রহ-যুগলং প্রাপ্য প্রেমমগ্নাঃ আসন্ ॥ ১২৪ ॥

কাশ্চিৎ সখ্যঃ প্রিয়সখীং রাধাং মুক্তা-মালা-কজ্জল-নানাবিধ-ভূষণ-কুঙ্কুমচন্দনাদি বিলেপনালক্তক-কঞ্চুলিকা-প্রভৃতিভিঃ হর্ষেণ আভূষয়ন্। অন্যাঃ কাশ্চন গুঞ্জামালা-কুণ্ডলাদি-কর্ণভূষণ-ময়ূরচূড়া-মাল্যগন্ধ-পীত-বসনাদিভিঃ হরিং সুষ্ঠু ভূষয়িত্বা দয়িতাং প্রিয়াং রাধাং তোষয়ামাসুঃ ॥ ১২৫ ॥

অনন্তর সেই রাসমণ্ডলী-মধ্যস্থ সখীগণ বিরহ-ব্যাকুলিত চিত্তে পরম প্রিয়তম শ্রীরাধামাধবের গুণ গান করিতে করিতে দূর হইতে বনমধ্যে উহা-দিগকে পুনর্ব্বার দর্শন লাভ করতঃ তৃষিত চাতকের ন্যায় আনন্দ-কন্দ-পরম রসময় অতি করুণ-বিগ্রহ যুগলের নিকট উপস্থিত হইয়া পরমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥ ১২৪ ॥

এবং নিকুঞ্জ-নিলয়ে মৃদুলং তদানী
মাস্তীর্য্য পুষ্পমথ তত্র হরৌ নিবিষ্টে।
প্রাণেশ্বরীং সমুপবেশ্য চ তস্য পার্শ্বে
যাতা বহি র্মুমুদিরে প্রিয়য়ো র্বিলাসৈঃ॥ ১২৬॥

রাধাগোবিন্দ-নির্দ্বন্দ্বরসানন্দাব্ধি-মগ্নধীঃ।
সখ্যেকা কথয়ন্ মোদাদন্যাভ্যো ভারতীং বরাং॥ ১২৭॥

এবং যুগলং প্রসাধ্য নিভৃত-নিকুঞ্জ-মন্দিরে তদানীং তৎকালে কোমলং পুষ্পং আস্তীর্য্য তল্পরূপেণ বিকীর্য্য অথানন্তরং তত্র তল্পে হরৌ উপবিষ্টে সতি তস্য পার্শ্বে জীবিতেশ্বরীং রাধাং উপবেশ্য বহিঃ যাতাঃ গতাঃ প্রিয়য়োঃ যুগলকিশোরয়োঃ বিহারাদিভিঃ মুমুদিরে পরমানন্দিতা বভূবুঃ॥ ১২৬॥

রাধাগোবিন্দয়োঃ নির্বিঘ্ন-বিলাস-রসানন্দ-সাগরে মজ্জিত-চিত্তা কাচিৎ সখী অপরাভ্যঃ সহচরীভ্যঃ আনন্দাৎ বরাং রসময়ীং বিলাসরস-কথাং অবদৎ॥ ১২৭॥

সেবাপরায়ণা কয়েক জন সখী পরমানন্দের সহিত তাহাদের প্রাণ-কোটি-সর্ব্বস্ব-শ্রীরাধাকে মুক্তামালা, অঞ্জন, নানাবিধ ভূষণ, কুঙ্কুম, চন্দনাদি-বিলেপন, অলক্তক ও কঞ্চুলিকা প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত করিতে লাগিলেন; অন্য কয়েকজন গুঞ্জামালা, কুণ্ডলাদি কর্ণভূষণ, ময়ূরপুচ্ছচূড়া, মাল্য, গন্ধ, পীতাম্বর প্রভৃতি দ্বারা কৃষ্ণচন্দ্রকে সুন্দর রূপে ভূষিত করিয়া প্রাণ-প্রিয়তমা শ্রীরাধাকে আনন্দিতা করিলেন॥ ১২৫॥

সখীগণ পরমানন্দে সেই সময় উভয়কে ভূষিত করিয়া নিভৃত নিকুঞ্জ-মধ্যে অতি সুকোমল পুষ্প সকল বিছাইয়া শয্যা নির্ম্মাণ করিবার পর সেই শয্যায় মৃদু হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণ উপবেশন করিলে উঁহারা যত্নসহকারে প্রাণেশ্বরী রাধাকে উঁহার বামপার্শ্বে উপবেশন করাইয়া ধীরে ধীরে বাহিরে গমন পূর্ব্বক প্রাণপ্রিয়তম রসিক যুগলের বিবিধ বিলাস দর্শনে পরমানন্দ-সাগরে নিমগ্না হইলেন॥ ১২৬॥

তখন শ্রীরাধামাধবের নির্ব্বাধ-বিলাসরসানন্দ-সাগরে নিমজ্জিতচিত্তা কোনও নবসখী পরমানন্দভরে অপর সখীগণের নিকট পরম রসময়ী বিলাস-রসকথা বলিতে লাগিলেন—॥ ১২৭॥

## বিভাষ-রাগেণ গীয়তে।

করমবলম্ব্য সখীনিবহে বিনিবেশ্য লতাগৃহ-কোটরে।
নবসঙ্গম-ভয়ত্রপী-বলিতাং বহিরপি যাতে প্রিয়-গোচরে। ক।
নিমমজ্জ সা রস-সাগরে ক্রীড়তি ব্রজনবনাগরে। ধ্রু।
পৃচ্ছতি কিমপি কিমপি কৃতমৌনা তদ্‌বচনামৃত লালসে।
নয়তি বলাদিব তল্পমনল্পক-কেলিকলাকুল-মানসে। খ।
নবকঞ্চুকমবমুচ্য পৃথুস্তনকৃত-খরনখ-শিখরাঙ্কণে।
শ্লিষ্যতি গাঢ়তরং স্মর-তরলিমভর-কৃতরব-করকঙ্কণে। গ।
পিবতি তথাধরসীধুরসামৃতমথ বহুবিধ-কৃতচুম্বনে।
নীবিনিহিত-কর আকুল-দয়িতাবিহিত-ঝটিত্যবলম্বনে। ঘ।
মত্তকরীন্দ্র-তুমুলরতিসঙ্গর-রচিত-মহাদ্ভুত-বিক্রমে।
স্বিদ্যতি নিমীলতি প্রাণসমোরসি শিশিরভাবকৃত-বিশ্রমে। ঙ।
রতিরসমত্ত-মনোহর-নাগরী-কামকলাকৃত-তোষণে।
বিকশিত-কমল-কলিন্দসুতাপ্লুত-মন্দপবনরসপোষণে। চ।
স্রস্তশিখণ্ড-মুকুট-পরিখণ্ডিত-মাল্য-মৃদিততর-চিত্রকে।
তামপি ভূষয়তি প্রণয়েন সুবিরচিত-কুঙ্কুমপত্রকে। ছ।
রাধাপদরতি-মুগ্ধসরস্বতি-ভাষিত-হরিরসবৈভবে।
কুরু হৃদয়ং পরভাববিভাবিতমাপত ন নিগম-কৈতবে। জ।

---

নিকুঞ্জমন্দিরে নাগরসমীপে অভিনব-সঙ্গমজনিত-ভয়লজ্জাযুক্তাং রাধাং হস্তং বিধৃত্য প্রবেশ্য সখী-সমূহেঽপি বহিঃ গচ্ছতি ব্রজনবরসরাজে বিলসতি সতি চ সা রাধা রস-সাগরে নিমগ্না অভূৎ। ক।

কিম্ভূতে নাগরে? তদেবাহ তূষ্ণীম্ভূতায়াঃ তৎসুরতরসময়ং যৎ বাক্যামৃতং তস্মিন্ লোলুপে কিমপি কিমপি অনির্ব্বচনীয়ং রসকৌতুক-পূরিতং পৃচ্ছতি। মহা-বিলাস-কলভিঃ ব্যাকুলিতচিত্তে তথা বলাৎ ইব (ইব-শব্দেন রাধায়াঃ সম্মতিঃ দ্যোতিতেতি ভাবঃ) কুসুম-শয়নং প্রাপয়তি। খ।

নব-কঞ্চুলিকাং অবপাট্য তুঙ্গস্তনয়োঃ কৃতং তীক্ষ্ণ-নখরাগ্রভাগৈঃ অঙ্কণং যেন তস্মিন্। গাঢ়তরং অতিনিবিড়ং আলিঙ্গতি নাগরে তথা কামচাঞ্চল্য-ভরেণ শব্দায়মানে করকঙ্কণে যস্য তাদৃশে। গ।

তথা অধর-সুধারসামৃতং পিবতি অথ স্থানভেদাৎ প্রকার-ভেদাচ্চ কৃতং নানাবিধং চুম্বনং যেন তস্মিন্। কটিবন্ধনে অর্পিত-হস্তে ব্যাকুল-প্রিয়য়া ধৃতং ক্ষিপ্রং করাবলম্বনং যস্য তথাভূতে। ঘ।

মত্তগজরাজবৎ মহাসুরতযুদ্ধে বিহিতঃ অতি বিচিত্রঃ পরাক্রমঃ যেন তস্মিন্। প্রাণ-সমায়াঃ রাধায়াঃ বক্ষসি স্বিদ্যতি ঘর্ম্মযুক্তে তথা নিমীলতি রতিরসালসাৎ ঈষন্নিমীলিত-নেত্রে তথা তত্র শিশির-ভাবাৎ শীতলতায়াঃ হেতোঃ কৃত-বিশ্রমে বিশ্রান্তে। ঙ।

সুরতোন্মত্ত-মনোমোহিন্যা নাগর্য্যা কাম-কলাভিঃ রস-বৈদগ্ধিভিঃ কৃতং তোষণং সন্তোষণং যস্য তস্মিন্। প্রস্ফুটিত-পদ্ময়া যমুনয়া আপ্লুতেন স্নিগ্ধীকৃতেন মৃদুবায়ুনা রস-পোষণং যস্য তস্মিন্। চ।

বিচ্যুত-ময়ূর-পুচ্ছচূড়শ্চ ছিন্নহারশ্চ মর্দিততিলকশ্চ যস্য তস্মিন্। পরম-প্রেম্না তাং প্রিয়ামপি মণ্ডয়তি সুবিরচিতং প্রিয়ায়াঃ ইতি যাবৎ সুষ্ঠু নির্ম্মিতং কুঙ্কুম-পত্রকং কুঙ্কুমস্য পত্রভঙ্গী যেন তথাভূতে। ছ।

শ্রীরাধা-পাদপদ্ম-নিষ্ঠস্য সরস্বতিপাদস্য ভাষিতং বাক্যমেব কৃষ্ণপ্রেমরস-সম্পত্তিঃ তত্র হৃদয়ং চিত্তং পরভাব-বিভাবিতং মধুর-রসাপ্লুতং কুরু॥ নিগম-কৈতবে বেদমোহে জ্ঞানকর্ম্মকাণ্ডাদিষু ন আপত ন লিপ্তো ভব।

---

নবসখী বলিলেন—হে প্রিয়সহচরীগণ! মধুময় বিলাসের কথা শ্রবণ করুন, বিলাস-নিকুঞ্জমধ্যে রসময় নাগরের সমীপে অভিনব সঙ্গমজনিত ভয়বিহ্বল এবং লজ্জাযুক্তা রাধাকে হস্তধারণ পূর্ব্বক উপবেশন করাইয়া সখীগণ বাহিরে গমন করিলেন এবং তখন ব্রজ-নবনাগর নানাবিধ বিলাস আরম্ভ করিলে শ্রীরাধা রস-সাগরে নিমগ্না হইলেন। তূষ্ণীম্ভূতা রাধার রসময় বচনামৃত-শ্রবণের অভিপ্রায়ে কৃষ্ণ অনির্ব্বচনীয় রসময় প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। মহাবিলাস-কথা দ্বারায় ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়া রাধাকে বলপূর্ব্বকই যেন কুসুম-শয্যায় শয়ন করাইয়া উহার নব কঞ্চুলিকা ছিন্ন করতঃ উন্নত স্তন-যুগলোপরি তীক্ষ্ণ নখরাগ্রদ্বারা অঙ্কিত করিলেন এবং কামভরে পরম চঞ্চল হইয়া এমনভাবে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন যে উভয়ের করস্থ কঙ্কণ বিশেষভাবে শব্দ করিতে লাগিল। প্রাণ-প্রিয়ার অধরামৃতরস পান করিয়া যেন উন্মত্তভাবে নানাস্থানে বহুপ্রকারে চুম্বন করিতে লাগিলেন; নীবি-বন্ধন উন্মোচনের আশায় যেমন হস্তার্পণ করিলেন, অমনি প্রিয়া অতি-ব্যাকুলভাবে ঝটিতি প্রাণবল্লভের হস্ত ধারণ করিলেন। তুমুল

আস্বাদেদ্ যন্মতিরপি সকৃন্নৈব সর্ব্বার্থসারো-
দারা রাধা-মধুপতি-পদাম্ভোজ-মাধ্বীকধারাঃ।
যন্নেত্রাভ্যামপি ন কলিতা স্তন্মহানঙ্গখেলাঃ
কুঞ্জে কুঞ্জে সততমিহ তজ্জীবনাদ্যং ধিগস্তু ॥ ১২৮ ॥

তত্ত্বমিচ্ছসি চেন্মুগ্ধে রসসিন্ধাবগাহনম্।
মহাপ্রেমোৎসবেনৈব ভজ রাধাপদাম্বুজম্ ॥ ১২৯ ॥

কুঞ্জে কুঞ্জে প্রতিনিকুঞ্জং সর্ব্বার্থসারোদারা সকলপুরুষার্থানাং সারভূতা মহত্যশ্চ রাধা-গোবিন্দয়োঃ পাদপদ্ম-মকরন্দ-প্রবাহাঃ সকৃৎ বারমেকমপি যস্য মতিঃ বুদ্ধি র্ন আস্বাদয়েৎ, তয়োঃ মহাকামক্রীড়াদয়ঃ যস্য নয়নাভ্যামপি ন দৃষ্টাঃ, তস্য জীবনাদ্যং প্রাণপ্রভৃতিকং ধিক্ অস্তু গর্হিতং স্যাৎ ॥ ১২৮ ॥

হে মনঃ! ত্বং যদি মনোহরে রসসাগরে নিমজ্জনং ইচ্ছসি অভিলষসি, তদা মহাপ্রেমা-নন্দ-রসেন তৎ প্রসিদ্ধং রাধাপদকমলমেব ভজ সেবস্ব ॥ ১২৯ ।

সুরত-সংগ্রামে মত্ত গজরাজের ন্যায় তিনি অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রাণসমা শ্রীরাধার সুশীতল বক্ষঃস্থলে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে এবং রতিরসালসভরে অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্রে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন—সুরত-রসোন্মত্ত মনোমোহিনী শ্রীরাধার কামকলা-বিলাস-বৈদগ্ধি দ্বারা পরম সন্তোষ লাভ করিলেন—প্রস্ফুটিত কমলের সুগন্ধ এবং যমুনার জলে স্নিগ্ধ বায়ু দ্বারা আরও রসপুষ্টি হইতে লাগিল। নিজের ময়ূরপুচ্ছচূড়া বিচ্যুত হইয়াছে, মাল্যসকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তিলকাদিশৃঙ্গার সমস্ত মর্দ্দিত হইলেও প্রণয়বশতঃ প্রাণেশ্বরী শ্রীরাধাকে নানাভূষণে ভূষিতা করিলেন এবং কুঙ্কুম দ্বারা স্তনযুগলোপরি পত্রভঙ্গি রচনা করিয়া দিলেন। হে রসিকভক্তগণ! শ্রীরাধাপাদ-পদ্মনিষ্ঠ শ্রীসরস্বতিপাদের মনোহর বাক্যরূপ কৃষ্ণপ্রেমামৃত বৈভবেতে চিত্তকে মধুররসাপ্লুত কর, নীরস বেদ-বোধিত কর্ম্মজ্ঞানকাণ্ডাদি কৈতবে যেন পতিত হইও না।

শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে সকল পুরুষার্থের সারভূত পরমমহৎ শ্রীরাধা-গোবিন্দের পাদপদ্ম মকরন্দ-প্রবাহ যাহার চিত্ত একবারও আস্বাদন করে নাই, এবং নিরবধি অনুষ্ঠিত তাহাদের মহামন্মথ লীলা-বিলাস-কৌতুক

সর্ব্বৈঃ প্রেমরসামৃতৈঃ সুঘটিতা নূনং ব্রজস্ত্রীঘটা
সা যচ্ছ্রীচরণ-স্ফুরন্নখমণি-জ্যোতিঃ কলাংশাংশকা।
যদ্ গোবিন্দ-ভুজান্তরে রতিকলারঙ্গেণ দোলায়িতং
তদ্বস্তু শ্রুতিমস্তকৈরকলিতং রাধাভিধং পাতু বঃ॥ ১৩০ ॥

ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে শ্রীরাধামাধববিলাসো নাম চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

---

নূনং নিশ্চিতং সর্ব্বৈঃ সর্ব্ববিধৈঃ প্রেমরসামৃতৈঃ প্রেরসসুধাভিঃ সুঘটিতা সুনির্ম্মিতা সা প্রসিদ্ধা ব্রজস্ত্রীঘটা ব্রজাঙ্গনা-ততিঃ যস্যাঃ শ্রীচরণয়োঃ দেদীপ্যমানং যৎ নখমণি-জ্যোতি নখরকান্তিচ্ছটা তস্য কলায়াঃ অংশাংশভাক্ ভবতি। তথা যৎ গোবিন্দস্য ভুজান্তরে বক্ষসি সুরত-রঙ্গ-বিশেষেণ দোলায়িতং দোদুল্যমানং স্যাৎ, উপনিষদ্ভিঃ অজ্ঞাতং রাধাখ্যং তদ্বস্তু বঃ যুষ্মান্ পাতু পরিতোষয়তু ॥ ১৩০ ॥

---

একবারও যাহার নয়ন-গোচর হয় নাই, তাহার-জীবন প্রভৃতিতে ধিক্! বেঁচে থাকা অপেক্ষা মরণই শ্রেয়ঃ ॥ ১২৮ ॥

রে মন! তুমি যদি পরম মনোহর রসসাগরে অবগাহন করিতে অভিলাষ কর, তবে মহাপ্রেমরসের সহিত শ্রীশ্যাম মনোমোহিনী নিকুঞ্জ-বিলাসিনী শ্রীরাধার পাদপদ্ম-যুগল ভজনা কর ॥ ১২৯ ॥

সকল প্রকার প্রেমরসামৃতের দ্বারা সুনির্ম্মিতা অর্থাৎ সর্ব্ববিধ প্রেম-রসময়ী সুপ্রসিদ্ধা ব্রজাঙ্গনাগণ যাঁহার শ্রীচরণের উজ্জ্বল নখমণি-জ্যোতির কলা-বিশেষের অংশাংশ-স্বরূপা, যে বস্তু সুরত-রঙ্গ-বিশেষেও গোবিন্দের বিশাল বক্ষঃস্থলে দোদুল্যমান, শ্রুতি উপনিষদগণেরও অগোচরীভূত—সেই রাধা-নামক বস্তু তোমাদিগকে পরমানন্দিত করুন ॥ ১৩০ ॥

## চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত।

# শ্রীশ্রীসঙ্গীত-মাধবম্

## পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

## নিত্যোল্লাসঃ

অখিলভুবন-সারং প্রেমসর্ব্বস্ব-ভারং
নব-মদন-বিকারং সৌখ্যসিন্ধু-প্রচারম্।
মধুররসবিহারং রাধিকা-কণ্ঠহারং
প্রণমত সুকুমারং শ্রীযশোদাকুমারম্॥ ১৩১॥

শ্রীবৃন্দাবন-বিপিনেন্দ্র-জীবশক্তিঃ
সংপ্রেমোজ্জ্বল-রস-সারকল্পবল্লী।
সা রাধা সতত-মহামনোজ-বাধা
সংজীয়ান্মধুরবয়োবিলাস-সীমা *॥ ১৩২॥

---

অখিলভুবনানাং শ্রেষ্ঠং মহাপ্রেমময়ং অভিনব-কামকলাপূর্ণহৃদয়ং ধীরললিতমিত্যর্থঃ সুখ-সাগর-বর্ষিণং মধুর-রস-বিহারং মধুররস-ভোজিনং রাধিকাকণ্ঠহারং রাধারমণং সুকুমারং সুন্দরাদপি সুন্দরং শ্রীযশোদানন্দনং প্রণমত প্রণয়েন আশ্রয়ত॥ ১৩১॥

শ্রীবৃন্দাবন-বিপিনেন্দ্রস্য বৃন্দাবন-রসরাজস্য জীব-শক্তিঃ জীবাতুরূপা সংপ্রেমোজ্জ্বল-সার-কল্পবল্লী মাদনাখ্য-মহাভাবোজ্জ্বল-রসবিনির্য্যাস-কল্পলতিকা নিরবধি-মূর্ত্তমহাশৃঙ্গার-রস-প্রপীড়িতা নিত্য-নবকৈশোর-লীলাবিলাসাবধি-স্বরূপা সা প্রসিদ্ধা রাধা সংজীয়াৎ সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততাং॥ ১৩২॥

---

হে রসিক ভক্তগণ! চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মহাপ্রেমময়-বিগ্রহ, অভিনব-কামকলাপূর্ণ-হৃদয় অর্থাৎ ধীরললিত, সুখ-সাগর-স্বরূপ, মধুর রসেই সর্ব্বদা যাহার বিহার অর্থাৎ শৃঙ্গাররসপায়ী শ্রীরাধিকার কণ্ঠহার কিম্বা শ্রীরাধাই যাহার কণ্ঠমণিহার, শ্রীরাধারমণ, সুন্দর হইতেও পরম সুন্দর সেই শ্রীযশোদানন্দনকে পরম প্রণয়ের সহিত আশ্রয় কর॥ ১৩১॥

---

* শীলা ইতি-পাঠভেদঃ।

## গুর্জ্জরীরাগেণ গীয়তে।

প্রবহদমৃতরসবৃত-পরিহাসে।
শিব-বিধি-শুক-নারদ-জনিতাশে। ক।
রাধামাধব-কেলি-বিলাসে।
বিশতু মনো মম প্রেমবিকাশে। ধ্রু।
বৃন্দাবন-বন-সহজ-নিবাসে।
নব-রসভাবিতমতি-প্রতিভাসে। খ।
তিক্ততরীকৃত-মুক্তিবিতানে।
হরিচরণোজ্জ্বলভাব-নিদানে। গ।
প্রতিপদজৃম্ভিত-মদন-বিকারে।
পরমরসামৃত-সাগরসারে। ঘ।
থূৎকৃত-বিধিপদ-মুনিবর-গীতে।
তুচ্ছত্রিগুণজড়প্রকৃতিমতীতে। ঙ।
রাধাপ্রিয়-পরিজন-কলনীয়ে।
বিদিত-নিগমবর-সম্বরণীয়ে। চ।
অন্তরহিত-মহদ-কলিত-পারে।
বহুবিধভঙ্গিম-প্রেম-প্রসারে। ছ।
অতিরস-লোল-সরস্বতি-গানে।
কুরুত হৃদয়মিহ পরমনিধানে। জ।

---

মম মনঃ প্রেম-প্রকাশবহুলে শ্রীরাধাগোবিন্দয়োঃ বিহারাদৌ বিশতু প্রবিশতু। কিম্ভূতে প্রবহতা অমৃতরসেন বৃতঃ পূরিতঃ পরিহাসঃ নর্ম্ম যত্র তাদৃশে। শিব-ব্রহ্মা শুক-নারদাদীনাং প্রাদুর্ভূতা আশা যত্র। ক।

বৃন্দাবনস্য বনমেব স্বাভাবিকাশ্রয়ো যস্য, মধুররস-বিভাবিত-হৃদয়ে এব প্রতিফলনং যস্য তস্মিন্। খ।

তিক্ততরীকৃতং কটুতরীভূতং মুক্তিবিতানং সাযুজ্যাদি-মুক্তি-সমূহো যস্মাৎ তাদৃশে। হরিচরণয়োঃ মধুরভাবস্য মূলীভূত-কারণে। গ।

ক্ষণে ক্ষণে বিকশিতঃ কামো বিলাসো যত্র তস্মিন্। পরমরসামৃত-সাগরস্য উজ্জ্বল রসামৃত-সমুদ্রস্য বিনির্য্যাস-স্বরূপে। ঘ।

থূৎকৃতং তুচ্ছীকৃতং বিধিপদং ব্রহ্মপদং যেন তাদৃশেন মুনিবরেণ শুকদেবেন গীতে ভাষিতে। তুচ্ছা ন্যক্‌কৃতা ত্রিগুণা সত্ত্ব-রজ-স্তমোগুণোময়ী জড়া চ যা প্রকৃতিঃ তামতিক্রান্তে প্রকৃত্যগোচরে ইত্যর্থঃ। ঙ।

রাধা-প্রিয়পরিজনানাং প্রিয়নর্ম্মসহচরীণাং নত্বন্যাসাং কলনীয়ে দর্শনীয়ে। বিদিত-বেদবরাণাং বিখ্যাতোপনিষদাদীনাং সম্বরণীয়ে অগোচরে সম্যগ্ বরণীয়ে বেতি ভাবঃ। চ।

অন্তরহিতেন অসীমেন মহত্ত্বেন অকলিতং অনালোকিতং পারং যস্য তাদৃশে। নানাবিধ-কলাপূর্ণস্য প্রেম্নঃ প্রসারো বিস্তৃতিঃ যত্র যস্মাদ্বা তস্মিন্। ছ।

হে অতিরসলোল! হে মধুররস-লোলুপ! পরমরসিক! পরম-নিধানে মহানিধি-স্বরূপে ইহ সরস্বতিপাদস্য গীতে হৃদয়ং চিত্তং কুরুত অভিনিবেশয়ত॥

---

শ্রীবৃন্দাবনেন্দ্র রসরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রাণকোটি-সর্ব্বস্ব-রূপা, মাদনাখ্য মহাভাবোজ্জ্বল-রস-বিনির্য্যাসের-কল্পলতা, নিরবধি মূর্ত্তিমন্ত মহাশৃঙ্গার-রস ধর্ষিতা, নিত্য নবকিশোর-বয়স এবং তদুচিত লীলা-বিলাসের পরাকাষ্ঠা, সেই শ্রীকৃষ্ণবিলাসিনী শ্রীরাধা জয়যুক্তা হউন॥ ১৩২॥

[সিদ্ধদেহে গ্রন্থকর্ত্তা নিজগুরুরূপা সখীর চরণে প্রার্থনা করিতেছেন, হে অধীশ্বরি! আমার মন অনির্ব্বচনীয়-প্রেমরস-পরিপূর্ণ শ্রীরাধামাধবের লীলা-বিলাসে প্রবেশ করুক, যেন অন্য কোন বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা না থাকে; এই কৃপাই করুন।] যে লীলাতে ধারাবাহিক অমৃত-রস-প্রবাহ পরিপূর্ণ পরিহাস-রস বর্ত্তমান, শিব-ব্রহ্মা-শুক-নারদ প্রভৃতি যে লীলা-প্রাপ্তির আশা পোষণ করিয়া থাকেন—একমাত্র বৃন্দাবন-বনমধ্যেই যাহার নিবাস, অন্যত্র কোথাও নাই—মধুর-রস-বিভাবিত রাধাদাসীগণের হৃদয়েই একমাত্র প্রতিফলিত হইয়া থাকে, যে লীলার নিকট ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি অতিশয় কটুতর বলিয়া মনে হয়; রাধাদাসীভাবে নিহেতুক উজ্জ্বল-অনুরাগই একমাত্র যাহার আশ্রয়, যাহা ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধিত অপ্রাকৃত নবীন-মদন-বিকারযুক্ত, পরম-রসামৃত-সাগরের সার-স্বরূপ। ব্রহ্মপদ-তুচ্ছকারী মুনিবর শ্রীশুকদেব যে কেলিবিলাস সম্বন্ধে উচ্চকণ্ঠে গান করিয়াছেন—তুচ্ছ ত্রিগুণময়ী জড় প্রকৃতির অতীত—একমাত্র শ্রীরাধার প্রিয়সখীগণেরই আস্বাদনীয়—সুপ্রসিদ্ধ শ্রুতি উপনিষদাদির অগোচর, অপরিসীম মহত্ত্বাদিও যাহার সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারে না এবং বহুবিধ কলা-বিলাস-বৈদগ্ধি-পূর্ণ প্রেম সর্ব্বদা বিকাশ

দগ্ধো ভীমভবাটবী-ভ্রমণতো দুঃখৌঘ-দাবানলৈ
রাদায় প্রিয়মুগ্ধবৃত্তিকরিণীঃ সদ্বর্ত্মগো জীবিতঃ।
সান্দ্রানন্দরসাতিশীতলতরে তাপত্রয়োন্মূলনে
রাধাকেলি-সুধাম্বুধৌ মম মনো মত্তঃ করী মজ্জতু ॥ ১৩৩ ॥

## শ্রীরাগেণ গীয়তে

বৃন্দারণ্য-চরাচর-বৃন্দং
শ্রয়ত মহারস-বৈভব-কন্দম্। ক।
গায়ত রাধা-মাধবলীলাং।
কুরুত মতিং রসরঞ্জিতশীলাং। ধ্রু।

---

অতিভীষণ-সংসারারণ্য-পরিভ্রমণাৎ দুঃখরাশিরূপ-দাবাগ্নিভিঃ দগ্ধঃ দন্দহ্যমানঃ মম মনোরূপঃ মদমত্তঃ হস্তী প্রিয়মুগ্ধবৃত্তিকরিণীঃ প্রিয়বস্তুষু মুগ্ধাঃ আসক্তাঃ বৃত্তিরূপা করিণীঃ আদায় সঙ্গে কৃত্বা সাধুমার্গানুগামী ভূত্বা জীবিতঃ লব্ধ-জীবনঃ সন্ সান্দ্রানন্দরসেন নিবিড়-প্রেম-রসেন পরম-স্নিগ্ধতরে ত্রিতাপ-বিনাশকে শ্রীরাধাবিলাসামৃত-সাগরে মজ্জতু নিমগ্নো ভবতু ॥ ১৩৩ ॥

হে রসিকাঃ! শ্রীরাধামাধবয়োঃ লীলাবিলাসাদিকং গায়ত কীর্ত্তয়ত। মতিং রসরঞ্জিতশীলাং রসানুরক্ত-স্বভাবাং কুরুত। মহারস-বৈভবানাং প্রেমরসসম্পদাং কন্দং মূলাধার-স্বরূপং বৃন্দাবনস্য স্থাবর-জঙ্গমকুলং শ্রয়ত আশ্রয়ত। ক।

---

হইয়া থাকে। হে পরম-মধুর-রস-লোলুপ রসিকভক্তগণ! মহারত্ন-স্বরূপ সরস্বতিপাদের এই গানে চিত্তকে সর্ব্বদা অভিনিবেশিত করুন।

অতিভয়ানক সংসার-অরণ্যে পরিভ্রমণ-হেতু আধ্যাত্মিকাদি দুঃখ-রাশি দাবানলে পুনঃ পুনঃ দগ্ধীভূত আমার মনোরূপ মদমত্ত হস্তী মোহবশতঃ প্রিয়বস্তুতে আসক্তিরূপ করিণীগণকে সঙ্গে করিয়া সাধুমার্গানুগামী হইতে নবজীবন লাভ পূর্ব্বক নিবিড় প্রেমরসের দ্বারা অতিশয় শীতল, ত্রিতাপ-বিনাশক শ্রীরাধার বিলাস-সুধাসাগরে নিমগ্ন হইয়া পরম শান্তি লাভ করুক ॥ ১৩৩ ॥

হে রসিক ভক্তগণ! প্রেমরস-সম্পত্তির মূলাধার-স্বরূপ বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম সমূহকে আশ্রয় কর, শ্রীরাধামাধবের লীলা-বিলাসাদি কীর্ত্তন কর,

পশ্যত রাধাকেলি-নিকুঞ্জং।
প্রকট-মহাদ্ভুত-রতি-রস-পুঞ্জং। খ।
চরত বিকুণ্ঠাদপি রমণীয়ে।
ব্রজবলয়ে শিব-বিধি-কমনীয়ে। গ।
পুলিনে পুলিনে তপন-সুতায়াঃ।
ভ্রমত ন যত্র প্রসরতি মায়া। ঘ।
পরমানন্দ-রসাম্বুধি-সারে।
নয়ত মনো ব্রজরাজ-কুমারে। ঙ।
মুঞ্চত বিষম-বিষয়রসগন্ধং।
ঘটয়ত হরিপদ-দৃঢ়রতিবন্ধং। চ।
মৃগয়ত রাধাপদ-রসভাজং।
পরিচিনুতোন্মদ-নবরসরাজং *। ছ।
ইতি হিতসার-সরস্বতি-গীতং।
জনয়তু কঞ্চন ভাবমধীতম্। জ।

---

প্রাদুর্ভূতং মহাবিচিত্র-বিলাসরসানাং পুঞ্জং সমূহো যত্র তথাভূতং রাধা-বিলাসনিকুঞ্জং পশ্যত অবলোকয়ত। খ।

শিবব্রহ্মাদিভিরপি বাঞ্ছনীয়ে বৈকুণ্ঠাদপি পরমসুন্দরে ব্রজমণ্ডলে চরত পরিভ্রমত। গ।

যত্র মায়া ন অধিকরোতি, তাদৃশং যমুনায়াঃ প্রতিপুলিনং ভ্রমত-বিচরত। ঘ।

পরমামৃতরসনিধিসারে প্রেমসুধারস-সাগর-বিনির্য্যাস-স্বরূপে শ্রীনন্দনন্দনে মনো অভিনিবেশয়ত। ঙ।

বিষময়-বিষয়-রসস্য লবলেশমপি পরিত্যজত। হরিপদয়োঃ গাঢ়ানুরাগং কুরুত। চ।

রাধাচরণ-রস-রসিক-সখীজনং অন্বিষ্যত। উন্মদ-নবরসরাজং পরমরসোন্মত্তং ব্রজ-নবনাগরং পরিচিনুত বিজানীত। ছ।

---

মনকে নবরস-রঞ্জিত কর। মূর্ত্তিমান অদ্ভুত-বিলাস-রস-সমূহ যেখানে সর্ব্বদা বিরাজমান—সেই রাধার কেলি-নিকুঞ্জ দর্শন কর। শিব ব্রহ্মাদিরও বাঞ্ছনীয়, বৈকুণ্ঠ হইতেও রমণীয় ব্রজমণ্ডলে বিচরণ কর। যে স্থানে মায়ার

---

* পরিচিনুতোজ্জ্বল 'রসনৃপরাজং', 'বরপদরাজং' বা

দূরান্মুঞ্চবরাঙ্গনাদি-বিষয়ান্ কর্ম্মাদি-মার্গে বৃথা
খেদং ন প্রথয়েন্দ্রজালসদৃশী বিদ্ধীহ সিদ্ধীরপি।
মুক্তিং তিক্ততরাঞ্চ থূৎকুরু পরং বৃন্দাবনেন্দ্রং ভজ
শ্রীরাধানুচরীভবংশ্চ কলয়ে স্তত্রাপি কঞ্চিদ্রসম্॥ ১৩৪॥
যা পূর্ব্বং মিলনাদ্বভূব বিমুখীভাবাদিকাকাদিকা
যা বা নিদ্রিতচৌরবন্মিলিতয়োঃ সধ্বান্তরাত্রাবভূৎ।
যা বৃন্দাবন-মঞ্জুকুঞ্জকুহরে কৃষ্ণাতরঙ্গেষু বা
রাধামাধবয়ো র্বিলাস-লহরী সা সা চিরং পাতু বঃ॥ ১৩৫॥

ইতি শ্রীসঙ্গীত-মাধবে নিজোল্লাসঃ নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

---

ইতি ইত্থং সরস্বতিপাদস্য পরমহিতকরং গীতং গানং অধীতং কীর্ত্তিতং সৎ কঞ্চন অনির্ব্বচনীয়ং ভাবং প্রকটয়তু। জ।

বরাঙ্গনাদি-বিষয়ান্ উত্তমকামিনী-কাঞ্চনাদি-বিষয়ান্ দূরাৎ পরিহর, কর্ম্মজ্ঞানাদি-পথে বৃথা দুঃখং ন বিস্তারয়। ইহ ভজনমার্গে অষ্টসিদ্ধীরপি ইন্দ্রজাল-সদৃশীঃ কুহকতুল্যাঃ বিদ্ধি জানীহি। মুক্তিং সাযুজ্যাদিকাং কটুতরাং মত্বা পরম্ অতিশয়ং ধিক্ কুরু পরিত্যজ ইত্যর্থঃ। শ্রীরাধায়াঃ দাসীভবন্ তদানুগত্যেন ইত্যর্থঃ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রং ভজ। তাদৃশ-কৃষ্ণভজনে অনাস্বাদিতচরং রসং কলয়েঃ প্রাপ্নুয়াঃ॥ ১৩৪॥

---

অধিকার নাই, সেই যমুনার পুলিনে পুলিনে ভ্রমণ কর। প্রেমসুধা-রস সাগরের মহারত্ন-স্বরূপ শ্রীনন্দনন্দনেতে মনোনিবেশ কর। বিষময় বিষয়-রসের গন্ধমাত্রও যেখানে আছে, দূর হইতেই তাহা পরিত্যাগ কর। হরিপদে দৃঢ় অনুরাগ কর। শ্রীরাধাচরণ-রসরসিক সখীগণের অন্বেষণ কর। রাধা-দাস্য অঙ্গীকার করতঃ পরম রসোন্মত্ত নাগরবরের প্রেমসেবানুশীলন কর। শ্রীসরস্বতিপাদের এই পরম হিতকর গানটী কীর্ত্তন করিয়া কোনও অনির্ব্বচনীয় ভাব প্রকাশিত হউক।

শ্রেষ্ঠ কামিনী-কাঞ্চনাদি-বিষয় দূর হইতে পরিত্যাগ কর। কর্ম্মজ্ঞানাদি পথে যাইয়া বৃথা দুঃখ ভোগ করিও না। এই ভজন-পথে অষ্টসিদ্ধিকে ইন্দ্রজালসদৃশ কুহক বলিয়া জান। সাযুজ্যাদি মুক্তি-সকলে অতিশয় কটুতর মনে করিয়া ধিক্কার করতঃ পরিত্যাগ কর। শ্রীরাধাদাস্য-অঙ্গীকারে

যা যুগলকিশোরয়োঃ মিলনাৎ পূর্ব্বং সঙ্গমাৎ প্রাক্ বৈমুখ্য-ভাবাপন্না বাম্যগন্ধিনী, স্বাভিলাষ-ভাব-প্রকাশিকা চ বভূব, যা সধ্বান্ত-রাত্রৌ সান্ধকার-রজন্যাং নিদ্রিত-চৌরবৎ মিলিতয়োঃ নিদ্রিতায়াং রাধায়াং শ্রীকৃষ্ণস্য চৌরবৎ মিলনে যা বৃন্দাবনস্থ মনোহর-কুঞ্জমধ্যে মিলনাবসরে৹ ইতি ভাবঃ—যা বা যমুনায়াঃ তরঙ্গেষু রাধামাধবয়োঃ বিলাসলহরী লীলাতরঙ্গঃ অভূৎ, সা সা লীলা-লহরী বঃ যুষ্মান্ চিরং পাতু লীলাসাগরে নিমজ্জয়তু ॥ ১৩৫ ॥

---

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের ভজন কর। এতাদৃশ ভজনেই অনাস্বাদিতচর রস-বিশেষ প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৩৪ ॥

শ্রীযুগলকিশোরের প্রকাশ্যভাবে মিলনের পূর্ব্বে বৈমুখ্য-ভাবাদিযুক্ত বাম্যপূর্ণ ও স্বাভিলাষ-প্রকাশিকা যে যে লীলা হইয়াছিল, আবার অন্ধকার রাত্রিতে শ্রীরাধা নিদ্রিত হইলে ঠিক চোরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের মিলনে যে লীলা আচরিত হইয়াছিল, বৃন্দাবনের মনোহর কুঞ্জমধ্যে যে যে লীলা-বিলাস এবং যমুনার জলমধ্যে যে যে লীলা হইয়াছিল, সেই সেই লীলা-লহরী তোমাদিগকে প্রেমসাগরে নিমজ্জিত করুক্ ॥ ১৩৫ ॥

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

# শ্রীশ্রীসঙ্গীত-মাধবম্

## ষোড়শঃ সর্গঃ ।

---

অশ্রৌঘৈ র্মকরন্দ-বিন্দুনিবহৈ র্নিস্যন্দিভিঃ সুন্দরং
নেত্রেন্দীবরমাদধৎ সুপুলকোৎকম্পঞ্চ বিভ্রদ্ বপুঃ ।
বাচশ্চাপি সগদ্‌গদা হরিহরীত্যানন্দিনী রুদ্গিরন্
প্রেমানন্দরসোৎসবং দিশতু বো দেবঃ শচীনন্দনঃ ॥ ১৩৬ ॥
তত্তদ্দোষ-প্রবল-গরলৈরর্থতঃ শব্দতো বা
কামং নষ্টাং কৃতিমতিশুভাং কুর্ব্বতাং যে দ্বিজিহ্বাঃ ।
গাঢ়ং মগ্নাঃ পরমরসদে রাধিকা-কেলিসিন্ধৌ
জাতস্নেহাঃ স্তুতিভিরমৃতৈ র্জীবয়িষ্যন্তি ভূয়ঃ ॥ ১৩৭ ॥

---

নিস্যন্দিভিঃ ক্ষরণশীলৈঃ মধুবিন্দু-সমূহরূপৈঃ অশ্রৌঘৈঃ অশ্রুপ্রবাহৈঃ সুন্দরং সুশোভনং নয়নকমলং ধারয়ন্ সুষ্ঠু পুলকরাশিঃ মহাকুম্পশ্চ যত্র তথাভূতং দেহং দধৎ হরি হরি ইত্যেবং আনন্দস্বরূপাঃ সপ্রেমগদগদাশ্চ বাণীঃ উচ্চারয়ন্ দেবঃ মহাবদান্যঃ শচীনন্দনঃ বঃ যুষ্মভ্যঃ প্রেমানন্দ-রসোৎসবং দদাতু ॥ ১৩৬ ॥

যে দ্বিজিহ্বাঃ খলরূপ-সর্পাঃ অর্থতঃ অর্থালঙ্কারাৎ শব্দতঃ শব্দালঙ্কারাৎ বা তত্রত্য-দোষরূপ-বিষম-বিষৈঃ অতিশুভাং পরমকল্যাণময়ীং ইমাং কৃতিং গীতিকাব্যং কামং যথেষ্টং নষ্টাং দূষিতাং কুর্ব্বতাং কুর্য্যুঃ, কিন্তু পরমরসপ্রদে রাধায়াঃ বিলাস-সাগরে গাঢ়ং সাতিশয়ং নিমগ্নাঃ স্নিগ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ অমৃতৈঃ স্তুতিভিঃ সুধাময়-প্রশংসাভিঃ ভূয়ঃ পুনরপি জীবয়িষ্যন্তি উজ্জীবতাং করিষ্যন্তি ॥ ১৩৭ ॥

---

নিঝরের ন্যায় ক্ষরণশীল মকরন্দ বিন্দু-সদৃশ অশ্রুসমূহ দ্বারা সুশোভিত নয়নকমল-ধারী, সুন্দর পুলক-কম্প যুক্ত-দেহ বিশিষ্ট, "হরি হরি" এই আনন্দপূর্ণ সপ্রেম গদগদবাক্য উচ্চারণকারী সেই মহাবদান্য শচী-নন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ তোমাদিগকে প্রেমানন্দ-রসোৎসব প্রদান করুন ॥ ১৩৬॥

অলঙ্কুর্য্যুরলঙ্কারৈঃ প্রেম্না দধ্যুর্মনঃ ক্বচিৎ।
কণ্ঠে কুর্ব্বন্তু রসিকাঃ কৃতিং মুগ্ধামিমাং মম ॥ ১৩৮ ॥
শ্রীরাধিকা-মাধবয়োঃ পদাম্বুজে
নির্ম্মায় যৎ কাব্যমিদং ময়ার্পিতং।
তেনৈব তৌ প্রীতহৃদৌ কদাপি মা-
মত্যদ্ভুতাং দর্শয়তো রহঃকলাম্ ॥ ১৩৯ ॥
ইতি প্রেমরসাধিদেবতানুচরী বুভূষতা কেনাপি প্রকটীকৃতম্।
ইতি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতিগোস্বামিনা বিরচিতং
সঙ্গীত-মাধবাখ্যং গীতিকাব্যং সমাপ্তম্ ॥

---

মম ইমাং মুগ্ধাং মনোহরাং কৃতিং গীতিকাব্যং রসিকাঃ মধুররসরসিত-হৃদয়াঃ অলঙ্কারৈঃ শব্দার্থালঙ্কারাদিভিঃ অলঙ্কুর্য্যুঃ অলঙ্কৃতাং কুর্ব্বন্তু, প্রেম্না পরমপ্রীত্যা ক্বচিৎ সময়বিশেষে মনঃ দধ্যুঃ মনোঽভিনিবেশং কুর্য্যুঃ, কণ্ঠে চ কুর্ব্বন্তু কণ্ঠভূষণং বিদধতু ॥ ১৩৮ ॥

ময়া যৎ ইদং কাব্যং নির্ম্মায় বিরচয্য শ্রীরাধাগোবিন্দয়োঃ চরণকমলে সমর্পিতং, তেনৈব হেতুনা তৌ রাধামাধবৌ সন্তুষ্টচিত্তৌ সন্তৌ কদাপি যস্মিন্ কস্মিন্নপি অবসরে মাং অত্যদ্ভুতাং পরমবিচিত্রাং রহঃকলাং নিধুবনোৎসবং দর্শয়তঃ ॥ ১৩৯ ॥

ইত্থং প্রেমরসাধিদেবতায়াঃ মহাভাবস্বরূপিণ্যাঃ রাধায়াঃ অনুচরী-বুভূষতা দাসীত্বমিচ্ছতা কেনাপি প্রকাশিতং ॥

ইতি শ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতিগোস্বামিনা বিরচিতং সঙ্গীত-মাধবাখ্যং গীতিকাব্যং সমাপ্তং ॥

শ্রীশ্রীগুরুচরণ-কমলেভ্যো নমঃ ॥

---

খলরূপ সর্পগণ অর্থালঙ্কার. শব্দালঙ্কার প্রভৃতি দোষরূপ বিষমবিষ-দ্বারা এই পরম কল্যাণময়ী গীতিকাব্যকে দূষিত করুক, তাহাতে আমার দুঃখ নাই। আশা এই যে শ্রীরাধার পরম-রস-প্রদ বিলাস সাগরে প্রগাঢ়ভাবে নিমগ্ন স্নিগ্ধহৃদয় রসিক ভক্তগণ অমৃতরূপ স্তুতি দ্বারা অর্থাৎ পরম প্রেম-ময় আস্বাদন দ্বারা ইহাকে পুনর্ব্বার জীবিত করিবেন, সন্দেহ নাই ॥ ১৩৭ ॥

আমার এই মনোরম শ্রীরাধামাধবের লীলা বিলাস-ময় গীতিকাব্য মধুর রস-[illegible]ত-হৃদয় ভক্তগণ শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা অল-ঙ্কৃত করুন, পরমপ্রীতির সহিত কোনও রসময় সময়ে মনোভিনিবেশ করুন

এবং সর্ব্বদা আস্বাদনের জন্য কণ্ঠভূষণ করিয়া রাখুন—আমার এই প্রার্থনা ॥ ১২৮ ॥

শ্রীগুরুরূপা সখীর কৃপা-আশীর্ব্বাদে এই পরম রসময় গীতিকাব্য নির্ম্মাণ করিয়া আমি যে শ্রীরাধামাধবের চরণ-কমলে অর্পণ করিলাম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইহা দ্বারা উভয়ে পরম সন্তুষ্ট-চিত্ত হইয়া কোনও রসময় সময়ে আমাকে উহাদের অতি বিচিত্র পরম নিভৃত নিধুবনোৎসব দর্শন করাইবেন ॥ ১৩৯ ॥

এই প্রকার ভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধার অন্তরঙ্গ-দাসীত্ব-অভিলাষী কোনও জন কর্ত্তৃক এই গীতিকাব্য প্রকাশিত হইলেন।

জয় জয় গুরুদেব বাঞ্ছাকল্পতরু
জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরুদেব
ওঁ গুরু ওঁ গুরু ওঁ গুরু
শ্রীশ্রীগুর্ব্বর্পণমস্তু

**ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।**

---

দি ক্যালকন্ প্রেস
২নং চার্চ্চ লেন, কলিকাতা।